প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 398
15 September 2014
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪২ তম বর্ষ | ৩৯৯ তম সংখ্যা | ২৯ ভাদ্র ১৪২১ | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত নিউ ইয়র্কের প্রবাসী ভারতীয়রা

ভারতের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি-র বিপুল জয়ে নিউ ইয়র্কের প্রথম সারির সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদ

গুজরাত দাঙ্গাকে সামনে রেখে যে আমেরিকা এত দিন তাঁকে ভিসা পর্যন্ত দেয়নি, সেই আমেরিকাই এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সরকারি স্তরে এ নিয়ে প্রস্তুতিও প্রায় চূড়ান্ত। মোদী নিজেও এ মাসের শেষ দিকে তাঁর প্রথম মার্কিন সফরেই সাড়া ফেলে দিতে চাইছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে বক্তৃতা বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে বৈঠকের মতো বিষয়গুলি তো আছেই, নিউ ইয়র্কে প্রায় হাজার কুড়ি দর্শকের সামনে একটি সভাও করার কথা আছে তাঁর।

আর এই সভাটি ঘিরেই সরগরম নিউদিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক। বিজেপির অনাবাসী ভারতীয় শাখার নেতা বিজয় জলি, সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব ইতিমধ্যেই আমেরিকায় গিয়ে এক দফা প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। তৈরি হয়েছে 'ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কমিউনিটি ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংস্থাও। তাঁদের দাবি, নিউ ইয়র্কের বুকে কোনও ভিন্‌দেশি রাষ্ট্রপ্রধানের এত বড় সভার আয়োজন সাম্প্রতিক অতীতে হয়নি। এই সভার জন্য কুড়ি হাজার আসন বিশিষ্ট ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন নেওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, এই সভা ঘিরে বিপুল উন্মাদনা দেখা গিয়েছে স্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যে। এখনই কুড়ি হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। যে কারণে স্থির হয়েছে, লটারির মাধ্যমে আমন্ত্রিতদের বেছে নেওয়া হবে।

(এরপর ২ পাতায়)

শরতে পদ্ম ফুটল বাংলার বিধানসভায়

দীর্ঘ ১৫ বছর পর বিধানসভায় খাতা খুলল বিজেপি। তিন মাস আগে লোকসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে পদ্মফুল ফুটেছিল। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসকে হারিয়ে দিয়েছেন। তবে ভোটের ব্যবধান মাত্র ১৫৮৫। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সিপিএমের মৃণাল চক্রবর্তী, চতুর্থ হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মজুমদার।

অন্যদিকে, চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জিতেছেন ১৪,৩৪৪ ভোটে। এই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির রীতেশ তিওয়ারি। কংগ্রেসের সন্তোষ পাঠক তৃতীয় এবং সিপিএম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেত চতুর্থ স্থানে। চৌরঙ্গিতে ফৈয়াজের, বসিরহাটে সিপিএম প্রার্থী মৃণাল চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মজুমদারেরও জামানত জব্দ হয়েছে। ফল দেখে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে জরুরি বৈঠকে বসেন সিপিএম নেতারা।

চৌরঙ্গি	বসিরহাট দক্ষিণ
জয়ী ঃ নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	জয়ী ঃ শমীক ভট্টাচার্য (বিজেপি)
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ রীতেশ তিওয়ারি (বিজেপি)	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ দীপেন্দু বিশ্বাস (তৃণমূল)
জয়ের ব্যবধান ঃ ১৪৩৪৪	জয়ের ব্যবধান ঃ ১৫৮৬

(এরপর ৩ পাতায়)

ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিস্তৃত খবর ২ পাতায়

বাঁশি বাজিয়ে কৃষ্ণকথা মোদীর, জাপানেও হল 'চায়ে পে চর্চা'

জাপান সফরের তৃতীয় দিনে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় 'অবতীর্ণ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী!

রাজধানী টোকিওর ১৩৬ বছরের পুরনো 'তাইমেই এলিমেন্টরি স্কুলে' গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের কৃষ্ণের 'মাহাত্ম্যের' কথা শোনাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি 'মথুরা কুলপতি'র ভঙ্গি অনুকরণ করে বাঁশি বাজিয়েও শোনান। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকত দেখতে নিজেকে 'বয়স্কতম ছাত্র' বলেও বর্ণনা করেন মোদী।

১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তাইমেই স্কুল ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আজ সেই প্রসঙ্গ তুলে ২০০১ সালের গুজরাত ভূমিকম্পের উদাহরণ দেন মোদী। বলেন, 'এই স্কুলের মতোই ধ্বংসের পরে পুনর্নির্মাণ হয়েছিল গুজরাতের।" স্কুলের শিক্ষকদের জাপানি ভাষা শেখাতে ভারতে আসারও আমন্ত্রণ জানান তিনি।

তাইমেই স্কুলের পাশাপাশি জাপানের বণিকসভা 'নিপ্পন কিয়োদানরেন'র অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন মোদী। দু'জায়গাতেই বক্তৃতা করেন হিন্দিতে। বলেন, ''আমি গুজরাতি। ব্যবসা আমার রক্তে।" জাপানের শিল্পপতিদের গুজরাতে গিয়ে গল্ফ খেলার আমন্ত্রণও জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

টোকিওর আকাসাকা প্রাসাদে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানান। 'চায়ে পে চর্চা'য় অংশ নেন মোদী। তবে লোকসভা ভোটের প্রচারের মতো 'থ্রি-ডি হলোগ্রাফিক' বক্তৃতা নয়। জাপানি রীতিতে হাঁটু মুড়ে বসে চা খান একদা ভডনগর স্টেশনের চা-বিক্রেতা বালক।

পরে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন মোদী-শিনজো। দুই প্রধানমন্ত্রীর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হয়। একাধিক চুক্তি ও সই হয়েছে। তবে পরমাণু সহযোগিতা নিয়ে কোনও চুক্তি হয়নি। প্রসঙ্গত, গত বছরের মে মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের জাপান সফরের সময় অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শিনজো। বণিকসভার বৈঠকে মোদীর সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি বাবা কল্যাণী'র নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বণিকসভার প্রতিনিধিদল। সেখানে মোদী প্রতিশ্রুতি দেন, ভারতে জাপানি বিনিয়োগের পথ সুগম করতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তত্ত্বাবধানে 'বিশেষ ম্যানেজমেন্ট টিম' গড়া হবে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, নাম না করে চিনকে নিশানা করেন মোদী। তিনি বলেন, ''আমরা এখন কিছু দেশের মধ্যে আধিপত্যবাদী মনোভাব দেখতে পাচ্ছি। তারা অন্যের সমুদ্রসীমায় আগ্রাসন চালাচ্ছে।" সাম্প্রতিককালে পূর্ব চিন সাগরে বেজিংয়ের সামরিক তৎপরতা নিয়ে বারবার আপত্তি তুলেছে জাপান। চিন সাগরে ভারতীয় সংস্থা ওএনজিসি'র গ্যাস অনুসন্ধানেও বাধা দিয়েছে চিন।

আসছে পুজো নব আনন্দে জাগো

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত

প্রথম পাতার পর

নিউ ইয়র্কেই মোদী প্রথম বক্তৃতা দেবেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতার সময় ক্ষোভ-বিক্ষোভের ছবি নিউ ইয়র্কে নতুন নয়। অতীতে ফিদেল কাস্ত্রো বা ইরানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আহমেদিনেজাদের বক্তৃতার সময় মার্কিন জনতা বিক্ষোভও দেখিয়েছে রাস্তায়। যে কারণে প্রতি বারই নিউ ইয়র্কের সদর দফতরে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনের সময় কিছুটা দূরে প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য একটি জায়গা বেঁধে দেওয়া হয়। মোদীর সভার উদ্যোক্তারা বলছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনের সময় জমায়েত এ বারেও হবে। তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বিজয় জলির কথায়, ''মোদীকে ঘিরে প্রবল আগ্রহ রয়েছে গোটা দুনিয়ায়। সে কারণে তাঁর সফরের সময় বড় বড় কাটআউট লাগানো হবে শহর জুড়ে। আর ম্যাডিসন স্কোয়ারের অনুষ্ঠানে যে ভাবে এখন থেকেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তা অভাবনীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে।"

যে হেতু 'ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের' ব্যানারে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাই সরকার সরাসরি এতে সামিল হচ্ছে না। কিন্তু আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এস জয়শঙ্কর নিয়মিত এই অনুষ্ঠানের তদারকি করছেন। মার্কিন সেনেটর ও কংগ্রেসম্যানদেরও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মার্কিন সরকার তাঁকে ভিসা না দিলেও মোদী নিজে কিন্তু গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বহু দিন ধরেই আমেরিকায় বসবাসকারী গুজরাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। গুজরাতে তাঁদের বিনিয়োগেও সামিল করেছেন। এ বারে অবশ্য মোদী জানিয়েছেন, শুধু গুজরাতি নয়, আমেরিকায় বসবাসকারী সব ভারতীয়কে এই অনুষ্ঠানে আসতে অনুপ্রাণিত করা হোক।

বিজেপি নেতারা বলছেন, সম্প্রতি জাপান সফরে গিয়ে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন, পূর্বসূরিদের মতো শুধু বৈঠক করেই তিনি ক্ষান্ত হবেন না। এমন কিছু নজরকাড়া পদক্ষেপ করবেন, যাতে সে দেশের মানুষ আন্দোলিত হন। জাপানে গিয়ে মোদী সে দেশের সংস্কৃতিকে যেমন ছুঁতে চেয়েছেন, তেমনই সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জড়ো করে তাঁদের সামনে উন্নত ভারতের স্বপ্নও ফিরি করেছেন। বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, ''শপথের দিন প্রতিবেশী দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর সরকারের বিদেশ নীতিকে তিনি এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। সে কথা মাথায় রেখেই জাপানের পর এ বারে আমেরিকাও মাত করতে চাইছেন মোদী।"

ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল

প্রথম পাতার পর

সংদিনা লাহিড়ী ও দ্যুতি মুখোপাধ্যায় চোর-ডাকাত নয়, ছাত্রদেরই মেরে হাসপাতালে পাঠান কলকাতা পুলিশ!

আন্দোলন ঠেকাতে রাতের অন্ধকারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। ওই 'অপারেশন'-এর সময়ে আলো নিভিয়ে চারদিক থেকে আন্দোলনকারীদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ করা হয়। ছাত্রীদের জামাকাপড় ছিঁড়ে গোপনাঙ্গ লক্ষ করে মারারও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, শাসকদলের 'গুন্ডাবাহিনী'ও পুলিশের সঙ্গে মিশে তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ অবশ্য সে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওই ঘটনায় পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, বিদ্বজ্জনেদের একটা বড় অংশ এবং বিরোধীরা উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর পদত্যাগের দাবিও জোরালো হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে বিজেপি নেতারা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে উপাচার্যের ইস্তফা চেয়ে স্মারকলিপি দেন।

মোদীর মেহনতের ফলে সঙ্গী বিতর্কও

একশো ভাগ মেহনতের ফল মিলছে একশো দিনে। দিল্লি থেকে প্রায় ছ'হাজার কিলোমিটার দূরে বসে কতকটা এই ভাষাতেই নিজের সরকারের মূল্যায়ন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নতুন সরকারের একশো দিন পূর্ণ হচ্ছে। মোদির পূর্বসূরিরা সরকারের প্রথম একশো দিনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করতেন। তিনি অবশ্য সে পথে হাঁটেননি। তিনি অবশ্য সে পথে হাঁটেননি। নিজেও থাকছেন না দেশে। একশো দিনকে ঘিরে কোনও উৎসবও করছেন না। কিন্তু যে কোনও সরকারের প্রথম একশো দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার যেমন চুলচেরা বিচার হয়, তেমনটা হচ্ছে মোদি সরকারেরও। রাজধানীতে আলোচনার বিষয় এখন এক্টাই। বিপুল জনমত নিয়ে আসা একটি শক্তিশালী সরকারের থেকে মানুষের যে পাহাড়প্রমাণ প্রত্যাশা, তার কতটা পূরণ করতে পারলেন মোদি? নীতি পঙ্গুত্ব কাটিয়ে অর্থনীতির হাল ফেরানোর কিছু চেষ্টা হয়েছে, তবে বিতর্কও পিছু ছাড়েনি তাঁর।

মোদি নিজে একশো দিনের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তবু সরকারের একশো দিন নিয়ে জনমনে যে প্রবল কৌতূহল রয়েছে, সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল তিনি। যে কারণে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগেই তিনি সরকারের ১০০ দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরার নির্দেশ দিয়ে রেখে ছেন মন্ত্রীদের। সেই সূত্র ধরে অরুণ জেটলি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, কী ভাবে মোদী-জমানা শুরু হতেই দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আর জাপানে বসেই মোদির মন্তব্য, "প্রথম একশো দিনে যা যা পদক্ষেপ করেছি, তার ফল স্পষ্ট।"

মোদি নিজে নন, তাঁর এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে আজ মুখ খোলেন তাঁর সেনাপতি জেটলি। তাঁর কথায়, "গত এক দশকে এমন এক জন প্রধানমন্ত্রীর অভাব বোধ করেছে দেশের জনতা, যিনি শক্ত হাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। একাধিক ক্ষমতাকেন্দ্রের বদলে একা প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাশ থাকবে। নরেন্দ্র মোদি সেই অভাব পূরণ করেছেন। সিদ্ধান্ত যতই কঠোর হোক না কেন, মোদি তা নিতে পারেন। ভবিষ্যতে দেশ কোন পথে এগোবে, তার দিশানির্দেশ দিতে পারেন। আগামী কয়েক মাসে এর ফল সকলের সামনে চলে আসবে।"

এই মুহূর্তে বলার মতো সাফল্য?

জেটলির মতে, মনমোহন সরকার যে সিদ্ধান্তহীনতা ও নীতিপঙ্গুত্বের শিকার ছিল, সেই দশা কেটে উন্নয়নের চাকা চলতে শুরু করেছে। এটাই প্রথম বড় সাফল্য। এতে আম জনতার উন্নয়ন যেমন হচ্ছে, তেমনই শিল্পমহলের আস্থাও ফিরে এসেছে। মোদী শিল্পবন্ধু পরিবেশও তৈরি করছেন, সামাজিক দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন।" সরকারের সাফল্য সম্পর্কে মোদি মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যেরও বক্তব্য, বিগত সরকার যা যা করতে পারেনি, মোদি তা পেরেছেন। প্রথম একশো দিনেই প্রশাসনকে দিশা দেখিয়েছেন। সব পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। মন্ত্রীরা সময়ে দফতরে আসছেন। আমলারা আরও খোলা মনে কাজ করছেন। এই ক'দিনে বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার এনেছেন বলেও দাবি মোদীর মন্ত্রীদের। তাঁদের তালিকায় রয়েছে আরও। যেমন, বিদেশি লগ্নির জন্য পরিকাঠামো ক্ষেত্র খুলে দেওয়া, বিমা বিল এবং পণ্য-পরিষেবা কর চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ। জনমোহিনী সিদ্ধান্ত না হলেও রেলের ভাড়া বাড়ানোর হিম্মত দেখি য়েছেন মোদি। যোজনা কমিশন বাতিল করে নতুন সংস্থা গড়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বিশেষ তদন্তকারী দল গড়েছেন কালো টাকা উদ্ধারে। সরকারে সাধারণ মানুষের অংশীদারি সুনিশ্চিত করছেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের আরও বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার আগে থেকেই মোদী যে ভাবে বিদেশনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সেই ধারা এখনও অব্যাহত। শপথের অনুষ্ঠানে যেমন তিনি নওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তেমনই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের প্রশ্নে কড়া জবাবও দিয়েছেন পাকিস্তানকে। ইরাক থেকে বন্দি ভারতীয়দের দেশে ফেরানোও বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

শিল্প ও বণিক সভাগুলি কী ভাবে মূল্যায়ন করছে এই সরকারের? বণিকসভা সিআইআই-এর সভাপতি অজয় শ্রীরাম বলেন, "নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসার পরে বিনিয়োগকারীদের আস্থা আবার ফিরতে শুরু করেছে। কারণ, নতুন সরকার আর্থিক উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রতি দায়বদ্ধ। বিভিন্ন মন্ত্রী ও আমলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমরা দেখ ছি, তাঁরা শিল্পমহলের মতকে অনেক বেশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করছেন। ব্যতিক্রমী ভাবনাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।" ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে এ দিনই মোদি বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা যে সব সময় ছাড় চান, তা নয়। তাঁরা ব্যবসা করার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ চান। সেটি দেওয়াই আমাদের কাজ।" দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দিতে মোদি যে ভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীকে নজরে-নজরে রেখেছেন, তাতে মন্ত্রীরাও সব তটস্থ। মন্ত্রীরাই কবুল করছেন, কোনও রকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের কথায়, "মোদি আমাদের মিশনের মন্ত্র দিয়েছেন। কমিশনের নয়।"

কিন্তু মোদী সরকারের একশো দিনের এই যাত্রাপথে সকলেই যে সমান ভাবে আপ্লুত, তা নয়। মোদী ঝড়ের ধাক্কায় গত বারের শাসক দল এখন প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেতেই হিমসিম খাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস শুধু নয়, দেশবাসীও সমান ভাবে হতাশ। ভোটে মোদি প্রচার করেছিলেন, ক্ষমতায় এলেই তিনি যেন জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় 'আচ্ছে দিন (সুদিন)' এনে দেবেন। তেমন কিছু তো হয়নি। উল্টে কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনই দেখিয়ে দিচ্ছে, মানুষ বুঝতে পারছেন মোদির প্রতিশ্রুতি সব ফাঁপা। তাঁরা তাই প্রত্যাখ্যান করছেন বিজেপিকে।

কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লর প্রশ্ন, "মোদীর সাফল্য কোথায়? যে সবের উদ্বোধন তিনি করছেন, তা সবই তো ইউপিএ আমলে গৃহীত। তা সে কাটরা পর্যন্ত রেলই হোক বা যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কলকাতা। যে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে মোদী সরকার ঢাক পেটাচ্ছে, সেটিও ইউপিএ-র দৌলতে।" শুক্লর দাবি, এখনও পর্যন্ত এই সরকারের ছাপ কোথাও নেই। উল্টে মোদী ক্ষমতায় আসতেই দেশে গোষ্ঠী-সংঘর্ষ বেড়েছে, নিত্যদিন বিজেপির নেতারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন। কোথাও বিতর্ক ধর্মান্তকরণ নিয়ে, কোথাও বিকিনি পরা নিয়ে। আর মোদী নিজে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। লালকৃষ্ণ আডবাণীদের পাঠাচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে।

কংগ্রেসের অভিযোগের জবাবে বিজেপি নেতা রাজীবপ্রতাপ রুডি বলেন, "মোদি সাম্প্রদায়িক বা একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী হলে এত মানুষের ভোট পেতেন না। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্র নিয়ে চলছেন তিনি। তারই অঙ্গ হিসেবে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সব পরিবারের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি শৌচালয় তৈরির মতো সমস্যার কথা তুলে মোদি কিছুটা ভিন্ন আদলের সরকার দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আম আদমির জন্য কাজ করা, দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে কিছুটা তৎপরতাই শেষ কথা নয়, জরুরি কিছু সংস্কারের কাজে এখনও তাঁর ভূমিকা নিয়ে উচ্ছ্বসিত নন অর্থনীতির পর্যবেক্ষকরা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে বিপুল অঙ্কের চুক্তি বাতিল করার পিছনে দেশীয় রাজনীতি ও সহযোগীদের মন রাখার আগ্রহও দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। ভর্তুকি তোলা, নয়া করব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রেও মোদি সরকার প্রত্যাশা পূরণ করে ফেলেছে এমনটা নয়।

শরতে পদ্ম ফুটল বাংলার

প্রথম পাতার পর

দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলে স্পষ্ট, রাজ্য রাজনীতিতে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে টানা ৩৪ বছর রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থাকা সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামেরা। কংগ্রেসের অবস্থাও প্রায় একই। এই ফলাফলে আরও পরিষ্কার, আগামী বছরের কলকাতার পুরসভা এবং পরের বছরে ভোটে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মূল টক্কর হবে বিজেপিরই।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Purna Bhattacharya
President Elect
Milan Awon

Vice-Presidents
Dilip Chakrabarti
Debi Prosad Palit

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Tapas Sanyal

Members
Dhriti Bagchi
Pinaki DasGupta
Sankha Ghosh
Soumen Roy

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Mrinal Chaudhuri

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Rahul Roy
Kali P. Chaudhuri
Kajal sarkar
Asish Sengupta
Asok Motayed
Asoke De Sarkar
Samprakash Majumdar

আয়ুর্বেদকে গুরুত্ব, তোপের মুখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

অ্যালোপ্যাথির মতো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে তুলে ধরার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। শুধু তাই নয়, ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গির মতো মশাবাহিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে আয়ুর্বেদই সেরা মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে বলে তাঁর দাবি। এ বিষয়ে শীঘ্রই বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন বলে জানান। পানজিমে এক স্বাস্থ্য সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে ঘিরে চিকিৎসক মহলের এক অংশে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসার উন্নতি ও গবেষণা নিয়ে কোনও শব্দ খরচ না করে শুধু আয়ুর্বেদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

হর্ষ বর্ধন জানান, ভারতীয় সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিকে সার্কভুক্ত দেশগুলিতেও ছড়িয়ে দিতে চায় বিজেপি সরকার। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের প্রাথমিক চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসারে সব রকম ভাবে সাহায্য করবে ভারত। মাসখানেক আগে জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সার্কভুক্ত দেশগুলির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে শুধু আয়ুর্বেদ নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরিতে ইউনানি, যোগ বা সিদ্ধার মতো চিকিৎসা প্রক্রিয়াকেও অন্যতম হাতিয়ার করতে চায় বিজেপি সরকার।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ইনসিওরেন্স রেগুলেটারি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অথরিটি'র সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। চিকিৎসা বিমার খরচ

(এরপর ১৮ পাতায়)

প্রশাসন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাস্কর সেন। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। ছিলেন সারদাকাণ্ডে ধৃত তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষও। কুণাল কেন ওই সম্মেলনে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে।

ওই বৈঠকে ব্যাঙ্ক-কর্তাদের চাপে অর্থ দফতর জানিয়েছিল, সমস্ত জেলা শাসকদের কাছ থেকে সারদা-র মতো সংস্থাগুলির কাজকারবার নিয়ে কোনও রিপোর্টই এসে পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ।

২০১১ সালে তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ সোমেন মিত্র প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। ২০১২ সালে কংগ্রেস নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরী এই সংস্থাগুলির সঙ্গে তৃণমূল যোগসাজশ নিয়ে মনমোহন সিংহকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান।

সিবিআই কর্তারা বলছেন, বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কাজকারবার বন্ধ করার ক্ষেত্রে যেমন সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কোম্পানি নিবন্ধকের ভূমিকা রয়েছে, তেমনই রাজ্য প্রশাসনেরও ভূমিকা ছিল। সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি নিবন্ধকের কিছু কর্তা-কে সুদীপ্ত সেন মাসোহারা পাঠাতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণে ওই সংস্থাগুলিও নিজেদের ভূমিকা ঠিকমতো পালন করেনি বলে মনে করা হচ্ছে। একই ভাবে, রাজ্য প্রশাসনও কেন চোখ বুজে, ঠুঁটো হয়ে বসে রইল --- তা-ও বোঝা দরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সারদা ছাড়াও অন্যান্য অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে সিবিআই। প্রাথমিক ভাবে সারদা-র বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। সিবিআইয়ের বর্তমান অধিকর্তা রঞ্জিৎ সিনহা নভেম্বরে অবসর নেবেন। তার আগে তিনি সারদা-র তদন্ত সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে যেতে চাইছেন।

সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা এমন নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ নিয়ে অবশ্য মুখ খুলতে রাজি হননি রাজ্যের অর্থসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তাঁর বক্তব্য, "আমি কিছু বলব না।" রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ফোনই ধরেননি। প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাঁর মোবাইলে এসএমএস করা হলেও রাত পর্যন্ত জবাব মেলেনি। একই ভাবে প্রাক্তন অর্থসচিব (নতুন সরকারের শুরুতে তিনি ছিলেন অর্থ সচিব) চঞ্চলমল বাচওয়াতও ফোন ধরেননি, এসএমএসের জবাব দেননি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন, সারদা-র মতো সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছিল বাম জমানাতেই। তিনি এসে বরং এদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সারদা-র সুদীপ্ত সেনকে গ্রেফতারও করেছেন।

অর্থ দফতরের তরফে দাবি করা হয়েছে, লগ্নি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যখন যেমন তার সুরাহা করেছে রাজ্য। ২০১১-এর ১ এপ্রিল থেকে ২০১৩-এর ১ ২০১৩-এর ৩১ মার্চের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে টাকা ফেরত না পাওয়া সংক্রান্ত ৯৫টি অভিযোগ জমা পড়ে। তার মধ্যে আট জন লগ্নিকারীকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৪৯ টাকা। অথচ, সারদা কমিশন তৈরির হুড়োহুড়ি পড়ে যায় রাজ্যে ও আবেদনকারীর সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৭ লক্ষে। প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, বেআইনি লগ্নি সংস্থাগুলির দাপাদাপি বন্ধ করাতে অর্থ দফতর কতটা সক্রিয় ছিল, এই সংখ্যাতত্ত্বই তা দেখিয়ে দেয়।

চৌরঙ্গি বিধানসভা উপ নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী নয়না দাসের প্রচারসভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের আগেই সারদা নিয়ে হইচই হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তৃণমূলই জিতেছে।" সিবিআই সূত্র বলছে, বাম জমানায় কী হয়েছিল, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা ছাড়া অন্যান্য অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে সিবিআই।

সারদার স্বার্থ দেখছে সিবিআই, মমতার নাম উঠতেই সরব দল

সিবিআই-র সারদা তদন্তে এবার খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হতেই আত্মরক্ষায় মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আক্রমণাত্মক হতে চাইছে। যে মুখ্যমন্ত্রী দু'দিন আগে সিবিআইকে যাবতীয় সহযোগিতার কথা বলেছেন, তাঁর দলের শীর্ষ নেতারাই এখন সিবিআই-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তের লক্ষ্য এখন কার্যত সারদার 'স্বার্থরক্ষা'।

মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড টুরিজম (আইআরসিটিসি)-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে পর্যটন ব্যবসায় নেমেছিল সুদীপ্ত সেনের সারদা টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস সংস্থা। সে সময়ে রেল বোর্ডের এক সদস্যের সামনে উভয় পক্ষের মধ্যে ওই চুক্তি হয়েছিল। সূত্রের খবর, রেল ও সারদা সংস্থার মধ্যে ওই অফিসার রেলমন্ত্রীর দফতরে উঁচু পদে আসীন ছিলেন। পরে মমতা মুখ্যমন্ত্রী হলে তিনি কলকাতা ফিরে যান। শুধু সারদাই নয়, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু ট্রেনের একাধিক কামরা নিয়মের তোয়াক্কা না করে এক বেসরকারি পর্যটন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই অফিসারের বিরুদ্ধে। ফলে ওই আমলার ভূমিকা সহ রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকালে সারদা সংক্রান্ত সমস্ত লেনদেন খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, ওই চুক্তির বিষয়ে মমতা কি সত্যিই কিছু জানতেন না? নাকি জেনেও চোখ বন্ধ করে ছিলেন? রেল বলছে, সাধারণত নিয়ম হল এ ধরনের চুক্তি হলে রেলমন্ত্রীকে বিস্তারিত ভাবে চুক্তি সম্বন্ধে জানিয়ে থাকেন রেল কর্তারা। তাই তৎকালীন রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা সারদা সংস্থার বিষয়ে কিছুই জানতেন না, এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় বলেই জানাচ্ছেন বর্তমান রেলকর্তারা। বিশেষত, মমতার আমলেই রেলে বেসরকারি সংস্থাদের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তিনি নিজে এতে খুবই উৎসাহী ছিলেন।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার রেলমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দু'বছর ওই পদে ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে রাজ্যে বামেদের হটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দেড় বছরের মাথায় সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসে। সে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, তিনি সারদা গোষ্ঠী এবং ওই সংস্থার প্রধান সুদীপ্ত সেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানতেন না। কিন্তু সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে সিবিআই জানতে পেরেছে, মমতা ওই দাবি করলেও বাস্তব বলছে অন্য কথা।

এই অবস্থায় সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ও তাঁর দফতরের ভূমিকাও নতুন করে খতিয়ে দেখার বিষয়ে ভাবছেন সিবিআই কর্তারা। সে সময়ে যে আমলারা মমতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের ভূমিকাও এবার তদন্তের আওতায় আসতে চলেছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। রেলমন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এ বিষয়ে সিবিআই যে তথ্য প্রমাণ চাইবে তা তাদের দিয়ে সাহায্য করা হবে। রেলপ্রতিমন্ত্রী মনোজ সিংহ এক দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "সিবিআই যখন তদন্ত করছে তখন রেলের আর আলাদা করে তদন্ত করার প্রয়োজন নেই। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হবে।" সাংবাদিকরা বলেন, ওই সময় রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমি কারোর নাম বলছি না। তবে তিনি যেই হোন না কেন, আইন আইনের পথেই চলবে।" আর বিষয়টি নিয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে আইআরসিটিসি কর্তৃপক্ষ। সংস্থার মুখপাত্র থেকে তৎকালীন এম ডি রাকেশ টন্ডন সকলেরই মোবাইল দিনভর সুইচড অফ ছিল। বন্ধ ছিল আইআরসিটিসি পূর্বাঞ্চলের তৎকালীন গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজারের ফোনটিও। আর বিষয়টি যেহেতু আইআরসিটিসি-র এক্তিয়ারভুক্ত তাই সরাসরি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রেল কর্তৃপক্ষও।

তবে মুখ খুলেছেন মমতার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়। তিনি বলেন, "এত দিন জানতাম, যাঁরা সারদায় প্রতারিত হয়েছেন, সিবিআই তাঁদের জন্য তদন্ত করছে। সব দেখেশুনে এখন মনে হচ্ছে, যারা সারদাকে প্রতারিত করেছে, সিবিআই তদন্ত করছে তাদের চিহ্নিত করতে।"

তোমরাও একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে, তাই ২০২৪ সালে ভোটে লড়ার জন্য প্রস্তুত হও, মোদির কথায় জল্পনা

সমৃদ্ধ, নয়াদিল্লি: শিক্ষকদিবসের অনুষ্ঠানে এদিন নরেন্দ্র মোদি ছাত্রছাত্রীদের বদভ্যাসগুলি হাসতে হাসতে যখন উল্লেখ করছেন তখন একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীর দল লজ্জা পাচ্ছে তখন টিভির পর্দায় চোখ থাকা অভিভাবকদের মনও বলে উঠেছে, একেবারে ঠিক বলছেন! কখন? যখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী উপাসনা সিং জানতে চাইছে দেশের সেবায় আমাদের কী করা উচিত? মোদি বললেন, নিজে ভাল স্টুডেন্ট হওয়াই দেশের সব থেকে বড় সেবা। দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। তোমরা তো স্কুল থেকে ফিরেই ব্যাগটা ছুঁড়ে দাও যত্রতত্র। সেসব মা তুলবেন বলে। তাই তো? হাসতে হাসতে ছাত্রছাত্রীরা গড়িয়ে পড়ল। মোদি বললেন, ঘরের পাখা কিংবা লাইট নেভাতে কে কে ভুলে যায় হাত তোলো? সত্যি কথা বলবে? সিংহভাগ ছেলেমেয়ে হাত তুলল। গোটা হল হাততালি দিচ্ছে তখন। পরমুহূর্তেই বন্ধু মোদি হেডস্যার মোদিতে পরিণত। বললেন, কেউ কি জানো বাড়িতে কত টাকার বিদ্যুতের বিল আসে? এবার একদিন ডাইনিং টেবিলে বসে বাবা মায়ের কাছে জানতে চাইবে আমাদের কত বিল আসে? এসবও জানা দরকার। তাহলে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বাড়ে। তোমরা যদি বিদ্যুৎ বাঁচাও তাহলে পরিবারের সাশ্রয় হবে আর গরিব মানুষ আরও বেশি করে বিদ্যুৎ পাবে। ছোটদের গভীর অর্থবাহী কথা বললে যে তারা অচিরেই বোর হয়ে যাবে তা মোদি বিলক্ষণ জানেন। তিনি প্রায় সিংহভাগ প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছেন কিছু না কিছু গল্পের মোড়কে। ক্লাইমেট চেঞ্জের সমস্যা বোঝাতে তিনসুকিয়ার গ্রামে ছাত্রী অনিতাকে বলেছেন, আমাদের ছোটবেলায় চাঁদকে মামা ডাকতে শেখানো হয়। গোমাতা বলা হয় গোরুকে। এসবের অর্থ হল প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের জীবনযাপনকে মিশিয়ে দেওয়া। আজকাল যেটা কমে যাচ্ছে। তোমরা কে কে সূর্যোদয় দেখেছ? একেবারে রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য উঠছে এরকম কতজন দেখেছো? কতদিন সূর্যাস্ত দেখেছ? পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নায় কতজন হেঁটেছো? এগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে অনেক কিছু না পাওয়া। আমরা পাল্টে যাচ্ছি। তাই আবহাওয়াও পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালবাসো। বলেছেন, গুগল স্যার অনেক কিছু জানে। অনেক তথ্য দেবে। কিন্তু জ্ঞান দেবে না। জ্ঞান দেবে বই। অনেক বই পড়ো। পশ্চিমবঙ্গ অংশ নিল না বলেই কি মোদি পরোক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি গুগলি দিলেন? বললেন, গুজরাতে যেখানে ন্যানো কারখানা হয়েছে তার আশেপাশের সব গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েদের জন্য আশেপাশের সমস্ত আই টি আই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অটোমোবাইল প্রযুক্তি শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পাশ করছে আর ন্যানো কারখানায় চাকরি পেয়ে যাচ্ছে! দিল্লির দীপিকা চতুর্বেদী জানতে চাইল, পলিটিক্স কেমন প্রফেশন স্যার? আপনি কীভাবে এত সফল হলেন? মোদি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন এনে বললেন, পলিটিক্স কোনও প্রফেশন নয়। এটা দেশসেবা। আমি দেশকে ভালবাসি। মানুষকে ভালবাসি। তাই আজ এখানে এসেছি। মোদির স্পষ্ট ভাষণ, মনে রেখো আমি টাস্কমাস্টার। নিজেও কাজ করতে ভালবাসি। অন্যদেরও কাজ করতে বাধ্য করি। আমি কোনওদিন স্কুলের মনিটরও ছিলাম না। আজও মনিটর নই। দেশের সেবক। তোমরা দেশকে ভালবাসো। তোমরাও একদিন প্রাইম মিনিস্টার হবে। আর তার জন্য ২০২৪ সালে ভোটে লড়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হও। আর হ্যাঁ, আমাকে তোমাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কিন্তু আমন্ত্রণ করবে! আবার হাততালি। মোদির এই বক্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে তাহলে কি আগামী দশ বছর মোদির কোনও বিপদ নেই?

কথা ও কাজে মিল থাকলে নরেন্দ্র মোদি আধুনিক ভারতের নব রূপকার হয়ে উঠবেন

আবদুল গাফফার চৌধুরী

গত ১৫ আগস্ট ভারতের ৬৮তম স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ভাষণ দিয়েছেন, সংবাদপত্রে তা পাঠ করে শুধু বিস্মিত নয়, চমকিত হয়েছি। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রথম দিনটিতে লালকেল্লা থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন, তারপর দেশটির আর কোনও প্রধানমন্ত্রী একরকম তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বলে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য ভাষণ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। নেহরু ভারতের নবজাগরণের উদ্বোধন করেছিলেন। নরেন্দ্র মোদি ষাট বছরের বেশি সময় পর সেই ভারতকে দিলেন নব রূপায়ণের বাণী। যার তাৎপর্য সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে গিয়ে ঘা দেবে। বর্তমান মোদি সরকারের কথা ও কাজে মিল থাকলে তা ভারতকে এক নব রূপান্তরের পথে বিরাটভাবে এগিয়ে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির নিজেরও রূপান্তর ঘটেছে বলে মনে হয়। তিনি এখন আর গুজরাতের বিতর্কিত মুখ্যমন্ত্রী নন। তিনি এখন গণতান্ত্রিক ভারতের নব রূপকার হিসেবে দেখা দিয়েছেন। এটা যদি তাঁর প্রকৃত রূপান্তর হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের জন্য মোদি-যুগ একটি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত হতে পারে। গত ১৫ আগস্ট শুক্রবার মোদি ভারতের স্বাধীনতা দিবসে যে শুধু ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন তা নয়, তিনি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি লালকেল্লায় ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাগড়ি পরিধান করে এসেছিলেন। লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা সেই পাগড়িপরিহিত মোদির বহুবর্ণ ছবি বিরাটভাবে প্রকাশ করেছে।

পাগড়ি মাথায় চাপিয়েছিলেন ভারতের সাবেক কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংও। সেটা ছিল শিখদের ধর্মীয় পাগড়ি। কিন্তু মোদি যে পাগড়ি পরেছেন, তা ধর্মীয় পাগড়ি নয়। এটিকে প্রাচীন ভারতের পাগড়ি বলা চলে। আবার দিল্লির প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের পাগড়ির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় পাগড়ির সমন্বিত পাগড়িও বলা যায়। ইংরেজরা দিল্লির সিংহাসন থেকে মোগলদের হটিয়ে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই রাজপাগড়ি তাদের ভারতীয় সেপাইদের মাথায় পরিয়ে দেন। এটাকে বলা হয় সেপাইদের শিরস্ত্রাণ।

এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গান্ধির-নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ ও খিলাফ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা মোহম্মদ আলি কংগ্রেসের এক অধিবেশনে বলেছিলেন, "ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করে এবং ভারতের মোগল সম্রাটদের অবমাননা করার জন্য তাদের পাগড়ি ভারতের সেপাইদের মাথায় পরিয়েছে। সেপাইদের এই শিরস্ত্রাণ অবিলম্বে পরিবর্তনের দাবি জানাই। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমরা যদি ব্রিটিশ ক্রাউন বা রাজমুকুট আমাদের অফিস-আদালতের চাপরাশি ও দারোয়ানদের শিরস্ত্রাণ করি তাহলে সেটা কেমন হবে?

বাবরের পাগড়ি নিয়ে মওলানা মোহম্মদ আলির তখনকার এই উক্তি ছিল বিতর্কমূলক। সেপাই, চাপরাশি ও দারোয়ানদের মাথায় পাগড়ি চাপালে তাতে ভারতের সম্রাটদের পাগড়ির অবমাননা করা হয় এই শ্রেণি বৈষম্যমূলক উক্তি তখনও অনেকে মেনে নিতে পারেননি। সে যাই হোক, ভারতের এ যুগের প্রধানমন্ত্রী নব্য ভারতের প্রতীক হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় পাগড়ি মাথায় পরিধান করে দিল্লির মোগল সম্রাটদেরও পাগড়ির অবমাননা ঘুচিয়েছেন, এটা হয়তো অনেকেই মনে করবেন। বিজেপির এক দলনেতা বাবরি মসজিদ ভেঙেছিলেন। আর সেই দলেরই প্রধানমন্ত্রী বাবরের পাগড়ি না হোক, তাঁর অনুরূপ পাগড়ি পরিধান করেছেন এবং তা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণদানের সময়। এটার তাৎপর্যও কম নয়।

ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের সবটা সংবাদপত্রে পাঠ করে আমার মনে হয়েছে এটা কোনও সনাতন রাজনীতিক বা প্রধানমন্ত্রীর গৎবাঁধা ভাষণ নয়। এটা একজন 'মডার্ন স্টেটসম্যান' বা আধুনিক রাষ্ট্রনায়কের ভাষণ। তিনি অতীত নিয়ে গর্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বাগাড়ম্বর করেননি। সরাসরি বর্তমানে এসেছেন এবং ভারতের বর্তমান সমস্যাগুলো বিনা দ্বিধায় চিহ্নিত করে তা সমাধানের কথা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুত্ববাদী নয়, আধুনিক। তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে পূর্বে তৈরি করা কোনও লিখিত ভাষণ দেননি। হিন্দিতে এক ঘণ্টা ধরে সরাসরি জনগণের উদ্দেশে কথা বলেছেন।

মোদি তাঁর ভাষণে ভারতের লজ্জাকর সমস্যাগুলো ছোট করে দেখবার বা আড়াল করার চেষ্টা করেননি। সরাসরি নারীধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের কথায় এসেছেন এবং স্পষ্ট বলেছেন, যৌন সহিংসতা সারা ভারতের লজ্জা। এজন্যে তিনি ধর্ষিতা নারীদের উপর দোষ চাপাননি। দায়ী করেছেন ছেলেদের এবং তাদের পিতামাতাদের। বলেছেন, পিতামাতা তাঁদের মেয়েদের উপর চোখ রাখেন না কেন? তাদের গতিবিধির সন্ধান রাখেন না কেন? ভারতে জেন্ডার রিলেটেড ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে দেখা গেল।

মোদি বলেছেন, 'ভারতের নরনারীর মধ্যে যে সংখ্যা বৈষম্য (হাজার পুরুষে ৯৪০ জন নারী) দেখা দিয়েছে সেজন্য তো সৃষ্টিকর্তা দায়ী নন।

মোদি যদি সত্যিই ভারতকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে চান এবং মুক্তবাজারের নিয়ন্ত্রণহীন গ্রাস থেকে ভারতের অর্থনীতিকে মুক্ত রেখে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে চান, তাহলে বর্তমানের শিথিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা থেকে তার সরে আসা কি উচিত হবে? অবশ্য তিনি যদি ভারতের বিগ বিজনেস ও কর্পোরেট হাউসগুলোকে খুশি রেখে চলতে চান, তা ভিন্ন কথা। তাতে ভারতকে দারিদ্র্যমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি স্বাধীনতা দিবসের বাণীতে। যে ভাষণে জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক সমস্যার চাইতে দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক সমস্যাগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। এটা বহুকাল পর ভারতের আরেকটি দিক পরিবর্তন।

এজন্যে দায়ী নারীভ্রূণ হত্যা। যার ফলে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন গর্ভাশয়ে নারীভ্রূণ হত্যা বন্ধ করেন।' এভাবে নারীধর্ষণ থেকে ভ্রূণহত্যা পর্যন্ত সমস্যাকে ভারতের একটি বড় জাতীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে আর কোনও প্রধানমন্ত্রী আগে সাহসের সঙ্গে কথা বলেছেন কি? এটাতো কোনও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির কথা নয়, একজন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর মতো কথা। ২০১২ সালে দিল্লির একটি বাসে এক তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় সারা ভারতে তা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। তারপর আরও নৃশংস নারীধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে। গত মে মাসে দু'জন বালিকার মৃতদেহ গাছে ঝুলতে দেখা যায়। তারা বাড়িতে শৌচাগার না থাকায় মাঠে ছুটেছিল। তারা গণধর্ষণের শিকার হয়।

মোদি স্বীকার করেছেন, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার জন্যই শৌচাগারের কোনও ব্যবস্থা নেই। তিনি ধিক্কারের সুরে বলেছেন, "আমাদের মা ও বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমরা কি শৌচাগারের ব্যবস্থাটুকুও করতে পারি না?" তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী চার বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি ভারতীয় গৃহে শৌচাগার থাকবে এবং পাবলিক স্কুলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

নারীধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক চেতনায় যে গুরুত্বহীনতা রয়েছে, মোদি তা পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে পুলিশি ব্যবস্থা ও আইন সংস্কারের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এক ঘণ্টা ভাষণে কোনও রাজনৈতিক সমস্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তিনি দেশবাসীর মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বাহবা পেতে চাননি। বরং সামাজিক সমস্যাগুলোকে বড় করে তুলে ধরে সে সম্পর্কে সাদামাটা কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এজন্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদির স্বাধীনতা দিবসের ভাষণকে একজন পলিটিশিয়ানের ভাষণ বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে উঠে এসেছে ভারতের উন্নয়নের পরিপন্থী বহুযুগের সামাজিক সমস্যাগুলো। যে সমস্যাগুলো শুধু ভারতের নয়, সারা উপমহাদেশের দেশগুলোর সমস্যা। একজন ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতীতমুখী রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয়, একজন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাগুলোকে তিনি দেখেছেন। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া উপমহাদেশে সম্ভবতঃ এই প্রথম।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দারিদ্র্য দূর করার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আরও তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। মাওবাদী সন্ত্রাস দমন করা, আমলাতন্ত্রের সংস্কার এবং সোভিয়েত-স্টাইলের সেন্ট্রাল ইকোনমিক প্ল্যানিংয়ের প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। মাওবাদী সন্ত্রাস দূর করার ব্যাপারে অতীতের কংগ্রেসি ও অকংগ্রেসি সরকারগুলো সফল হতে পারেনি। মোদি সরকারগুলো সফল হতে পারেনি। মোদি সরকার আগামী চার বছরে তা কীভাবে বন্ধ করার আশা করেন সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি সহিংস উপায়ে না শান্তিপূর্ণ আলাপআলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্যাটির সমাধান চাইবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্রিটেনের সাবেক লেবার প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যেমন দীর্ঘকালের আইরিশ সন্ত্রাস শান্তি বৈঠকের মাধ্যমে বন্ধ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, মোদি সেই পথে মাওবাদী সন্ত্রাস থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারলে একজন সফল শান্তিবাদী হিসেবে ইতিহাসে নিজের নাম রেখে যাবেন।

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের ভিত্তি সেই ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতে এত সুপ্রোথিত যে, এর সংস্কার মোদি সরকারের পক্ষেও করা দুরূহ হবে। তবে নিজের বর্তমান ক্যারিশমা এবং পার্লামেন্টে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একমাত্র তাঁর পক্ষেই ভারতের দীর্ঘকালের আমলাতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব। তবে সরকারি প্রশাসন সংস্কারের নামে তিনি যদি প্রশাসন দলীয়করণের কাজে হাত না দেন তাহলেই কেবল তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের রূপান্তরের যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রশাসন দলীয়করণের দিকে তিনি ঝুঁকতে চাইবেন না। বরং কলোনিয়াল যুগের আমলাতন্ত্রের সংস্কার এবং তাকে আধুনিক ও গতিশীল করে তোলার উপায়েই জোর দেবেন। একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের এ ধারণা সঠিক হলে ভারতের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হবে।

সোভিয়েত ধরনের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের রীতি রেওয়াজ ভারতে আগের মতো এখনো কি চালু আছে? বিজেপির বিগত অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলেই মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে ভারত ঝুঁকে পড়ে। পরবর্তী মনমোহন সরকার তা অব্যাহত রাখেন। টিকে থাকার মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থাটুকু এখনো আছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি বা গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের সাম্প্রতিক ক্রাইসিসের সময়েও দেখা গেছে। এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রিটেনের সাবেক লেবার সরকারের প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী মুক্তবাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ (নিয়ন্ত্রণ) ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা আমেরিকা এবং ইউরোপেও প্রয়োজন হয়েছিল।

মোদি যদি সত্যিই ভারতকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে চান এবং মুক্তবাজারের নিয়ন্ত্রণহীন গ্রাস থেকে ভারতের অর্থনীতিকে মুক্ত রেখে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে চান, তাহলে বর্তমানের শিথিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা থেকে তার সরে আসা কি উচিত হবে? অবশ্য তিনি যদি ভারতের বিগ বিজনেস ও কর্পোরেট হাউসগুলোকে খুশি রেখে চলতে চান, তা ভিন্ন কথা। তাতে ভারতকে দারিদ্র্যমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি স্বাধীনতা দিবসের বাণীতে। যে ভাষণে জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক সমস্যার চাইতে দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক সমস্যাগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। এটা বহুকাল পর ভারতের আরেকটি দিক পরিবর্তন। অবশ্যই এই পরিবর্তনের নায়ক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি।

এখন দেখার রইলো ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রীর কথা ও কাজের মধ্যে কতটা মিল। যদি তাঁর সরকারের কথা ও কাজে এই মিল ঘটে, তাহলে রূপান্তরিত ভারত আবার নতুন শক্তিতে নতুনভাবে মাথা তুলবে। হয়ত ভারতে নেহরু যুগের মতো একটি মোদিযুগও ইতিহাসে স্থান পেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্ষমতায় বসেই তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে মৈত্রীর হাত প্রসারিত করেছেন। এই হাত প্রসারিত করেছেন বাংলাদেশের দিকেও। তাঁর নতুন ভারত গড়ার অঙ্গীকার আন্তরিক হলে সারা উপমহাদেশই তার দ্বারা উপকৃত হবে।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান

বিস্ফোরক ইঙ্গিত প্রাক্তন মুকুল-ঘনিষ্ঠের

কলকাতা তৃণমূল নেতাদের বাড়বাড়ন্ত, দামি গাড়ি-মোবাইল সেটসহ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে সাধারণ মানুষ এতদিন অভিযোগ তুলে আসছিলেন। বিরোধীরাও নানা সময় এ নিয়ে সরব হয়েছে। কিন্তু এবার মুকুল রায় ঘনিষ্ঠ বলে দলে পরিচিত এবং তৃণমূলের একসময়ের উত্তরপ্রদেশের পর্যবেক্ষক তৃণমূল নেতা আসিফ আলি খান দলেরই নেতাদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। সরাসরি না বললেও তিনি যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটাই তৃণমূল নেতৃত্বের অস্বস্তির পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বলেন, অনেকদিন না খেয়ে এই লিডারদের রাতে ঘুমাতে দেখেছি। কিন্তু আজ শুনি, কারও কারও ১০০ কোটি, ৫০০ কোটি, হাজার কোটি টাকা। কোথায় আছে, কোথা থেকে এসেছে, কেন দিয়েছে, কে দিয়েছে এসব ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। আমি খুব বেশি হলে সি বি আইকে আমার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখে শুনেছি বললেও আসলে তৃণমূলের এই প্রাক্তন নেতা অল্প সময়ে বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্বের ফুলে-ফেঁপে ওঠাকেই কটাক্ষ করেছেন। সি বি আইকে মুকুল রায় কিছুদিন আগে রাজনৈতিক সংস্থা বলে সমালোচনা করেছিলেন। এদিন আসিফ আলিখান যা বলেছেন, তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিরোধী থাকার সময় এই তৃণমূলই যে সি বি আইয়ের দাবিতে সরব ছিল, সে কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। আসিফের এই মন্তব্যকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একই সঙ্গে তাঁর নতুন দল গঠনের চেষ্টাও তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, আসলে নতুন দলের মাধ্যমে আসিফ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে তৈরি হচ্ছেন। এক্ষেত্রে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে নতুন দল গড়ে কী বার্তা দেন, তার দিকে তাকিয়ে অনেকেই। যাতে অনেকেরই বিপদ বাড়তে পারে ভবিষ্যতে। সূত্রের খবর, আসিফ যাতে সি বি আইয়ের কাছে মুখ খুলতে না পারেন, সেজন্য তৎপর হয়েছে শাসক দল।

তবে সারদাকাণ্ডে আসিফই সি বি আইয়ের কাছে তুরুপের তাস। তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছেন, মুকুল ঘনিষ্ঠ এই নেতার কাছে প্রভাবশালীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি রয়েছে। ওই নথির ভিত্তিতে প্রভাবশালীদের সারদা মামলায় টেনে আনা সহজ হবে। পাশাপাশি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর থেকেই শীর্ষস্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কারা সুদীপ্তর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন, তা জানতে চাইছে সি বি আই। আসিফের এই বক্তব্যকে ভিত্তি করে ওই নেতা-মন্ত্রীদের ডাকার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আসিফের বক্তব্যই তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান সি বি আই কর্তারা। যদিও আসিফ দাবি করেছেন, এখনও পর্যন্ত তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বা তাঁকে কোনও নোটিসও দেওয়া হয়নি। যদিও তাঁর বাড়িতে ইতিমধ্যেই একবার তল্লাশি চালিয়েছে সি বি আই। ওই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সি বি আইয়ের দাবি শুধু আসিফই নন, তদন্তের স্বার্থে আরও বেশ কয়েকজন তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীর হয়ে সারদাকর্তার কাছে গিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য টাকা নিয়ে এসেছেন। আসলে সি বি আই এখান থেকে খুঁজতে চাইছে কত কোটি টাকা সুদীপ্ত নেতাদের পিছনে খরচ করেছেন। এই নেতাদের মধ্যে কে তাঁর কাছে সবচাইতে বেশি উপকৃত।

সারদাকাণ্ডে প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল কর্তা পল্টু দাসের বাড়ি থেকে এদিন উদ্ধার হল ধৃত দেবব্রত সরকারের (নীতু) ব্যাঙ্ক লকারের চাবি। তদন্তে নেমে সি বি আই জানতেপারে, দেবব্রতবাবুর একাধিক ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি লকারও তিনি নিজের নামে রেখেছেন। এরপরই তাঁকে এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তিনি জানান, একটি লকার রয়েছে তাঁর নিজের নামে। অন্যগুলি তাঁর নয়। তিনিই জানান, এর চাবি রয়েছে প্রয়াত পল্টুবাবুর বাড়িতে। সেই মতো সেখানে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বলেই জানা গিয়েছে। লকারের চাবিটি তিনি অত্যন্ত গোপন জায়গায় রাখতেন। দু'-একজন ছাড়া কেউ চাবির বিষয়ে জানতেন না। সি বি আইয়ের দাবি, সুদীপ্তর কাছ থেকে দফায়-দফায় দেবব্রতবাবু যে নগদ টাকা নেন, তা বাড়িতে রাখতেন না। ওই লকারেই তিনি টাকা রেখে আসতেন। তারপর প্রয়োজনমতো তা সরিয়ে ফেলতেন। যদিও দেবব্রতবাবু সি বি আইয়ের কাছে দাবি করেন, ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রই তিনি লকারে রাখতেন। লকারের চাবি হাতে আসার পর তদন্তকারী আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়ে দেখতে চান, সেখানে এখন কী রাখা রয়েছে। যদিও সি বি আই কর্তাদের ধারণা, লকারে রাখা নগদ টাকা আগেই সরিয়ে ফেলেছেন দেবব্রতবাবু। লকারটি খোলার জন্যই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইবেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তাঁর বাড়ি থেকে একটি নোটপ্যাড উদ্ধার হয়েছে। যাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম ও ফোন নম্বর রয়েছে বলে সি বি আই জানতে পেরেছে। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের বাধা দূর করবে বিজেপি

হায়দরাবাদ ফের রামমন্দির ইস্যু উত্থাপিত হল। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক পি মুরলীধর রাও বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেছেন, কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের কর্মসূচিতে রাম জন্মভূমির বিষয়টি এখনও খুব ভালভাবেই রয়েছে। যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে রাও বলেন, আমরা সমস্ত ইস্যুরই দ্রুত মীমাংসা চাইছি। কিন্তু অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন নিয়েই সরকার অধিক ভাবনাচিন্তা করছে। আর্থিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেশে সুশাসন আনতে আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার।

বিজেপির কর্মসূচিতে যেমন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মত বিষয় রয়েছে তেমনই রয়েছে রাম জন্মভূমির ইস্যুও। সব সমস্যার রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। আমরা রামমন্দির নির্মাণ করব না। এটির নির্মাণে যে বাধাগুলি রয়েছে তা দূর করার প্রয়াস করবে সরকার, যাতে রামমন্দির তৈরি করতে পারে জনগণ। মন্তব্য রাওয়ের। তিনি আরও বলেন, আদর্শগত ক্ষেত্রে রাম জন্মভূমির ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও লোকসভা নির্বাচনের আগে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পালনের বিষয়ে তৎপর হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রতিক জাপান সফরকে কৌশলী বলে উল্লেখ করে বিজেপির জাতীয় সম্পাদক বলেন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির শীর্ষ শক্তি হিসেবে এশিয় অঞ্চলকে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থান পাকা করতেই মোদি ব্রাজিলে গিয়েছিলেন বলেও জানিয়ে দেন সম্পাদক রাও। মোদি মন্ত্রিসভার সদস্যদের স্বাধীনতা নেই বলে কোনও কোনও মহলে যে অভিযোগ উঠেছে তাকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন তিনি। গত তিন মাসে সরকারি তৎপরতার জন্য দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, এমনই দাবি করেছেন রাও।

পরস্পরকে টেক্কা দিতে মুম্বই হামলার পুনরাবৃত্তির ছক কষছে পাক জঙ্গিরা

ফের ২৬/১১-র 'সিঁদুরে মেঘ'। ভারতীয় গোয়েন্দাদের সন্দেহ, উপমহাদেশের সন্ত্রাসের মানচিত্রে লস্কর-ই-তইবা'কে ফের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হামলার ছক কষা হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, পরস্পরকে 'টেক্কা' দেওয়ার প্রতিযোগিতার জন্যই আগামী এক-দেড় বছরের মধ্যে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার ধাঁচে দেশের কোনও শহরে নাশকতা ঘটাতে পারে পাক সমর্থনপুষ্ট জঙ্গিরা। ভারতীয় উপমহাদেশে আলকায়দা এবং আইএসআইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা ঠেকাতে লস্করকে দিয়ে 'বড়' এবং 'চমকপ্রদ' হামলা ঘটানো হতে পারে।

এরই মধ্যে মার্কিন গুপ্তচরসংস্থা সিআইএ'র প্রাক্তন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্রুস রিডেল একটি লেখায় জানিয়েছেন, ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে পরিকল্পনা মাফিক আলকায়দা নেতা জাওয়াহিরির ভিডিওটি ছড়িয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তাঁর দাবি, ওই ভিডিও পাকিস্তানে তৈরি হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে বেকায়দায় ফেলতেই, পাক সেনা এবং আইএসআই ভারতকে 'নিশানা' করছে বলে জানিয়েছেন ব্রুস।

নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণাসংস্থা 'ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনে'র প্রজেক্ট ডিরেক্টর ব্রুস জানান, পাক সেনা এবং আইএসআই'য়ের মদতেই সে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। লস্করের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মহম্মদ সঈদের মতো বিপজ্জনক জঙ্গি নেতা অবাধে ঘোরাফেরা করছেন।

ইন্টারনেটে প্রচারিত ৫৫ মিনিটের এক ভিডিও বার্তায় জাওয়াহিরি বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশে জিহাদের পতাকা তুলে ধরতে কায়দাত আল-জিহাদ ইন দি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট নামে আল কায়দার নতুন শাখা গড়া হয়েছে।' তিনি জানান, পাক আলকায়দা নেতা আসিম উমর কায়দাত এর নেতৃত্বে থাকবেন। তিনি যোগাযোগ রাখবেন আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের সঙ্গে।

গোয়েন্দাদের কেউ কেউ বলছেন, এই পরিস্থিতিতে একদিকে পশ্চিম এশিয়ার নয়া জঙ্গি গোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া' (আইএসআইএস) অন্যদিকে, আলকায়দার প্রভাব যদি বাড়ে তাহলে আইএসআই 'নিয়ন্ত্রিত' লস্করের দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেই কারণেই লস্করকে 'চাঙ্গা' করার জন্য ভারতে ফের হামলা হতে পারে।

রাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে প্রভাব বাড়ছে বিজেপির ঃ সিদ্ধার্থ

এই রাজ্যের শহরাঞ্চলের বাঙালি ও অবাঙালি মধ্যবিত্তের ভোট তৃণমূল যে হারে হারাতে শুরু করেছে তাতে একথা বলা যেতে পারে, মুসলিম ভোটারদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। যার প্রমাণ মিলবে চৌরঙ্গী ও বসিরহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপি'র জাতীয় সম্পাদক সিদ্ধার্থ নাথ সিং 'দৈনিক স্টেটসম্যান'কে বলেন, 'রাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এক চোরাস্রোত লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এক প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। ইতিমধ্যে প্রায় দু'লক্ষ মুসলিম আমাদের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এই ঘটনা আমাদের অবাক করেছে।' সিদ্ধার্থ নাথ সিংহ বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে যে ভাষা ও ভঙ্গিতে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে তা দলের অনেকের মনে একধরনের সন্দেহ তৈরি করেছিল যে এই উপনির্বাচনেও আমরা খুব একটা মুসলিম সমর্থন পাব না। কিন্তু যে হারে মুসলিমরা আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে তাতে আমরা তাদের সমর্থনের ব্যাপারে অনেকটাই আশাবাদী। সিদ্ধার্থ নাথ সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমাদের দল আগের চেয়ে এই দুই উপনির্বাচনে অনেক বেশি মুসলিম ভোটারদের সমর্থন পাবে। চৌরঙ্গী ও বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা মোট ভোটারদের সংখ্যার নিরিখে যথাক্রমে ৩৫ ও ৪৬ শতাংশে।

সিদ্ধার্থ সিংয়ের মতে, যে ব্যাপারটি এ রাজ্যের মুসলিমদের এই বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সেখানকার পঠনপাঠনকে যুগোপযোগী করে তুলে সেখান থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গেও মিশে যেতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। 'আমরা এ রাজ্যের মুসলিমদের শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে চাই। শুধু ফাঁকা বুলি আউড়ে

(এরপর ৭ পাতায়)

পাত্রী চাই

বাঙালি সফটওয়ার প্রফেশনাল (টিমলিডার) ইউএসএ-তে প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত-ডিভোর্সী (অতিসংক্ষিপ্ত বিবাহ), কায়স্থ-৩৮ বৎসর বয়স্ক-ননস্মোকার-মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
হবি : টেনিস, বিলিয়ার্ড, জগিং, হাইকিং, বাইসাইক্লিং, ওয়াকিং ইত্যাদি।
যোগাযোগ করুন—
Phone : 845-613-7360
Please e-mail at : shl3011@yahoo.com

আল কায়েদার লক্ষ্য এবার বাংলাদেশ ও ভারত

বাসুদেব ধর, ঢাকা এবার বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি গাড়তে চাইছে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা। জিহাদের বার্তা নিয়ে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠাই আলকায়েদার নতুন উদ্যোগের লক্ষ্য। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আল কায়েদা ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামিক স্টেটের চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামি জঙ্গিদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতেই আলকায়েদা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি এক ভিডিও বার্তায় উপমহাদেশে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করার ঘোষণা দেন। ২০১৩ সালে আলকায়েদা ভেঙেই ইসলামিক স্টেটের জন্ম। জাওয়াহিরি ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভারতের আসাম, গুজরাট আহমেদাবাদ ও কাশ্মীরে শাখা স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। আলকায়দা নেতা মনে করেন, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং কথিত মুসলমানদের অবিচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। জাওয়াহিরি মুসলমানদের একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার ঘোষণাও দিয়েছেন।

বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভারতের যেসব এলাকায় আলকায়দার শাখা স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেসব এলাকা খুবই স্পর্শকাতর। এসব এলাকায় জঙ্গি যুবকদের কাছে টানতে আলকায়েদা নেতা ছক তৈরি করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। উর্দু ও আরবি ভাষার মিশ্রণে জাওয়াহিরি ভিডিও বার্তা প্রকাশের খবর প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদেরও বলেন, আলকায়েদার শাখা খোলার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে বাংলাদেশ সরকার। তবে এই খবরের উৎস পরীক্ষা করে দেখার কথাও জানান তিনি। তিনি বলেন, খোঁজ খবর নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। আসাদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকার এই তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশে উগ্র জঙ্গিদের এক করার চেষ্টা করছে আলকায়দা।

ইসলামিক স্টেটের প্রধান আবু বকর আল বাগদাদি নিজেকে মুসলমানদের একজন খলিফা বলে দাবি করেছেন। ২০১৩ সালে সিরিয়ায় আলকায়েদার বিস্তার নিয়ে জাওয়াহিরির সাথে ভিন্ন মত হওয়ায় কিছু সক্রিয় নেতা বেরিয়ে গিয়ে ইসলামিক স্টেট গঠন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকে ইসলামিক স্টেটের তৎপরতা বৃদ্ধি জাওয়াহিরির ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করেছে, মনে করছেন ঢাকার বিশিষ্ট জনেরা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ৫৫ মিনিটের এই ভিডিও বার্তাটি প্রকাশ করা হয়েছে। জাওয়াহিরি বলেছেন, তাঁর বার্তা উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে খুশি ছড়িয়ে দেবে। এই পদক্ষেপ ইসলামি আইনের প্রসার ঘটাবে ও জিহাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরবে। এই উপমহাদেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিভক্তকারী সীমানাও ভেঙে দিতে আলকায়েদা বদ্ধপরিকর।

স্বামীর মৃত্যুর ৫১ বছর পরে পেনশনের নির্দেশ বিধবাকে

স্বামী মারা গিয়েছেন ৫১ বছর আগে। স্বামীর স্কুল, জেলা পরিদর্শকের অফিস, কলকাতার পেনশন বিভাগ --- বিভিন্ন দফতর ঘুরে শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে ৭১ বছরে পৌঁছনো সেই বৃদ্ধার হাতে এল পেনশনের অর্ডার। পেনশন বিভাগ পুষ্প পণ্ডাকে পারিবারিক পেনশন দেওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে।

পেনশনের আদায়ে শুধু সরকারি কর্মীর বিধবা স্ত্রী নয়, অবসরপ্রাপ্তদেরও অনেক সময় কম হয়রান হতে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারস্থ হয়েই তাঁরা প্রাপ্য আদায় করেছেন। তবুও সেই সব ভিড়ের মধ্যে পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার ছিরকুন্ডির অশ্বিনী পণ্ডার স্ত্রী পুষ্পাদেবীর লড়াই নজরকাড়া। দুই শিশু সন্তানকে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে তিনি প্রাপ্য আদায় করেছেন।

পুরুলিয়া লাগোয়া বাঁকুড়া জেলার ইঁদপুর থানার শালডিহা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন অশ্বিনীবাবু। ২ বছর ৩ মাস শিক্ষকতা করার পরে ১৯৬৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর রোগে ভুগে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন ছ'মাস ও দেড় বছরের দু'টি ছেলেকে নিয়ে কার্যত দিশেহারা পুষ্পাদেবী। সামান্য জমি ভরসা। তিনি জানান, কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। স্বামীর কয়েকজন সহকর্মী জানান, বিধবা স্ত্রী হিসেবে স্কুলে তিনি চাকরি পেতে পারেন। স্কুলে ছুটে গিয়েছেন। বাঁকুড়ায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে গিয়েছেন। লাভ হয়নি। স্বামীর চাকরি সংক্রান্ত নানা নথি চাওয়া হয়। তা জোগাড় করতে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েও সুবিধা হয়নি।

তাঁর কথায়, ''সংসারে দু'টি ছোট ছেলেকে বড় করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। তারই মধ্যে এক বার বাঁকুড়া, এক বার ইঁদপুরের স্কুলে যাতায়াত করতে করতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছি। আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেলেগুলোকে পড়াশোনা করিয়ে বড় করতে খুব কষ্ট করতে হয়েছে।'' চাকরির আশা যখন তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, আশির দশকে ফের তাঁর স্বামীর সহকর্মীরা খবর দিলেন, পারিবারিক পেনশনের জন্য তিনি আবেদন করতে পারেন। ফের নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন পুষ্পাদেবী।

তখন তাঁর দুই ছেলে স্কুলের ছাত্র। আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। কখনও পড়শিদের সঙ্গে নিয়ে, কখনও বা একা স্বামীর স্কুল ও জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু পেনশন চালু করার জন্য নথি জোগাড় করে উঠতে পারছিলেন না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষে নথি জোগাড় করে যখন আবেদন জানালেন, তখন পেনশনও চালু হল না। কলকাতায় পেনশন বিভাগেও তাঁকে কম বার যেতে হয়নি। শেষে ২০১৩ সালে কলকাতায় হাইকোর্টে পেনশন চেয়ে মামলা করেন তিনি। তাঁর কথায়, ''সরকারি অফিসে অফিসে এত দিন ঘুরে যা পাইনি, হাইকোর্ট আমায় সে প্রাপ্য দিল।''

পুষ্পাদেবীর বড়ছেলে পুরুলিয়ার মানবাজার ২ ব্লকে কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক অপূর্ব পণ্ডা বলেন, ''বাঁকুড়া ট্রেজারি অফিসে গিয়ে জেনেছি, শুধু পেনশনই নয় এত দিনের বকেয়া 'এরিয়ার'-র টাকাও পাওয়া যাবে।'' তিনি জানান, পেনশনের নির্দেশ পাওয়ার পরেই তাঁরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিয়েছেন। অপূর্ববাবু বলেন, ''মায়ের লড়াইকে কুর্নিশ করতে হবে। ভয়ানক দারিদ্রের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছিল। কলেজ পাশ করে কৃষি দফতরে চাকরি পাওয়ার পরে সুখের মুখ মাকে দেখাতে পেরেছিলাম।''

এত সময় লাগল কেন? অপূর্ববাবু জানান, তাঁর বাবার চাকরি সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিক ছিল না। নিয়োগপত্র, 'সার্ভিস বুক' জোগাড় করতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু সে সব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে জমা দিয়েও কাজ হচ্ছিল না দেখে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়। পুষ্পাদেবীর পক্ষের আইনজীবী মহাদেব খান বলেন, ''এত অল্প সময়ের চাকরির মেয়াদের জন্য অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী পেনশন পাবেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। এর থেকেও কম মেয়াদের চাকরি করে পেনশন পাওয়ার নজির আদালতে পেশ করার পরে হাইকোর্ট ওই নির্দেশ দিয়েছে।''

এই খুশিতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধার। বলেন, ''পেনশনের টাকা কম হলেও ওই দুর্দিনে পেলে এর মূল্য আমাদের কাছে অনেক হত।''

বিজেপি-তে এলেন আরতি মুখোপাধ্যায়

বাপি লাহিড়ী, বাবুল সুপ্রিয়র পরে এ বার বিজেপি-তে যোগ দিলেন সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপি দফতরে এসে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেন। তাঁকে দলে স্বাগত জানান দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ।

বিজেপি-তে যোগ দিলেও বাবুল বা বাপির মতো তিনি সক্রিয় রাজনীতি করবেন না বলে জানিয়েছেন আরতিদেবী। তাঁর কথায়, ''শুধু গান নয়, আমি চাই, সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা আবার দেশের মধ্যে সেরা হয়ে উঠুক। আমি মনে করি, বাংলাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পুরনো জায়গায় ফের নিয়ে যেতে গেলে যে স্বচ্ছতার সঙ্গে গান-বাজনা করতে হয় তা কেবল সম্ভব হতে পারে বিজেপি-র সংস্পর্শে থাকলেই।'' আরতিদেবী সক্রিয় রাজনীতি করবেন না বলে জানালেও, বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর দলে আগমনে উজ্জীবিত। বাবুল, বাপির মতো বঙ্গসন্তানদের মতো মুম্বই চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী আরতিদেবীর উপস্থিতিতেই বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি বলেন, ''দিদির মতো সঙ্গীতশিল্পী আমাদের দলে আসায়, বাংলার আরও শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন বলে আশা করছি।''

সঙ্গীতশিল্পী ছাড়াও চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের মুখে তাদের দলে কলকাতা পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাজারখানেক মানুষ যোগ দিয়েছেন বলে বিজেপি-র দাবি। এই ওয়ার্ডটি চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে বিজেপি নেতারা জানান।

রাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে প্রভাব বাড়ছে বিজেপির

(৬ পাতার পর)

বা কিছু চটকদারি কাজ করে নয়। সে জন্য তাদের কাছ থেকে আমরা অভাবনীয় সাড়া পাচ্ছি। তাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। মুসলিমদের বোকা বানিয়ে ভোট নেওয়ার দিন গেছে', মন্তব্য সিদ্ধার্থ সিংয়ের।

সিদ্ধার্থ নাথ সিংয়ের আশঙ্কা, চৌরঙ্গি ও বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা উপনির্বাচনে শাসকদল – তৃণমূল কংগ্রেস বুথ দখল, রিগিং, হাঙ্গামা এবং সব ধরনের গাজোয়ারি করতে পারে। ইতিমধ্যে চৌরঙ্গির একটি মুসলিম অধ্যুষিত ওয়ার্ডে দলের গুণ্ডাবাহিনীকে রাস্তায় নামান হয়েছে যাতে বিজেপি সেখানে প্রচার করতে না পারে এবং ভোটের দিন শাসক এলাকাটি যাতে নিজের দখলে নিতে পারে। আমরা তৃণমূলের এই রিগিং ও গাজোয়ারি খেলা সফল হতে দেব না। আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি, ওই দুই উপনির্বাচন যাতে শান্তিতে ও সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্য একশোর বেশি আধাসামরিক বাহিনী কোম্পানি ওই দুই কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং আমাদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে, নির্বাচন কমিশন যত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইবে তাঁর মন্ত্রক তা পাঠাতে প্রস্তুত। আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব আধিকারিকদের হাতে থাকুক। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় দেখা গিয়েছে স্পর্শকাতর নির্বাচনবুথে আধা সামরিক বাহিনী না পাঠিয়ে তাদের থানায় বসিয়ে রাখা হয়, যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদরা নির্বিঘ্নে রিগিং করতে পারে।' সিদ্ধার্থ নাথ সিং এবং দলের রাজ্যসভাপতি রাহুল সিনহা রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠির সঙ্গে দেখা করেন। রাজ্যপালকে তাঁরা অনুরোধ করেন নির্বাচন আধিকারিক সুনীল গুপ্তার সঙ্গে কথা বলতে যাতে বিধানসভার উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। নির্বাচন পরিচালনা করার সময় সুনীল গুপ্ত যাতে সব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকেন সে ব্যাপারেও রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন সিদ্ধার্থ নাথ সিং এবং রাহুল সিনহা।

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street,
Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street, Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 2418A 2ND STREET, FORT LEE, NJ 07024 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to
Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

ভারতের বিনিয়োগের জন্য জাপানের ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানালেন মোদি

জাপান সফরের চতুর্থ দিনে ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে ভারতকে বাণিজ্যের 'সঠিক গন্তব্য' হিসাবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 'নিক্কেই অ্যাণ্ড জেট্রো' সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত জাপানের ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে মোদি জোরের সঙ্গে বলেন, 'ভারতে এখন লাল ফিতের যুগ শেষ, লাল কার্পেটের যুগ শুরু হয়েছে। ভারতে কম বিনিয়োগে ভালো লাভের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। গণতন্ত্র, অনুকূল পরিবেশ এবং চাহিদা --- ব্যবসার জন্য এ সবই রয়েছে ভারতে।' জাপানের ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক আহ্বান, 'জাপান থেকে ভারতে আসুন, নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করুন এবং লাভের মুখ দেখুন।' মোদি তাঁদের বলেন, 'একবার ভারতে বিনিয়োগ করে দেখুন না। নিজের ভাগ্যটা পরখ করে নিন। হয়তো আপনার জীবনে দারুণ কিছু ঘটেও যেতে পারে।'

মোদি তাঁর ভাষণে বারেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারতে বিনিয়োগের পরিবেশ কতটা অনুকূল। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'ভারতের মতো সুযোগ আর কোনও দেশে পাওয়া যাবে না। কারণ, ভারতে কম আর্থিক বিনিয়োগে বড় লাভের মুখ দেখার সুযোগ রয়েছে। এখানে সস্তায় কাঁচামাল পাওয়া যায়। শ্রমিকদের জন্য খরচ কম। ব্যবসা করার জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। পাশাপাশি মুক্ত অর্থনীতির কারণে বিনিয়োগকারীকে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না। ভারতে আপনাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতে আসুন, কী সুবিধা চান বলুন। সব পাবেন।' মোদি মূলত ছোট ও মাঝারি মানের শিল্প এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগের কথা বলে জানান, 'জাপান ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ, আর ভারত ছাড়া জাপান অসম্পূর্ণ।'

জাপানের ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে মোদি এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে এসেছি যে, ভারতে এলে লাল ফিতে নয়, লাল কার্পেট অভ্যর্থনা পাবেন। ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য আমরা এমন কিছু আইন পরিবর্তন করেছি, যা আগের কোনও সরকার ভাবতেও পারেনি। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই আমরা কাজটা করতে পেরেছি। এশিয়ায় শান্তি ও উন্নতির জন্য আমি আপনাদের ভারতে স্বাগত জানাচ্ছি।'

ভারত ও জাপানের সম্পর্ককে বাড়ানোর জন্য দু'দেশের মানুষের কাছে আসার বিষয়ের উপরও এদিন জোর দিয়েছেন মোদি। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, তরুণ এবং মহিলা এম পিদের নিয়ে একটি আলাদা গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে। জাপান পার্লামেন্টের এক প্রতিনিধিদলকে ভারতে আসার ও নানা শহর ঘুরে দেখার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। ভারত ও জাপানের সংসদ সদস্যদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

পাঁচদিনের জাপান সফরকে 'অত্যন্ত সফল' বলেই ঘোষণা করেছেন মোদি। আগামী পাঁচ বছরের জন্য ভারতকে রেকর্ড ৩ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। মোদির আশা, জাপানের এই আর্থিক সহায়তায় ভারতের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা এবং পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তোলা সম্ভব।

ইমপিরিয়াল প্যালেসে জাপানের সম্রাট আকিহিতোকে 'ভগবত গীতা' উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তাঁর 'ধর্মনিরপেক্ষ' বন্ধুদের খোঁচা দিতেও ছাড়েননি। অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেন, 'সম্রাটকে উপহার দেওয়ার জন্য গীতা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানি না, এর জন্য ভারতে কী হবে? হয়তো টিভির বিতর্কে ঝড় উঠবে।'

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, আজকাল সামান্য বা তুচ্ছ বিষয়ে মানুষ কেন অযথা বিতর্কের অবতারণা করে, তা তাঁর মাথায় ঢোকে না।

১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি রুখতে নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ছবি তুলে রাখতে বলা হয়েছে রাজ্যগুলিকে। শুরু হচ্ছে ১০০দিনের কাজের গ্যারান্টি দিয়ে। এই পাইলট প্রকল্প সফল হলে এরপর ইন্দিরা আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মতো অন্য প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও একইভাবে ছবি তোলার মতো পরিকল্পনাগুলি শুরু হবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের রূপরেখাটি নিয়ে প্রথম থেকেই নরেন্দ্র মোদির সরকার সন্তুষ্ট নয়। এই সরকারের মতে এই প্রকল্প টির মধ্যে কোনও পরিকল্পনার ছাপ নেই। জলের মতো টাকা ব্যয় হয়ে চলেছে। বিগত ৮ বছর ধরে কত হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব নেই। কিন্তু দেশে সেই অর্থে কোনও স্থায়ী সম্পদ তৈরি হয়নি। তাই প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিরা বলে এসেছেন এই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের কাঠামোটির পরিবর্তন দরকার। এই বছরের বাজেটেও সেই কারণে এই প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ এক টাকাও বাড়ানো হয়নি। কারণ এই প্রকল্পকে বাস্তবানুগ করে তারপরই আবার পুরোদমে এটিকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সর্বাগ্রে তাই কেন্দ্র স্থির করেছে ১০০ দিনের প্রকল্পের যে কাজটি হচ্ছে তার সামগ্রিক নথিভুক্তিকরণ। সেই লক্ষ্যেই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক স্থির করেছে এই প্রকল্পে কোথায় কী কাজ হয়েছে তার ছবি তুলে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারগুলিকে সার্কুলার পাঠিয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে যে আগামীদিনে এই প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তুলে ডকুমেন্টেশন করা হবে। সেইমতোই মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পেশাদার ফোটোগ্রাফার নিয়োগের একটি অতিরিক্ত কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাশাপাশি আগামীদিনে পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদ স্তরে বলা হবে বিভিন্ন প্রকল্পেরই বরাদ্দকৃত অর্থের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটের সঙ্গেই নিয়ম করে প্রকল্পের স্ট্যাটাসের ছবি তুলে রাখতে হবে। এর ফলে দুর্নীতি অনেক কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করে ফেলাই প্রধান লক্ষ্য থাকে। কিন্তু আদতে সেই টাকায় কী কাজ হল কিংবা আদৌ কাজটি কাগজে কলমের স্তরেই রয়ে গেল কিনা তা যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে নজরদারি হচ্ছে না। তাই ছবি তুলে একপ্রকার প্রমাণপত্রই দাখিল করতে হবে আগামীদিনে।

জঙ্গি সংগঠনে বিদেশিদের যোগ দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, উদ্বেগে আমেরিকা-ব্রিটেন

ইরাক ও সিরিয়ায় কট্টরপন্থী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আই এস) পক্ষে লড়াই করতে বিদেশিদের যোগ দেওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। একইসঙ্গে বাড়ছে তাদের নিহত হওয়ার ঘটনাও। সম্প্রতি সিরিয়ায় এক মার্কিন নাগরিকের নিহত হওয়ার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে আমেরিকা। ইতিমধ্যে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্তত ৫০টি দেশের নাগরিক এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে। লড়াই শুরুর পর সিরিয়া ও ইরাকে অস্ট্রেলিয়ার অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যায়, আই এস ছাড়া কট্টরপন্থী আরও কিছু সংগঠনে যোগ দিচ্ছে বিদেশি মুসলিমরা। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, শুধু সিরিয়াতেই অন্তত ১২ হাজার বিদেশি নাগরিক কট্টরপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর হয়ে লড়াই করছে। অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দাপ্রধান জানিয়েছেন, আই এসসহ কট্টরপন্থী বিভিন্ন সংগঠনে যোগ দেওয়া অস্ট্রেলিয়র সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলিকে হত্যার সাম্প্রতিক ভিডিও চিত্রে আই এসের এক জঙ্গিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের ইংরেজি উচ্চারণে কথা বলতে শোনা যায়। এরপর ব্রিটিশ সরকার খোঁজ খবর নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছে যে, ওই জঙ্গি ব্রিটিশ। সিরিয়ায় আই এসের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে এক মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস। ডগলাস ম্যাকক্যেইন নামে ওই মার্কিন নাগরিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আলকায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ত আল-নুসরা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হন। ডগলাস প্রায় ১০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে ইরাকে আই এসের পক্ষে যুদ্ধ করতে যাওয়া আরও চারজন মুসলিম যুবকের মধ্যে একজন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহত যুবকের নাম আরিফ মজিদ। আরিফসহ চার ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র কয়েক মাস আগে ইরাকে যায়। পরিবারের কাছে লেখা চিঠিতে আরিফ জানায়, সে ইসলাম রক্ষার জন্য লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি আরিফের সঙ্গীদের কোনও একজন ফোন করে তাঁর পরিবারকে জানায়, আরিফ মসুলে এক বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দাপ্রধান ডেভিড আরভিন জানিয়েছেন, সিরিয়া ও ইরাকে সংঘর্ষে ইতিমধ্যে অন্তত ১৫ জন অস্ট্রেলীয় নিহত হয়েছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বিদেশে গিয়ে আই এসের মতো কট্টরপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে বাড়ছে।

ভারত-বাংলাদেশের নদীচরের বাসিন্দাদের নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ পেল কলকাতায়

নদীর জলে থাকা একের পর এক প্রাণী যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে তাদের। ঠিক একই অবস্থানে রয়েছেন একদল মানুষও। এদের নিজস্ব কোনও পরিচয়ও নেই। স্থায়ী বাসস্থান-রোজগারসহ অন্যান্য জরুরি পরিষেবার প্রায় কিছুই নেই তাঁদের।

অথচ, তাঁরা কোনও বিচ্ছিন্ন জগৎ বা ভিন গ্রহের জীব নন। তাঁরা নদীর আপন খেয়ালে অজস্র নুড়ি-পাথর-বালি-মাটির পলিতে গড়ে ওঠা অসংখ্য চর এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য রয়েছে। শুধু নেই নিজস্বতা তথা পরিচয়। বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মিউজিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে ওইসব মানুষের জীবন কাহিনীর কথা শোনালেন নদীচরের কয়েকজন কিশোর।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করা 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার' (আই ইউ সি এন)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি 'ইকো-সিস্টেম ফর লাইফ' প্রজেক্টের আওতায় এই চরবাসীদের নিয়েই একটি ২১মিনিটের ভিডিও বা ফিল্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশিত হল কলকাতায়।

বছরের পর বছর ধরে নদী তার অববাহিকার মধ্যে গড়ে তুলেছে একের পর এক চর। কোনওটা ভারতের মধ্যে, তো কোনটা বাংলাদেশে। বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেকটি নদীতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এরকম বহু চর।

আন্তর্জাতিক ওই সংস্থাটি তাদের সাম্প্রতিক 'ইকো-সিস্টেম ফর লাইফ' প্রকল্পে নদীচরের বাসিন্দাদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। বিশেষ করে তাঁদের কী অবস্থা, তাঁরা কীভাবে জীবনযাপন করেন, সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে নদীচরের বাসিন্দাদের নিয়ে তৈরি হওয়া ওই ছোট ফিল্মটির নির্দেশক ড. প্রয়ান সুলজ বলেন, চর আসলে নদীর জায়গা। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে এখানেই গড়ে উঠেছে এক বৃহৎ জনজাতি। তাই এরা কেমন আছে, তা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে জানানোর জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের সীমারেখা দিয়ে প্রত্যেকটি জনজাতি বা গোষ্ঠীকে ভাগ করে দিয়েছে 'এরা এই দেশের, ওরা ওই দেশের'।

কিন্তু নদী তার চলনে কোনও সীমারেখাকেই মানে না। তাই এই জনজাতিরাও থেকে যায় পরিচয়হীন ভাবে। তারা পায় না কোনও স্বীকৃতি। পায় না কোন জরুরি পরিষেবা বা অন্য কিছুই।

কলকাতা থেকে দিল্লি, উৎসবে গোটা দেশকে আলোয় ভাসাতে তৈরি হচ্ছে চন্দননগর

সেই 'ক্লাসিক্যাল মিথের বীর' প্রমিথিউসের স্বর্গ থেকে আগুন চুরির গল্প। 'কিংবদন্তি' এই আলোর লড়াই বহু দিনের। প্রাচীন উপনিষদ থেকে মুনি-ঋষিদের কথাতেও আলো নিয়ে নানা কাহিনী রয়েছে। তবে, সে কাহিনী যাই হোক না কেন, সভ্যতাকে দিশা দেখিয়েছে এই আলোই। আর আলোর শত ইতিহাসের কাহিনীতে জনসভায় অর্জিত শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে বাংলার ছোট্ট শহর গঙ্গাপাড়ের চন্দননগর। তাই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া কি চলে? বোধহয় চলে না। চলে না বলেই এবার পুজোতেও মহানগর কলকাতা থেকে দেশের রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত, 'আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে' দেবে চন্দননগরের 'ঐতিহাসিক আলো।'

ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের জেরে চন্দননগরকে অনেকে 'ফরাসি শহর' বলতেন। কিন্তু, আলোর পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নেওয়ায়, চন্দননগর এখন আলোর শহর নামেই পরিচিত। বিশ্বের নানা দেশে সেই আলো এখন 'বাংলার ব্র্যান্ড' বলে পরিচিত। সেই ১৮২০ সাল থেকে আলোর ব্যবহার পাওয়া যায় চন্দননগরে। কিন্তু, সেই আলোকে স্বকীয়তায় মুড়ে চন্দননগরের খ্যাতি শুরু হয়েছে ১৯৫২-১৯৫৩ সাল নাগাদ। প্রথমে আলো জ্বলত হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে। পরে মোটরের ব্যবহার চালু হয়। চন্দননগরের বিদ্যালংকার পাড়ার শিল্পী শ্রীধর দাসই চন্দননগরের আলোক শিল্পের স্রষ্টা। তবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবারের পুজোয় তিনি আলোর কাজ করছেন না। প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় চন্দননগর থেকে কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আলোকসজ্জা যায়।

চন্দননগরের আলোকশিল্পী বাবু পালের আলো এবারের পুজোয় কলকাতা, অসম, এলাহাবাদসহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিচ্ছে। কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং-এ এবার তাঁর আলোর কাজে থাকবে অভিনবত্ব। স্যাডো লাইট --- ছায়ার ভিতর থেকে আসল ছবি বেরিয়ে আসার দৃশ্য দেখা যাবে। সেই ছায়া থেকে কখনও বুক চাপড়ে বেরিয়ে আসবে কিংকং, কখনও আবার সমুদ্রের ঢেউ ফুঁড়ে লাফ দেবে মস্ত ডলফিন। এছাড়াও লেকটাউনের ওই পুজোর গেটে গোটা সৌরজগৎ ফুটে উঠবে বাবু পালের হাতের ছোঁয়ায়। চন্দ্র অভিযান থেকে মঙ্গল অভিযান, সবই দেখানো হবে। অসমের পুজোয় তাঁর থিম, উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তবে, শুধু দুঃখের ছবি নয়। ছোটদের আনন্দ দিতে ওখানে থাকছে মিকি মাউসের কাহিনীও। এলাহাবাদে আলোর থিমে হাজির থাকবেন সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, টারজান, স্পাইডারম্যানের মতো সুপার হিরোরা। বাবু পালের কথায়, এখন চরম ব্যস্ততা। দিনরাত কাজ চলছে। দর্শনার্থীদের কথা ভেবে নিখুঁত কারুকার্যের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই শিল্পের কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করি। এবারও তাঁর ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

চন্দননগরের আলোক শিল্পী ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলো এবারের পুজোয় কলকাতা, দিল্লি, বিশাখাপত্তনম, ভাইজাকসহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিতে চলেছে। কলকাতার বাঁশদ্রোণীর পুজোয় তাঁর আলোর থিম, শিশু উদ্যান। দিল্লিতে যাচ্ছে তাঁর আলোর থিম 'মেরে ভারত মহান'। বিশাখপত্তনম ও ভাইজাকের থিম স্পাইডারম্যান। ইন্দ্রজিৎবাবু বলেন, প্রতিবছরই নানা জায়গায় আমার কাজ যায়। এবারও যাচ্ছে। প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শিল্পী গণেশ দাসের আলোর কাজও এবার কলকাতা, রাঁচিসহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দেবে। রাঁচিতে প্রচুর আলোর কাজ রয়েছে। গেটের থিম থাকবে কুতুবমিনার, ধবলগিরি ও গ্রামীণ হাট। সেখানে আলোর থিম 'বাসা'। মানুষের বাসা থেকে বাবুইয়ের ঝুলন্ত বাসা, ব্যাঙের বাসা, কাঠঠোকরা পাখির বাসা সবই থাকবে। এছাড়া, আলোয় ফুটে উঠবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও। কলকাতার তালতলায় তাঁর আলোর থিমে থাকছে 'সুপার হিরো'। সেখানে বড় বড় দু'টি কাঠবেড়ালি আর দু'টি বিড়াল দিয়ে গেট করা হবে। তৃণমূলকর্তা মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের পুজোতে আলোর থিমে থাকবে ইন্ডিয়া, বিভিন্ন ধরনের ফুল আর তার ফুটে ওঠার বৃত্তান্ত। এছাড়াও সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাট' কবিতা অবলম্বনে আলোর কাজ করা হবে। কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়িতে বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি নিয়ে সঙ্গী ভাগনে মদনের পাড়ি দেওয়ার কাহিনী। কলকাতার হরিদেবপুরের পুজোয় গণেশবাবুর আলোর থিম পাখিদের জলসা। সেখানে পাখিরা বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় মগ্ন থাকবে। কারও হাতে থাকবে গিটার, কারও আঙুল সুর তুলবে হারমোনিয়ামে। গণেশবাবু বলেন, আমাদের প্রস্তুতিও শেষের দিকে। প্রতিটি কাজ গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। আশা করছি, এবারও কলকাতাসহ গোটা রাজ্যের দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পারব। সেই মানসিকতা নিয়েই এখন তৈরি হচ্ছে আলোর শহর চন্দননগর।

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA (WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact : **JAYANTA GUHA**
at **jkguha@yahoo.com** or call at **(818)-610-8926.**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা :
email : dcha42@aol.com or
Dilip Chakrabarti - 2418A, 2nd Street,
Fort Lee, NJ-07024

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

'রেল-সারদা চুক্তি তদন্তে সি বি আই দ্রুত এগচ্ছে'

এই প্রথম রেলমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করলেন আই আর সি টি সি এবং সারদা গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়া চুক্তি নিয়ে সি বি আই তদন্তের অগ্রগতি অনেকটাই হয়েছে। আজ সদানন্দ গৌড়া বলেছেন, আমরা ওই তদন্তের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। বিভাগীয় তদন্তও আপাতত নয়। গৌড়ার কথায়, সি বি আই তদন্ত নির্দিষ্ট পথেই এগচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের কোনও মন্তব্য করা কিংবা পৃথক সক্রিয়তা তদন্তের ক্ষতি করাতে পারে। আমরা চাই না ওই তদন্ত প্রভাবিত হোক। তিনি স্বীকার করেছেন, রেলমন্ত্রকের থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সি বি আই হস্তগত করেছে। কয়েকদিন আগেই আই আর সি টি সি বিবৃতি দিয়ে বলেছে সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেটা অন্য যে কোনও ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে যেমন সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়, তেমনই একটি নির্দোষ চুক্তি। যদিও এর থেকে এক লাইনও বেশি বলতে রাজি নয় রেল। জানা যাচ্ছে, চুক্তির তদন্ত নিয়ে সি বি আইকে কোনওরকম বার্তাই দিতে রাজি নয় মোদি সরকার। প্রথমত সারদায় দল এবং সরকার হিসাবে তৃণমূল যে যথেষ্ট সংকটে পড়েছে তা স্পষ্ট। বি জে পি রাজ্য এবং জাতীয় স্তরেও সেই সুযোগ নিতে উদ্যোগী। ২০১৬ সালে রাজ্যে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে বি জে পি মরিয়া। আর সেক্ষেত্রে সারদা নিয়ে অন্য অনেক মাঝারি, বড় নেতাদের নিয়ে জল্পনা চললেও, হঠাৎ করে রেল সারদার যোগসাজশের অভিযোগটি সামনে আসায় বি জে পি উৎসাহিত। আর সর্বোপরি অন্য রাজ্যের বিভিন্ন মামলায় সি বি আই যে ধীর লয়ে কাজ করে, এবার দেখা যাচ্ছে সারদা তদন্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে সি বি আই এগোচ্ছে। আর সেটা যে কেন্দ্রের উপর মহলের সবুজ সংকেত ছাড়া সম্ভব নয়, তাও সর্বজনবিদিত।

বিপ্লবী মমতা এখন দুর্নীতির রানি, তোপ বিজেপি নেতার

অমিত শাহের পর মুক্তারে আব্বাস নাকভি। সারদা কেলেঙ্কারির জের টেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়াল বি জে পি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। একদা যাঁকে বিদ্রোহী কন্যা বলে রাজ্যবাসী জানত, মাত্র তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পর গোটা দেশ এখন তাঁকেই অপরাধীদের আশ্রয়দাতা ও দুর্নীতির রানি বলে চিনছে। কয়েক ঘণ্টার সফরে কলকাতায় এসে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিটি বুথে এবং বুথের বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনসহ একগুচ্ছ দাবি তিনি পেশ করেন। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পালটা দাবি, হতাশা থেকে প্রলাপ বকছেন দিল্লি থেকে আসা বি জে পি নেতারা।

বিরোধীদের তোলা দাবি নস্যাৎ করতে একদা দলীয় সংসদ সদস্যকে সারদা ইস্যুতে 'ক্লিনচিট' দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে মমতার পুলিশ। এহেন কুণাল সংবাদমাধ্যমের সামনে সারদা থেকে সুবিধা নেওয়ার প্রসঙ্গে যে প্রত্যক্ষ অভিযোগ তুলেছেন, তাতেই যথেষ্ট বেসামাল তৃণমূল। ঘটনাচক্রে কুণাল ঘোষ যেদিন মমতার নাম জড়িয়ে ওই মন্তব্য করেন, সেদিন বি জে পি সভাপতি অমিত শাহ শহরে এসেছিলেন। তৃণমূলকে আক্রমণে সারদাকে যে তাঁরা হাতিয়ার করবে, তা স্পষ্ট করে দেন অমিত। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এদিনও বি জে পি'র অভিযোগ নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। পাগলের প্রলাপ বলে উপেক্ষার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বি জে পি আসন্ন ভোটের ফল কী হবে, সেটা বুঝেই হতাশা থেকে নানা মন্তব্য করছে।

এদিন বি জে পি'র সহ-সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মুখপাত্র নাকভি মমতাকে দুর্নীতির রানি বলে দাবি করলেন। তাঁর দাবি, যেভাবে গত ৩৪ বছর সি পি এম রাজ্যে সন্ত্রাস-রাজ কায়েম করেছিল, সেটাই এখন অনুসরণ করছে মমতার সরকার। সি বি আইয়ের তদন্তের ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি নাকভি। যদিও তাঁর দাবি, এই কেলেঙ্কারির সবটাই মমতার গোচরে ছিল। তিনিই এই দুর্নীতিকে লালন করেছেন। একদিকে দুর্নীতিবাজ, অন্যদিকে ক্রিমিনালরা মমতাকে হাইজ্যাক করেছে। এই প্রশ্নে তৃণমূলের অন্দরেও হতাশা দেখা দিয়েছে বলে দাবি নাকভির। তাঁর মতে, এই সারদাকাণ্ড অচিরেই তৃণমূলের 'ওয়াটারলু' হিসাবে চিহ্নিত হবে।

চৌরঙ্গি ও বসিরহাট (দক্ষিণ) কেন্দ্রের উপনির্বাচনে রাজ্য পুলিশ ব্যবহার না করে পুরোটাই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন নাকভি। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের পদ থেকে সঞ্জয় বনসালকে না সরিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করা যাবে না বলেও কমিশনকে সাফ জানিয়ে এসেছেন বি জে পি নেতারা। নাকভি বলেন, ওই জেলাশাসককে লোকসভা ভোটেও কমিশন অপসারিত করেছিল। তাঁর মতে, জেলাশাসক তৃণমূলের কর্মীর মতো আচরণ করছেন। দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা নাকভির সামনেই বলেন, মাত্র দু'দিনে দলের দুই হেভিওয়েট নেতাকে রাজ্যে পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে বি জে পি'কে যে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

সিবিআইয়ের কাছে গিয়ে ক্লিনচিট নিন মুকুলসহ সবাই আসিফ খান

সারদকাণ্ডের তদন্তে মুকুল রায়ের উচিত সি বি আইয়ের মুখোমুখি হওয়া। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে সাংবাদিকদের সামনে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের ওই শীর্ষ নেতার একসময়ের অন্যতম সহযোগী আসিফ খ ান। একইসঙ্গে তাঁর মত, কেউ যেন নিজে থেকেই এই কাণ্ডে ক্লিনচিট নিয়ে না নেন। তাই মুকুলসহ সকলের উচিত, সি বি আইয়ের কাছ থেকে ক্লিনচিট নিয়ে আসা। আসিফের এই বক্তব্য শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের যে আরও অস্বস্তির মুখে ফেলল, তা বলাই বাহুল্য। সি বি আই ইস্যুতে এমনিতেই শাসক দলের অভ্যন্তরে বিবাদ তুঙ্গে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আসিফের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে দলে মুকুল বিরোধী গোষ্ঠী যে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে, তা মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, এই ইস্যুতে দলের অভ্যন্তরে ঝড় উঠবে। এমনিতেই রেল-সারদা চুক্তি নিয়ে মুকুলের মন্তব্যসহ একাধিক ইস্যুতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ বেজায় চটেছেন তাঁর উপর। একদা মুকুলের ছায়াসঙ্গী আসিফের এই মন্তব্য তাঁদের হাতে বাড়তি অস্ত্র তুলে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর তাঁরা যে সি বি আইয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মুকুলের উপর আরও চাপ বাড়াবেন, এমনটাই অনুমান করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

একইসঙ্গে শাসক দলের এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে সুদীপ্তর সখ্যের বিষয়ে সি বি আইকে বিস্তারিত জানিয়েছেন আসিফ খ ান। শহর ছাড়ার আগে তৃণমূলের ওই শীর্ষ কর্তার সঙ্গে সুদীপ্ত যে একাধিকবার বৈঠক করেছিলেন, সেই বিষয়েও সি বি আইকে তিনি তথ্য দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এমনকী সুদীপ্তর টাকা কোন কোন নেতার কাছে গিয়েছে, তা নিয়েও তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সি বি আই সূত্রের খবর, এই প্রসঙ্গে শাসক দলের তিন নেতার নাম আসিফ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাদের কাছে। মুকুলবাবুর সঙ্গে আসিফের সম্পর্ক কী করে তৈরি হল, তা জানতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা। কুণালের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়েও এদিন আসিফ খানকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদিকে পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রের বর্তমান 'ছায়াসঙ্গী' প্রশান্ত প্রামাণিককে দীর্ঘ জেরা করে সারদা সংক্রান্ত নানা তথ্য জানতে চায় সি বি আই। যদিও তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

সি বি আইয়ের নোটিস মতো সি জি ও কমপ্লেক্সে একে একে হাজির হন মদন-ঘনিষ্ঠ নেতা প্রশান্ত প্রামাণিক, সোমেন ঘনিষ্ঠ নেতা বাবলা ভট্টাচার্য এবং আসিফ খান। তবে প্রশান্ত ও আসিফকে জিজ্ঞাসাবাদ ছিল সি বি আইয়ের কাছে

(এরপর ১৯ পাতায়)

দেশজুড়ে ওষুধের দামে নজরদারি বাড়াতে ৫৪ কোটি বরাদ্দ করল কেন্দ্র

ওষুধের দাম নিয়ে কোম্পানিগুলির একাংশের অসাধু কাজ-কারবারে নজরদারি চালাতে সারা দেশে ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এন পি পি এ) এই টাকা বরাদ্দ করছে। প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে ওষুধের দামের উপর নজরদারি চালায় এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলে সংশ্লিষ্ট ওষুধ নির্মাতা সংস্থাকে জরিমানা করার দায়িত্বও এই সংস্থার উপর। এই ৫৪ কোটি টাকা খরচ করে প্রতিটি রাজ্যে এন পি পি এ'র শাখা তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রে এই খবর মিলেছে। এ বিষয়ে সব রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের বৈঠক ডাকেন এন পি পি এ'র চেয়ারম্যান ইনজেতি শ্রীনিবাস। সেখানে প্রতি রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নভেম্বরের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে এন পি পি এ'র শাখা খুলতে হবে। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের অধীনে থাকবে এই শাখা। এই বিষয়ে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলার ডঃ চিন্তামণি ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এন পি পি এ'র শাখা অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বাবদ রাজ্য প্রায় দু' থেকে আড়াই কোটি টাকা পেতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রের খবর, এই কাজের জন্য এন পি পি এ'র রাজ্য শাখাগুলিতে সাতটি পদে লোক নিয়োগ করা হবে। সেগুলি হল, একজন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, তিনজন প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও তিনজন প্রজেক্ট ডেটা-এন্ট্রি অপারেটর। বৈঠকে এন পি পি এ কর্তারা ড্রাগ কন্ট্রোলারদের আরও জানান, শীঘ্রই অপরিহার্য ওষুধের তালিকায় (ন্যাশনাল লিস্ট ফর এসেনশিয়াল মেডিসিনস অব ইন্ডিয়া বা এন এল ই এম) আরও কিছু ওষুধের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেজন্য দ্রুত দু'ধরনের তালিকা প্রস্তুত করুন। ওই দুই তালিকায় থাকবে সেই ওষুধের নাম, যেগুলির চাহিদা সরকারি সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স-এ সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় তালিকায় থাকবে সেইসব ওষুধ, যেগুলি খোলা বাজারে সবচেয়ে পরিমাণে বিক্রি হয়। বৈঠকে রাজ্যের তরফে এন পি পি এ কর্তাদের তিনটি বিষয়ে জোর দিতে অনুরোধ করা হয়। প্রথমত, রক্তের দাম বা 'প্রসেসিং ফি' নির্দিষ্ট করা, দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দামের উপর নজরদারি চালানো এবং এন পি পি এ'র কমিটির উপর বাছাই করা কয়েকজন ড্রাগ কন্ট্রোলারকে রাখা। প্রসঙ্গত, 'রক্ত' সরকারি নিয়মে এক ধরনের ওষুধ। তাই এর দাম ও গুণমানের উপর নজরদারির জন্য সরকারি সংস্থা আছে। কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও যন্ত্রপাতির নজরদারিতে কোনও নিয়ন্ত্রক সংস্থা নেই।

জেলায় জেলায় নতুন অফিসার ড্রাগ কন্ট্রোলের ওষুধের দোকানের লাইসেন্স নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। এবার সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লোক নিয়োগ শুরু করে দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের ১৮টি জেলা এবং দুটি মূল অফিস মিলিয়ে ২০জন সহকারী ড্রাগ কন্ট্রোলার নিয়োগ করল স্বাস্থ্য দপ্তর। এদের মধ্যে ১৮ জন নিযুক্ত হবেন জেলায়, সেখানকার লাইসেন্সিং অফিসার হিসাবে। এই খবর জানান রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলার চিন্তামণিবাবু।

শ্রোতাদের ভালোবাসাই আমার সংগীত জীবনের সাফল্য ঃ জন্মদিনে শুভেচ্ছার জবাবে আশা ভোঁসলে

আপনাদের ভালোবাসা আর সহযোগিতা না পেলে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম না। ৮১তম জন্মদিনে দেশ-বিদেশের অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারই প্রত্যুত্তরে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে শ্রোতাদের এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন আশা ভোঁসলে। বললেন, আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও ভালোবাসাই ছিল আমার পাথেয়। আজও তা সমানভাবেই আমার সঙ্গে রয়েছে। তাকে আঁকড়েই সংগীত জীবনের আমি এতটা পথ পেরিয়ে আসতে পেরেছি। আপনাদের ধন্যবাদ।

দীর্ঘ ছ' দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় সংগীত জগতে নিজের আধিপত্য ধরে রেখেছেন আশা ভোঁসলে। নতুন, পুরানো সব প্রজন্মের কাছেই তাঁর গান আজও সমাদৃত। ও পি নায়ার, শচীনদেব বর্মন, আর ডি বর্মন, খৈয়ামের সংগীত পরিচালনায় তিনি অসংখ্য গান দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। বাপ্পি লাহিড়ির সুরেও অনেক গেয়েছেন তিনি। আবার নতুন প্রজন্মের সংগীত পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন সাবলীল দক্ষতায়। গান গেয়েছেন এ আর রহমান, অনু মালিকের দেওয়া সুরেও। তাঁর কণ্ঠে 'ঝুমকা গিরা রে' 'আজা আজা' কিংবা 'দম মারো দম' সেকালে যেমন শ্রোতাদের মন জয় করেছে তেমনই একালের 'রাঙ্গিলা', 'রঙ্গিলা' এবং 'তাল' ছবিতে গাওয়া সবক'টি গানই হিট।

সাধারণ শ্রোতারা তো বটেই, বলিউড তারকাদেরও জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় ভরেছে আশা ভোঁসলের টুইটার অ্যাকাউন্ট কিংবা মোবাইলে ইনবক্স। এই কালজয়ী শিল্পীকে আশা ভোঁশলেজির জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা রইল। দিয়া মির্জা যেমন বলেছেন, আপনার গানেই আমার প্রথম মিউজিক ভি ডি ও শ্যুট হয়। ছবিটি ছিল 'মেমোরিজ অব প্যারিস'। আপনার জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা রইল।

I. Personal Information (*mandatory fields) **PLEASE PRINT IN BOLD CAPITAL**

Title	First Name*	Middle Name	Last Name*

Address Line 1*

Address Line 2

City*	State*	Zip*	Country*

Cell Phone #*:	Second Contact #:
E-Mail #1*:	E-Mail #2:

II. Event Registration: Category and Rate (select one*).

Children over 21 yrs need separate registration. Rates shown valid until October 15th, 2014. Rates to go up subsequently.

- ☐ Full Time Student ($75, with ID)
- ☐ Individual ($100)
- ☐ Couple ($170)
- ☐ Family with up to 2 children < 21 years ($220)
- ☐ Family with 3 children < 21 years ($250)

III. Family Information

Title	Spouse First Name*	Spouse Middle Name	Spouse Last Name*

Child #1:	Age (yrs)		Child #2:	Age (yrs)	
Child #3:	Age (yrs)				

IV. Payment Method (select one) **Enter your category amount*** $

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard ☐ AMEX ☐ Discover

Check Info : Bank ____ Check # ____ Date MM/DD/YY

Checks payable to: **NABC 2015**

Mail the Registration Form to:
(along with your check, if applicable)

NABC 2015
P.O. Box 820150
Houston, TX 77282

Payable in US Dollars only

Credit/Debit Card Info:

Card # ____ CCV ____

Card Holder Name ____ Expiration Date MM/YY

Card Holder Address
(if different from Sec I)

☐ I agree to pay the above charges and authorize NABC 2015 to charge my credit/debit card

Authorized Signature ____ Date MM/DD/YY

Terms and Conditions:

1) There will be a $35 charge for returned checks.
2) Cancellation policy: Cancellation requests must be received by email latest by February 28th, 2015, to qualify for a refund. A cancellation fee of $30 will be charged. Refunds cannot be processed after February 28th, 2015.

V. Hotel Information

Hilton Discounted Rate : $135/night + Taxes	**Hotel Reservation Link** : https://resweb.passkey.com/go/NABC2015

Signature* ____ Date MM/DD/YY

Meal Vouchers : http://registration.nabc2015.org
Questions: E-mail to ***registration@nabc2015.org***

Official use only: Confirmation # ____ Processed by: ____ Date: MM/DD/YY

Form Version 8.0 / Dated June 28th 2014

Hotel Reservation

To get the link for early hotel registration at the discounted rate please complete your registration and you will get the unique Hotel Registration Link for NABC 2015 in the confirmation email. Please click that link to reserve your hotel room. If you are a registrant who is at Grand Sponsor level or above, NABC is going to provide hotel. You do not need to do separate hotel registration.

www.nabc2015.org NABC2015 – a GO GREEN Conference SEPTEMBER, 2014

Houston's NABC 2015 – Launchpad for a new NABC

35th North American Bengali Conference (North American Bengali Conference) will be held in Houston, the energy capital of the world and Space City USA, July 10-12, 2015. Banga Sammelan is about to take off on a new orbit with Space City Houston's NABC 2015 being the launch pad. It is the destination of our journey to transform and reinvent the conference for the 21st century so that the great work of past NABC's can be sustained. Our theme – "Celebrate your heritage, Embrace the change".

New Banga Sammelan…

The new Banga Sammelan will be a revitalized conference, not only dedicated to the culture and arts but contributing something concrete for the global community and Bengal, be it green initiatives or social entrepreneurship. The new Banga Sammelan will bring enormous value to donors and sponsors US, India and beyond – ensuring they realize the potential of the global platform we bring. The new Banga Sammelan will also cater to the next generation – where they not only learn from the parents but mingle and learn from their contemporaries in India. Finally, new NABC will not just revolve around three days of fun – it will make a significant and sustainable difference to the global community and Bengal – give back and make a difference.

Why Houston is *DIFFERENT?*

NABC 2015 team boasts of a highly successful core group with diverse skills and singular focus. That core team has successfully delivered NABC 1996, 2006 and currently planning 2015, run Durga Bari, was a major part of IIT 2013 Global Conference. We are relatively young, but truly motivated and enthused to give back to our motherland and make a sustainable and tangible difference. We have achieved professional success – we want to share our success with Bengal and help Bengal in a meaningful way. We intend to take Brand Bengal to the world.

We are motivated by Swami Vivekananda's saying – "Leave a mark" ("দাগ রেখে যা") and Rabindranath Thakur's vision of a borderless mind and universal culture. We want to make a difference – leave a legacy! Our strategy for the new NABC is based on the framework provided by the four pillars, Ideas, Execution, Communication and Philanthropy. We are committed to making the event and our programs for the future a resounding success.

From culture to couture, from business to books, from entertainment to execution, NABC 2015 will bring a quantum shift to the conference. So, the rocket ship is about to be launched – be on board for a magical ride!

Successful Launch in Kolkata

35th North American Bengali Conference(NABC 2015) organized an extremely successful Press Meet on July 17th at Spring Club in Kolkata. It was attended by over 100 celebrities, media persons, business leaders and intellectuals. It was received very postively by the media and Bengal authorities.

Some of the notables included Satyam RoyChowdhury, Shuvaprasanna Bhattacharya, Don Ray, Raghav Chatterjee, Indranil Sen, Saheb Chatterjee, Locket Chatterjee, Tony Bose, Tejen Majumdar, Saikat Mitra, Anindita Kazi, Biplab Ganguly, Parnava Banerjee, Tanika Bhattacharyya, Tony Bose and others.

Sanku Bose, Joint President, briefed and presented the whole concept and goal of NABC 2015. Shuvaprasanna was enthused by the drive of the Houston team to give back to motherland by doing something meaningful. Satyam Roychowdury talked about his confidence regarding the Houston team and its capability to deliver. Audience and press reaction sounded very positive about the developments.

Debashis Chakrabarti, our VP, also attended the meeting. Saswati Maitra represented the hospitality team and effused our southern hospitality. Srabani Akilla introduced the concept of our theme and how it would drive the entire conference design. She talked eloquently about the importance of Houston to Bengalis and her literary committee. NABC 2015 theme song was launched to thunderous applause – unique concept for Banga Sammelan. And at the end of everything Houston's second-generation representative Amrapali(Oli) Maitra made a great impact with her impromptu Vote of Thanks delivered in fluent Bangla.

Buzz has been created in Bengal; expectations for the Houston team are high and NABC 2015 has taken off.

Houston NABC 2015 makes a magical impact in Orlando NABC 2014

Brand has been launched – we will deliver with your complete support.

Brand Houston is universally recognized in the CAB/NABC community. Registration, creating tempo for our conference and relationship building with partners were a big success. Our stall was bubbling with music, videos, and activities.

At the end of the conference, all the CAB old timers and office-bearers sounded confident of our ability and were respectfully asking us how we execute. As baton was passed, our speeches and ideas were applauded and well-received – differentiators like green leaf, converting convention center to coffeehouse, all day/night tea/coffee/"nirvegal" adda, taking care of "you" AND doing something meaningful for future.

Welcome to North American Bengali Conference 2015

Houston Program Highlights

For two and a half days from July 10th to July 12th, NABC 2015 in Houston promises to dazzle with an unforgettable cultural extravaganza.

Starting with a Broadway style Opening Ceremony and ending with a Big Bang closing ceremony, the days in between will be overflowing with breathtaking performances – a star-studded Classical Night, an eclectic East-west fusion night of dance and music, big splash Bangla band, film festival, drama festival, different genres of Bengali music, traditional and contemporary dance, a fabulous fashion show, panel discussions and much more.

NABC2015 Registration Nite

– the gala event of food, fun and fungama rocked Houston on Friday, August 29th.

HDBS auditorium was transformed into a slick blue lounge with plush sofas, blue lighting by the artistic creativity of Aalponaa team of Sailaja Bandyopadhyay and Mumu Choudhury. As people milled around and enjoyed great appetizers and dinners, music wafted through the air. After karaoke brought out the singers, evening ended with music and dancing, organized by DJ Raj.

We had good response in terms of registration and sponsorship. Donors were recognized by instant display of their photographs on the big screen. Now, that registration wave will spread to others cities in North America through similar roadshows. More importantly, attendees realized Team NABC means business and we will deliver great results. Theme of going green and sustainability, a salient feature of NABC 2015, stood out in the decor.

Shatakanthe Rabindranath

We are planning to have a wonderful Rabindrasangeet program titled Shatakanthe Rabindranath organized by Sreemati Kamalpriya Roy (Houston) and Sree Suman Chattopadhyay (Kolkata) on behalf of the NABC 2015 with the participation of 100 accomplished Bengali singers from the USA and Canada to be held on July 10th 2015, in Houston. We would like to have two such talented singers (preferably one female and one male) from each state of the USA and Canada.

Please contact Mrs. Kamalpriya Roy on Phone 832 247 2967(cell) or 281-395-5371(residence) or email her at kamroy292@gmail.com.

Please be advised that all singers are required to arrive in Houston the day before the NABC event in order to participate in the final full rehearsal with live orchestra for the Shatakanthe Rabindranath on Thursday (July 9th) evening.

SARGAM 2015

A musical contest will be held at GRBCC on July 11th & 12th, 2015.

There will two auditions, semi-final round and finally a challenge round. The semi-finals and the challenge rounds will be judged by a panel of distinguished artists from India.

All the details and rules for the contest are being worked on, so please stay tuned for more information in next newsletter and also on our website.

Have a question, contact us.
info@NABC2015.org

Please register.
http://www.registration.nabc2015.org/

nabc 2015

Get Social with us.

Newsletter published by NABC 2015 Marketing Department. Composed by Partha S. Chatterjee and Designed by Sailaja Bandyopadhyay.

নব বৃন্দাবন

পার্থসারথি দাশ
(নিউ ইয়র্ক)

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের (সংক্ষেপে ইসকন) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অভয়চরণ দে, অভয়চরণ গৌড়ীয় মঠের সংস্পর্শে আসেন ১৯২৬ সালে। অভয়ের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ, নিষ্ঠা, গভীর জ্ঞান দেখে গৌড়ীয় মঠ থেকে অভয়কে "ভক্তি বেদান্ত" এই উপাধি দেওয়া হয়। অভয়চরণের গুরু ছিলেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। ভক্তি সিদ্ধান্ত অন্যান্যদের যেমন বলতেন তেমনি অভয়চরণকে পাশ্চাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের অনুরোধ করলেন। অভয়চরণ ছিলেন সংসারী। তাঁর ব্যবসা ছিল, আর ছিল স্ত্রী পুত্র কন্যাদের প্রতি দায়িত্ব। ব্যবসা ভাল চলেনি। অভয়চরণ সন্যাস গ্রহণ করে সর্ব সময়ের জন্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হয়েছিলেন প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে। ১৯৬৬ সালে ভক্তিবেদান্ত সিন্ধিয়া কোম্পানীর মালিক মাতা সিন্ধিয়ার কাছ থেকে আমেরিকা যাওয়ার এক বিনামূল্য টিকিট জোগাড় করেন। এইভাবে সিন্ধিয়া ষ্টিম কোম্পানীর জলযান করে প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্তের উত্তর আমেরিকাতে পদার্পন ঘটে। তখন যুক্তরাষ্ট্রে হিপি সংস্কৃতির যুগ। এল. এস. ডি., গাঁজা, চরস, চুল্লু খেয়ে যুবক যুবতীরা পথে ঘাটে পড়ে থাকতেন। যাবতীয় জাগতিক ব্যাপারে ছিল তাদের অনীহা। ভক্তিবেদান্ত নিউইয়র্কের বিভিন্ন পার্কে নিয়ে এসব পথ ভ্রান্ত যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রচার শুরু করলেন।

তিনি বোঝালেন নেশায় বুঁদ থেকে কোন উচ্চতর আনন্দ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণনামের মধ্যে রয়েছে অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতি। তিনি এসব দিবাস্বপ্নদের শেখালেন হরিনাম সংকীর্তন। এদেরকে নিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)।

ভক্তিবেদান্ত স্বামী ভার্জিনিয়ায় স্থাপন করেছিলেন নবকৃন্দাবন মন্দির। গা ছমছম করা গভীর অরণ্যের মধ্যে এই মন্দির। মন্দিরের অবস্থান লোকালয় থেকে অনেক দূরে। এই মন্দিরের প্রথম গুরু হলেন স্বামী কীর্তনানন্দ। সংক্ষেপে ডাকা হতো 'গুরু কে' বলে। সময় ১৯৮৬ সাল। ভক্তিবেদান্ত স্বামী গত হয়েছেন। স্টীভ ব্রায়ান্ট নামে লস্ এনজেলসের এক যুবক এই নব স্থাপিত কৃষ্ণ সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। স্টীভ লস্ এনজেলস মন্দিরে ফিরে যান। লস্ এনজেলস কৃষ্ণমন্দিরে যোগদান করেন। সেখানে তিনি আর এক কৃষ্ণ ভক্ত মহিমা এডউইনের সঙ্গে পরিচিত হন। দুজনেই কৃষ্ণ মনোভাবাপন্ন হওয়ায় বিবাহ করার মনস্থ করেন। স্টিভ এবং এডউইনা কৃষ্ণমতে বিবাহ করেন। তাঁদের দুটি সন্তান হয়। এডউইনা তখনো কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন নি।

সেই সময়ে ভার্জিনিয়ার নবকৃন্দাবন মন্দিরের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এডউইনা লস্ এনজেলস্ থেকেই নবকৃন্দাবন মন্দিরের স্বর্ণময় কারুকার্য, ঐশ্বর্য্য, অপূর্ব শিল্প সুষমা, সৌধের নির্মাণ কুশলতার কথা শুনেছিলেন। ইসকন্ প্রচারিত ষ্বদ্ধ ষ্বমন্ত্র ষ্বতন্ত্র সাময়িক পত্রিকাতে প্রত্যেক মাসেই নবকৃন্দাবন কৃষ্ণ মন্দিরের কথা ফলাও করে প্রচারিত হতো। এডউইনা গুরু কীর্তনানন্দের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করলেন। গুরু কীর্তনানন্দ এডউইনাকে ভার্জিনিয়া মন্দিরে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য আহ্বান জানালেন। গুরু 'কে'র সম্মতি পেয়ে এডউইনা দুই সন্তানকে নিয়ে নব বৃন্দাবন মন্দিরে চলে আসেন। কীর্তনানন্দ বোঝালেন যে ভগবান কৃষ্ণকে দেহ-মন সর্বস্বই বিকিয়ে দিতে হয়। গুরু হলেন কৃষ্ণের প্রতিভূ। সুতরাং গুরু আজ্ঞা এবং কৃষ্ণ আজ্ঞা এক অলঙ্ঘনীয়। গুরু যা বললেন তাই ভগবান কৃষ্ণের আদেশ বলে মেনে নিতে হবে। এডউইনাকে গুরু কীর্তনানন্দ দীক্ষা দান করেন। স্টিভ ব্রায়েন্ট তখনো নবকৃন্দাবনে আসেন নি। স্টিভ দেখলেন যে তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই এডউইনাকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। স্টিভ খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আশ্রমে এসে স্টিভ দেখলেন যে তাঁর ঘর এতো ছোট যে স্ত্রী ও দুই সন্তানের বিছানা করা যায় না। গুরু কীর্তনানন্দ কিন্তু বিশাল ঘরের মধ্যে দুগ্ধ ফেননিভ বিছানাতে শয়ন করতেন। স্টিভ ব্রায়েন্ট দেখলেন প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে তার পরিবারবর্গকে মেঝেতে শুতে হবে। স্টিভ দেখলেন যে গুরু কীর্তনানন্দ রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকেন কিন্তু শিষ্যরা থাকেন প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে। স্টিভ সরাসরি কীর্তনানন্দের সঙ্গে দেখা করে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে গেলেন। ফল হল বিপরীত। গুরু কীর্তনানন্দ সর্বদাই চারজন পেশিবহুল শক্তিশালী দানব সদৃশ রক্ষিবাহিনী নিয়ে চলাফেরা করতেন। এই দৈত্যসম রক্ষিবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে স্টিভকে প্রহার করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দেয়। এছাড়া, গুরু কীর্তনানন্দ নিজের পরিচর্যার জন্য এডউইনাকে সময় অসময়ে ডেকে পাঠাতেন। স্টিভ এডউইনাকে বললেন যে তিনি ভার্জিনিয়া মন্দিরে আর থাকবেন না। এডউইনা মন্দির ছাড়তে রাজী হলেন না। স্টিভ একদিন গাড়ীতে নিজের সন্তানদের নিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়ে যান। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেন নি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কীর্তনানন্দের রক্ষীরা তাকে ধরে ফেলে। স্টিভের কাছ থেকে দুই সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। স্টিভ স্ত্রী এবং সন্তান উভয়ই হারালেন। স্টিভ একাই লস্ এনজেলস্ কৃষ্ণমন্দিরের সংগ্রহ শালায় স্টিভ প্রতিষ্ঠান আচার্য্য ভক্তি বেদান্ত স্বামীর দুটো চিঠি পেয়েছিলেন। ঐ চিঠি দুটোতে ভক্তি বেদান্ত কীর্তনানন্দকে বলেছিলেন উগ্র, দিগভ্রান্ত যুবক।

স্টিভ এই দুটো চিঠির প্রতিলিপি ছাপিয়ে চারদিকে ভার্জিনিয়া কৃষ্ণমন্দিরের গুরু কীর্তনানন্দের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। কীর্তনানন্দ দূরভাষের মাধ্যমে স্টিভকে সংযত হওয়ার জন্য সতর্ক করে ছিলেন। স্টিভ এই হুমকিতে ভীত হলেন না। তিনি আরও জোরালোভাবে কীর্তনানন্দের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। একদিন গোধূলি লগ্নে স্টিভ নিজের গাড়ীতে বসে কৃষ্ণ নাম জপ করছিলেন। এক আততায়ী এসে গাড়ীর মধ্যে স্টিভকে গুলি করে হত্যা করে। অকুস্থল থেকে পুলিশ পায় ৪৫ পিস্তলের কার্তুজ। গোয়েন্দারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে কীর্তনানন্দের দেহরক্ষী ড্রেসার স্টিভকে হত্যা করেছে। ড্রেসার ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক। কীর্তনানন্দ ড্রেসারকে আট হাজার ডলার দিয়েছিলেন স্টিভকে হত্যা করার জন্য। কীর্তনানন্দের সাজা হয় আজীবন কারাবাস। এই খবর শুনে ইসকনের হেড কোয়ার্টার্স মায়াপুর ভার্জিনিয়া নব বৃন্দাবন মন্দিরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে ইসকনের কোন পত্র-পত্রিকাতে ভার্জিনিয়া নব বৃন্দাবনের নাম পাওয়া যেতো না। ২০০৪ সালে কীর্তনানন্দের কারাবাস শেষ হয়। মুক্তি পেয়ে কীর্তনানন্দ আর ভার্জিনিয়া মন্দিরে ফিরে যাননি। তিনি ভারতে চলে যান। মায়াপুরের ইসকনের কর্তৃপক্ষ ভার্জিনিয়া মন্দিরকে আবার স্বীকৃতি দেন। ২০১১ সালে ভারতে থাকাকালীন কীর্তনানন্দের জীবন অবসান ঘটে। স্টিভ এবং কীর্তনানন্দ মারা গেছেন। এডউইনা কিন্তু এখনো ভার্জিনিয়া মন্দিরে রয়ে গিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টিভি চ্যানেল ২৩ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

ব্যর্থ

মহাদেব পাল
(উড্‌বারী, নিউ ইয়র্ক)

সেই মেঘ হয়ে কিবা ফল?
বক্ষে ধরি' বাষ্পাকুল জল---
যদি না পারিলো---
ধরনীতে জল হয়ে --- ঝরিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
চারু-চাতক উড়ে উড়ে ঘুরে
পিপাসা কুল-ব্যাকুল অন্তরে!
যদি না পারিলো ---
সেই বুকফাটা তৃষ্ণায় নাশিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
মেঘের কালোবুক চিরি' চিরি'-
চপলা চমকি-চমকি-মরি'---
যদি না পারিলো ---
অভিসার - পথে --- আলো দেখাতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
বলো! সেই ফুল হয়ে কিবা ফল?
শুধু বুকে ধরি' মধু-পরিমল!
যদি না পারিলো ---
সুখে বুকে ভ্রমরেরে ধরিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
রূপ-রস-সুবাস ছড়ায়ে সুখে-
আমোদে আমোদিয়া আমলোকে-
যদি না পারিলো ---
সমীরণে দুলি' দুলি' দুলিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে।
কি ফল? লোলিত লালিত্যে --- বলো?
যা শুধু লজ্জাতেই লোহিত হলো!
যদি না পারিলো-
বিকশিয়া অনুরাগে রাঙিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
কুণ্ঠার গুণ্ঠন তফাতে ফেলি;
সু-বাঁকা নয়নে নয়ন মেলি;
যদি না পারিলো ---
মন-মোহি' উছলিয়া হাসিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
সেই সু-নয়নে কি ফল --- বলো?
যদি ব্যথায় না সজল-হলো!
যদি না পারিলো---
নয়নে নয়ন রাখি --- কাঁদিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
সেই অ-স্বার্থক প্রেমে কিবা ফল?
পানকরি' সব দুখ-হলাহল---
যদি না পারিলো---
বিরহ জ্বালায় জ্বলি --- কাঁদিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
সেই ভালবাসা --- শুধু অপলাপ!
সহি' সবজ্বালা, তাপ-পরিতাপ---
যদি না পারিলো---
হেসে-হেসে প্রেমাবেশে ভাসিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
প্রেমানন্দে বরি' --- জীবন সাথী,
হয়ে --- সুখে-দুখে সমব্যথী---
যদি না পারিলো ---
মনে-প্রাণে --- তারে সুখী করিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
তারে ভালবেসে, তারে কাছে ডেকে;
সোহাগে ধরিয়া জড়ায়ে বুকে ---
যদি না পারিলো---
বাঁকা ঠোঁটের মাধুরিমা --- চুমিতে!
না পারিলো --- তারে ভালবাসিতে!
এই মর-জীবনে কি লাভ হবে?
দেহ-যৌবন --- সবই বিফলে যাবে!
যদি না পারিলে---
সব দিয়ে ভালবেসে মরিতে!
যদি না পারিলে --- তারে ভালবাসিতে!

দেশে বিদেশে সাড়া জাগানো ডঃ বিপুল সাহার সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের Audiovisual বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ ঃ

E-mail : drbsaha@rediffmail.com
Mobile : +91 90 10761888

আবৃত্তিতে দূরদর্শনের শিল্পী এবং নাটকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালনার পুরষ্কারে সম্মানিত ডঃ বিপুল সাহা August 2014 এ USA আসছেন। ওঁর এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে থাকবে Audiovisual আবৃত্তি, ছড়া, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি। প্রয়োজন বোধে একক নাটক।

উচ্চ প্রশংসিত এই অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন TV Channel থেকে প্রচারিত হয়েছে এবং দেশের বড় বড় শহরে ও Australia, Malaysia প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডঃ সাহা 9th August থেকে 15th August San Fransisco তে থাকবেন। এই সময়ে San Fransisco তে ও পরে অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন।

ক্যালেন্ডারে জীবনলিপি

স্বপ্না রায়

ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো
জানান দেয় নিয়মমাফিক ---
সাড়া দেয় বাসে বাড়ার সাথে
ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন রূপে।
নবজাতকের মুখে ভাত ---
আর জন্মদিনের প্রাদুর্ভাব,
গ্রাজুয়েশন, প্রাক-যৌবনের অঙ্গ
ডানা মেলে মন, যেন মুক্ত-বিহঙ্গ।
যৌবনেতে ডেট-এর দাগ
নেয় ক্যালেন্ডারে মুখ্যভাগ।
এর পরে আসে বিয়ের সারি,
এই ভাগটা লম্বা ভারী।
এর পরে চলে জীবন এলোমেলো পথে
তাল রেখে বহুমুখী চলার সাথে।
পাতায় পাতায় জীবনের গান
কখনো উচ্চগ্রাম, কখনো গুনগান।
তারপর ---
বহু রাস্তা হেঁটে এসে
এক-দুই-তিন-চার-
চার-তিন-দুই-এক
ক্যালেন্ডারের দিনগুলো
চলে সব একে একে ---
কাটিয়ে পিছু-বাঁধন, মোহনার দিকে।
ক্যালেন্ডারে একই জীবনের পাতা
গায় ভিন্ন কথকতা
এক-দুই-তিন-চার-
চার-তিন-দুই-এক....

শরৎ

অরুন্ধতী সরখেল

হালকা নীল মেঘের তলায়
কাশ দরেছে ইমন ---
আর শিবচোখ নিয়ে তুমি বাড়াচ্ছো ডমরু
মাঝে মাঝে পদ্মের বন টলমল করে
তোমার তান্ডবে।
হাতছানি দিয়ে জানালে
আমার জন্য টাঙিয়েছো
শিউলীর শামিয়ানা
আমি শরৎ শিশিরে ভিজলাম ---
আর তোমারই দেওয়া
লাল শাড়ী পরে
পার্বতী না হয়ে পারলাম না।

পুজো স্পেশাল

অরুন্ধতী সরখেল

চটজলদি পায়েস : সুইট কন্ডিমেন্ট সিনামন দেওয়া (Groc Store এ dairy section এ পাওয়া যায়) পাত্রে ঢেলে হাফসেদ্ধ করা বাঁশমতি চাল ৫ minute ফোটালেই সুস্বাদু পায়েস তৈরী।

সাজগোজ : পুজো এগিয়ে এলো বলে। সাজগোজের খবর তো একটু দিতেই হবে। এ বছর জুটনেট, শিফন, ব্রাসো ভেলভেট ও নানারকমের পাথর দিয়ে উজ্জ্বল নিয়ন রঙ বেশ জনপ্রিয়। তাঁর সঙ্গে চোখে পড়বে ভারতীয় মোটিফে তৈরী পালাজো প্যান্ট, লম্বা ড্রেস, লম্বা জ্যাকেট কামিজের সঙ্গে। দুটোর সঙ্গে ঘাড়ের ডানদিকে হালকা খোঁপা ও সামনে লম্বা বিনুনী তাতে নানারকমের চুলের গয়না আর কাফ্ কানের দুল। কৃষ্ণকলি বা চাপা রঙে কোবাল্ট ব্লু, রাণি কালার বা সবুজ eye shadow আর মেরুণ lipstick। Nude অথবা পীচ রঙের লিপস্টিক সব কিছুর সঙ্গে ম্যাচ করে। সিলভার নেলপলিশ এ বছরে বেশ জনপ্রিয়।

মমতার আমলে রেলের সঙ্গে কী বোঝাপড়া, তদন্তে বিশেষ অফিসার সারদা চুক্তির নথি পেল সিবিআই

মমতার আমলে রেল সারদা চুক্তির নথিপত্র এবার সি বি আই-এর হাতে। আই আর সি টি সি এবং সারদার মধ্যে ভারত তীর্থ দর্শন নিয়ে যে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার প্রতিপাদ্য সম্বলিত যাবতীয় কাগজপত্র ইতিমধ্যে সি বি আই নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। এদিন একথা জানিয়েছেন, রেলমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ সিনহা। তিনি বলেন, রেলের পর্যটন সংক্রান্ত প্যাকেজ ট্যুরগুলি আই আর সি টি সি পরিচালনা করে। প্রতিটি প্যাকেজ ট্যুর অথবা ট্যুরিষ্ট ট্রেন পি পি পি মডেলে চালানো হয়ে থাকে। তাই সবসময়ই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রেও সারদার সঙ্গে আই আর সি টি সি'র কী চুক্তি হয়েছিল কিংবা কীসের ভিত্তিতে সারদা ওই বরাত পেয়েছিল, তার সবটাই সি বি আই খতিয়ে দেখছে। আর সেই কারণেই সি বি আই ওই চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নিয়েছে। এ ব্যাপারে এখন রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে পৃথক কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না। আই আর সি টি সির তরফে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তখন রেলমন্ত্রক বিভাগীয় তদন্ত করবে। অন্য কোনও মামলার সূত্রে সি বি আই কিছু কাগজপত্র চেয়েছে, আই আর সি টি সি তা দিয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে সি বি আই ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহা সারদাকাণ্ডের জন্য গঠিত বিশেষ দলের শীর্ষ তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই এবিষয়ে তদন্তের গতি বাড়ানোর বিষয়ে সবুজ সংকেত পান তদন্তকারী অফিসাররা। তারপরেই সি বি আই-এর পক্ষ থেকে রেল এবং আই আর সি টি সি'কে চিঠি পাঠিয়ে তৎকালীন সারদা রেল চুক্তির সমস্ত নথি চেয়ে পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে ওই চুক্তির সময়ে দপ্তরের কোন কোন অফিসার দায়িত্বে ছিলেন, সেবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে। সেই মতো সেই নথিপত্র আই আর সি টি সি'র পক্ষ থেকে সি বি আই'কে পাঠানো হয়। এমনটাই দাবি করেছেন রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও নথিপত্র পাওয়ার বিষয়ে কিছু জানাতে রাজি হননি সি বি আই-এর কোনও অফিসারই। সি বি আই সূত্রের খবর, দিল্লিতে সি বি আই-এর হেড অফিসে আই আর সি টি সি সব নথি জমা দিয়েছে। শীঘ্রই সেগুলি তদন্তকারী অফিসারদের হাতে চলে আসবে। এদিকে, সারদা-রেল চুক্তি নিয়ে এক বিশেষ অফিসারকে গোটা তদন্তের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে সি বি আই ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহার সঙ্গে বৈঠকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো এই চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম মানা হয়নি। এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কতবছর বাজারে কাজ করছে। নূন্যতম তিন বছর, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা বেড়ে পাঁচ বা দশ বছর হয়ে থাকে। তদন্তকারী আধিকারিকরা জেনেছেন, সারদা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস খোলা হয় ২০০৭ সালে। এই চুক্তির ক্ষেত্রে সারদাকে কোন ক্যাটিগরিতে দেখা হয়েছিল তা চুক্তিপত্র দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে সি বি আই। অন্যদিকে রেল দপ্তর সূত্রের খবর, এই ধরনের চুক্তির আগে কমিটির অনুমোদন আবশ্যক। কিন্তু সারদার ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। রেলের এক শীর্ষকর্তার দাবি, চুক্তির আগে টেন্ডার প্রক্রিয়াও এক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। এমনকী, কমিটির সামনে না এনেই সারদার সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে কার প্রভাবে বা চাপে সারদার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল এবং এবিষয়ে রেল দপ্তরের কেউ জড়িত ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে সি বি আই।

(এরপর ১৬ পাতায়)

লোক ঠকাব, তদন্ত হলে বলব চক্রান্ত, এ কী কথা

আমি লোক ঠকাব, প্রতারণার কাজে থাকব, আবার তদন্ত শুরু হলে বলব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, এটা হয় না। রেল-সারদা চুক্তি বিতর্কের জেরে নাম না করে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পদত্যাগী চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। চিটফান্ডে টাকা রেখে সর্বস্বান্ত হওয়া আমানতকারী এবং এজেন্টদের সংগঠন 'চিটফান্ড সাফারার্স ইউনিটি ফোরাম'-এর উদ্যোগে এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই মিছিলের সমর্থনে আয়োজিত প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন অন্যান্যদের মধ্যে অশোকবাবুও হাজির ছিলেন। সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সি বি আই তদন্তে ক্রমে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠজনের নাম উঠে আসছে।

এই চাপ সামাল দিতে শাসক দল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে রাজনৈতিক সংস্থা বলে পাল্টা প্রচারে নেমেছে। তারই প্রেক্ষিতে এদিন প্রাক্তন বিচারপতির মন্তব্য রাজ্য-রাজনীতিতে আলোড়ন তুলবে বলেই সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় সারদার সঙ্গে ভারততীর্থ প্রকল্পে আই আর সি টি সি'র চুক্তি হয়েছিল। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে সি বি আইয়ের হাতে এই তথ্য উঠে আসার পরেই গোটা বিষয়টি বাড়তি মাত্রা পেয়েছে। এতদিন বিরোধীরা সারদাকাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে নানা দাবি করে আসছিলেন। তাঁর আঁকা ছবি সারদকর্তা কোটি কোটি টাকায় কিনেছেন, এমনই অভিযোগ তোলা হয়েছিল বিরোধীদের তরফে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেই অভিযোগে তথ্যনির্ভরতার চাইতে রাজনৈতিক দাবিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, ২০১৩ সালের এপ্রিলে সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁর প্রশাসন এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু ২০১০ সালে মমতা রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে সারদার সঙ্গে রেলের অধীনস্থ সংস্থার চুক্তি হওয়ার খবর চাউর হতেই মুখ্যমন্ত্রীর ওই দাবির বাস্তবতা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই তাঁর ছবি বিক্রি প্রসঙ্গের মোকাবিলায় বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও রেল সারদা চুক্তি বিতর্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে তৃণমূলকে।

এই নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায় নিজের পক্ষে সাফাই দিয়েছেন। তাঁর দলনেত্রী তথা রেলে তাঁর পূর্বসূরির সময়ে হওয়া বিতর্কিত চুক্তি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে তিনি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছেন। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের দাবি, মুকুলবাবুর বক্তব্য মোটেই ভালোভাবে নেননি মমতা স্বয়ং। দলের অন্দরে এই নিয়ে জোরদার চর্চার মধ্যেই এদিন অশোকবাবুর মন্তব্য নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, রেল আমাদের দেশের গর্বের প্রতিষ্ঠান। সেই রেলের সঙ্গেও সারদার নাম যুক্ত করে দেওয়া হল। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এদিন তাঁর নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও, একবারের জন্যও অশোকবাবু তাঁর নাম উচ্চারণ করেননি।

কিছুটা বক্রোক্তির সুরে তিনি বলেন, যিনি নিজেকে সততার প্রতীক বলে দাবি করেন, তাঁর আমলেই রেলের মতো সংস্থাকে সারদার সঙ্গে চুক্তি করতে হয়েছে। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলব, আবার চিটফাণ্ড রাখব, দু'টো একসঙ্গে হতে পারে না। আমি নিশ্চিত, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়

(এরপর ১৯ পাতায়)

কুণালের ধাক্কা সামলাতে লেজেগোবরে তৃণমূল

সারদাকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে তৃণমূল সংসদ সদস্য কুণাল ঘোষ যে দাবি করেছেন, তা খণ্ডন করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তৃণমূলকে। শুধু তাই নয়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সি বি আই তদন্ত

নিয়ে দলের ঘরোয়া বিভ্রান্তি প্রকাশ্যে চলে এল। তাই দলের সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক সম্মেলনের পর দলনেত্রীর নির্দেশে ফের পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এদিকে সি বি আই হেপাজত থেকে থানায় যাওয়ার পথে কুণাল বলেন, সুদীপবাবু, পার্থবাবুরা এত কথা বলছেন, এটা বলে দিলেই তো হত দিল্লির সারদার মিডিয়া শাখার উদ্বোধন করেছিলেন ওঁরাই।

বি জে পির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যে দিন শহরে পা রাখছেন, সেদিনই কুণাল ঘোষ পুলিশের বাধা টপকে সাংবাদিকদের উদ্দেশে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন। এতে জনমানসে প্রভাব পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা তৃণমূলের অন্দরে এতটাই প্রবল হয় যে, এদিন অবস্থা সামাল দিতে ডাক পড়েছিল সুদীপবাবুর। তাঁর দাবি ছিল, ১০ মাস যিনি জেলের অন্তরালে রয়েছেন, তাঁর কথার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আইনি স্বীকৃতি নেই। যেভাবে ওই সংসদ সদস্যের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, তা সংবাদ মাধ্যমের করা উচিত নয় বলেই মনে করেন সুদীপবাবু। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসক দলের বোঝাপড়াতেই এমন কাজ হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন সুদীপবাবু। এই প্রসঙ্গেই তিনি সি বি আইকে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, সি বি আই দুর্নীতির অনুসন্ধান করুক। প্রকৃত দোষীর নামে চার্জশিট দিক। তাঁর কথায়, সি বি আই সম্পর্কে মানুষের মনে ভরসা রয়েছে তা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে সজাগ থাকা উচিত। এই ব্যাপারে বি জে পি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে বলেও এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ধরনা বা সংসদে সরব হওয়ার মতো পথে দল হাঁটতে পারে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূলের এই সংসদীয় নেতা। এক প্রশ্নের জবাবে সুদীপবাবু বলেন, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের দায়ে এখনই তাঁরা সি বি আইকে দায়ী করতে চাইছেন না। বিরোধীরা যখন কুণালসহ তৃণমূলের কর্তাদের নামে সারদা থেকে কোটি কোটি টাকার সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছিল, তখন দলের এক কর্মিসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'কুণাল চোর? মুকুল চোর? আমি চোর?' সেই প্রসঙ্গ তুলে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্য করার কিছুদিনের মধ্যে এমন কী ঘটল যে রাজ্যের গোয়েন্দারা তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন? সুদীপবাবু জবাবে বলেন, তাঁর ধারণা সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সঠিক তথ্য না থাকায় তিনি এমন বলতে পারেন। সুদীপবাবুর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একাধিক নেতা ক্ষুব্ধ হন বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের দাবি, একদিকে সি বি আইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব দেখানো, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য বিভ্রান্তির কথা মেনে নেওয়া, সবটাই আগুনে ঘি দেওয়ার শামিল। সুদীপবাবুর তৈরি বিভ্রান্তি দূর করতে মমতার নির্দেশে ফের তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন পার্থবাবু।

সরাসরি সুদীপবাবুর বিষয় না তুলে, পার্থবাবু বলেন, তদন্তের নামে সি বি আই যে বি জে পির রাজনৈতিক স্বার্থ দেখছে, তা এখন দৃশ্যমান। গত কয়েকদিন আগে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় অভিযোগ করেছিলেন, সি বি আইকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। আমরা যে অভিযোগের কথা বলে আসছিলাম, আজ তা প্রমাণিত। সি বি আইয়ের উদ্দেশ্য আজ অমিত শাহের জনসভায় করা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অনেক বেশি দৃশ্যমান। ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

সেখানেই থেমে থাকেননি তৃণমূলের মহাসচিব। গুজরাতের নেতা অমিত শাহের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদিকেও দাঙ্গায় মানুষ হত্যাকারী বলে দাবি করেছেন পার্থবাবু। কলকাতায় নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ সারদার আমানতকারীদের বিষয়ে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। পার্থবাবু তাঁর জবাবে বলেন, চিটফান্ডগুলির বাড়বাড়ন্তের সময় কংগ্রেস এবং বিজেপি ক্ষমতায় ছিল কেন্দ্রে। তাই তাদেরই জবাব দিতে হবে। বি জে পিকে তাঁর হুঁশিয়ারি, বাংলায় আগুন নিয়ে খেলবেন না। এত কথার পরেও কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগই দেননি পার্থবাবু।

মমতার আমলে রেলের সঙ্গে কী বোঝাপড়া

(১৫ পাতার পর)

এদিকে, এই কাণ্ডে সারদা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের বেশ কয়েকজন কর্মীকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সি বি আই। তারা জেনেছে, সারদার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের গোটা ব্যবসাটি দেখতেন দেবযানী। তাঁদের মাধ্যমেই সি বি আই আরও জেনেছে, এই চুক্তিকে হাতিয়ার করে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাজার থেকে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা তুলেছিল সারদা।

এই টাকার খুব সামান্য অংশই ফেরত দেওয়া হয়েছে আমানতকারীদের। অথচ সারদার খাতায় দেখানো হয়েছে, এই টাকা মেটানো হয়েছে সারদা রিয়েলটি ও সারদা কনস্ট্রাকশন থেকে। যার জন্য সেখান থেকে যথাক্রমে ১৪ কোটি ও ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। কেন এই লেনদেন? সেবিষয়ে এখন সারদার অডিট রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআই।

ফের পরিবর্তনের ডাক অমিত শাহের

সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে এবার চড়া সুরে আক্রমণ করলেন বি জে পি'র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বউবাজারে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সামনে দলের এক প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি বলেন, দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বিরোধী নেত্রী থাকার সময় সিঙ্গুরের কৃষকদের স্বার্থে ধর্মতলায় প্রায় একমাস অনশন করলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সারদাকাণ্ডে সর্বস্বান্তদের জন্য তাঁকে কিছুই করতে দেখা যাচ্ছে না। কারণ এই দুর্নীতিতে তাঁর চালাচামুণ্ডারা জড়িত। তাঁর হুঁশিয়ারি, বাংলায় ইতিমধ্যেই উলটপুরাণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই কেলেঙ্কারি সামনে চলে আসার পরও রাজ্যে কেন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকবে, সেই প্রশ্নও মানুষের মনে উঠতে শুরু করেছে বলে তাঁর দাবি। এই সূত্রেই রাজ্যে ফের পরিবর্তনের ডাক দেন বি জে পি'র সর্বভারতীয় সভাপতি।

চৌরঙ্গি কেন্দ্রের অন্তর্গত বউবাজারের দলীয় সমাবেশ কার্যত এই আসনের বি জে পি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারির সমর্থনে প্রচারসভায় পরিণত হয়। এই সমাবেশেই সারদা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির রাজ্যে প্রকৃত পরিবর্তনের ডাক দেওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন অমিত শাহ বলেন, সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় কৃষকদের স্বার্থে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ধর্মতলায় অনশন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তখন সারদা দুর্নীতির জেরে বাংলার প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এর জন্য তো দিদি অনশন করছেন না! রাস্তাতেও নামছেন না! আমরা জানি, দিদি কোনওমতেই এগুলি করতে পারবেন না। কারণ সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে পার্টির নেতারা জড়িয়ে আছেন, দিদির চালাচামুণ্ডারা জড়িয়ে আছে। আমাদের আন্দোলন করা নিয়ে কোনও ভয় নেই, কারণ বি জে পি'র কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত নন। এরপরই জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, সারদার টাকা কে খেয়েছে? জনতা সমস্বরে জবাব দেয়, মমতা। অমিত শাহ প্রশ্ন ছোঁড়েন, তাহলে দিদির নেতৃত্বে কি রাজ্যে প্রকৃত পরিবর্তন হতে পারে? জনতার ঝটিতি জবাব, না। সি পি এম এবং তৃণমূলকে পরস্পরের 'মাসতুতো ভাই-বোন' বলেও কটাক্ষ করেছেন বি জে পির এই শীর্ষ নেতা।

তবে শুধু এই সমাবেশেই নয়, বি জে পি'র রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষ দিনে অংশ নিয়েও সারদা-ইস্যুতে সরব হন অমিত শাহ। রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তো বটেই, সভার সমাপ্তি ভাষণেও তিনি সারদা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। দলীয় সূত্রের খবর, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সারদা নিয়ে তাঁর আক্রমণের ভাষা ছিল আরও চাঁচাছোলা। সেখানে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সারদা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সি বি আই যেভাবে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে, তাতে আখেরে এই রাজ্যে বি জে পি'রই লাভ হবে। রাজ্য কমিটির সভায় তাঁর কটাক্ষ, লোকসভা নির্বাচনের আগে যে দড়ি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন, তা এখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য রেখে দিয়েছি। দলের এক রাজ্য নেতা বলেন, এক্ষেত্রে অমিতজি কুণাল ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে টেনে আনেন। অমিতজি বলেন, কুণাল ঘোষের দাবি মতো দিদি যদি সত্যিই সারদা থেকে সরাসরি লাভের ফসল ঘরে তোলেন, তাহলে তিনিও পার পাবেন না। আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে রাজ্য কমিটির বৈঠকে অমিত শাহ দাবি করেছেন। উপনির্বাচন এবং অবশ্যই আগামী পুরভোট ও বিধানসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচারে সারদাকে ব্যবহার করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন নেতা-কর্মীদের। এদিনের প্রকাশ্য সমাবেশে সারদার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেছেন বি জে পি সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যবাসীর স্বার্থের কথা চিন্তা না করে মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশ নিয়ে উদাসীন রয়েছেন। তাঁর আমলে রাজ্যে অনুপ্রবেশের হার পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, তোষণের রাজনীতি করে সুশাসন ফেরানো যায় না। আপনি তা না আনতে পারলে বি জে পি'কে রাস্তা ছেড়ে দিন। দল তা ফিরিয়ে আনবে। পথ খালি করে দিন। নাহলে ২০১৬ সালে মানুষ নিজেই রাস্তা তৈরি করে নেবে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, আপনারা বাংলায় সি পি এম, তৃণমূল এবং কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়েছেন। এবার বি জে পি'কে একটি সুযোগ দিন। পরিবর্তনের ধ্বজা ওড়ান। চৌরঙ্গি দিয়েই তা শুরু করুন। এমন ঝটকা দিন, যাতে সোজা মহাকরণে গিয়ে সেই ধাক্কা লাগে।

কাশ্মীরের বন্যা আরও ভয়াবহ, জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা মোদির

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিকে 'জাতীয় পর্যায়ের বিপর্যয়' ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভূস্বর্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে 'ডুবন্ত' কাশ্মীরকে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার আশ্বাস দেন। বন্যা কবলিত কাশ্মীরে পুনর্বাসন ও ত্রাণের জন্য সবরকম সহায়তা করা হবে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিস্থিতিতে দেশবাসী উপত্যকাবাসীর পাশে রয়েছে। তাঁদের দুর্দশার ভাগীদার হতে আমি এখানে এসেছি। তিনি দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে তাদের সাধ্যমতো কাশ্মীরে ত্রাণ পাঠানোর আবেদন করেন। রাজ্যের বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি তুলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ।

উপত্যকার বন্যা পরিস্থিতি সচক্ষে দেখতে শ্রীনগরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি তিনি পরিদর্শনে যান। উপত্যকায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং অন্যান্য সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে মোদি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একগুচ্ছ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ এবং আহতের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন। এক লক্ষ কম্বল কেনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পাঁচ কোটি টাকা, পাঁচ হাজারটি তাঁবু এবং ৫০ টন গুঁড়ো দুধ পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে যাঁরা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন তাঁদের জন্য ২ হাজার সোলার ল্যাম্প দেওয়া হবে। মোদি জানান, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। ভেঙে পড়া ব্রিজও দ্রুততার সঙ্গে মেরামত করা হচ্ছে। বন্যার তোড়ে ভেসে যাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজগুলি যাতে দ্রুত সারিয়ে তোলা যায় সেজন্য সেনাবাহিনীর প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বিশেষ নজর দিতে বলেন। তিনি বন্যায় আটকদের উদ্ধারে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র থেকে নৌকা পাঠানো হচ্ছে বলে জানান। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, যাঁরা গৃহহীন হয়ে খোলা আকাশের নীচে বাস করছেন তাঁদের আগে তাঁবুর ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাধীনতার পর উপত্যকায় সব থেকে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জম্মু ও কাশ্মীর সফরে আসেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠক করে যাবতীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়ে যান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওইদিন দিল্লি ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ভূস্বর্গে বন্যায় ১৫০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের তৎপরতায় দ্রুততার সঙ্গে চলছে উদ্ধার। এদিন উধমপুর জেলায় ধস নামায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলার পাঞ্চারি গ্রামে ধস নামে। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার জেরে ধস নামার ফলে বহু মানুষ সেখানে আটকে পড়ে রয়েছে। এন ডি আর এফ এবং পুলিশ তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। উধমপুরে হড়কা বানে প্রায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ডোডা, পুঞ্চ, রাজৌরি কাটুয়া জেলা ও জম্মু অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ এখনও গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। রাজধানী শ্রীনগরও এখন জলের তলায়। লালচক ও রাজ্যের বিধানসভার মতো অভিজাত এলাকা এখন হাঁটু সমান জলের নীচে। পর্যটকদের ঘোরার প্রিয় জায়গা ডাল লেকের জল এখন বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাস্তার সঙ্গে লেকের জল মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। রাজ্য প্রশাসন এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের বন্যা কবলিত স্থানগুলিতে যেতে নিষেধ করেছে। জম্মু ও শ্রীনগর রাস্তায় ব্যাপক ধস নেমেছে। ফলে ৩০০ কিলোমিটার রাস্তায় আপাতত যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিগত চারদিন ধরে জম্মু ও শ্রীনগরসহ রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরও বেশি করে ত্রাণ ও নৌকা পাঠানোর অনুরোধ করেন। একইসঙ্গে যে সমস্ত স্থানে উদ্ধারকারী দল পৌঁছাতে পারেনি সেখানে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে তাঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী ও বায়ুসেনা সাড়ে ১২ হাজারের উপর বানভাসি মানুষকে উদ্ধার করেছে। কিছু স্থানে বাড়ির ছাদের উপর হেলিকপ্টার নামিয়ে দুর্গতদের উদ্ধার করা হচ্ছে।

বন্যা মোকাবিলা এবং উদ্ধার অভিযানকে সেনাবাহিনী অপারেশন মেঘ রাহাত (জম্মু) এবং অপারেশন সহায়তা (জম্মু ও কাশ্মীর) নামে অভিহিত করেছে। বায়ুসেনার ২১টি উদ্ধারকারী এবং কপ্টার উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বায়ুসেনার নর্দান কম্যান্ডের জনসংযোগ আধিকারিক এস ডি গোস্বামী বলেন, উত্তরাঞ্চলের বায়ুসেনার সবকটি ঘাঁটিকে বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারকে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বায়ুসেনার তরফে হাজারেরও বেশি মানুষকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে।

অমিতের সিলেবাসে অগ্নিপরীক্ষা রাহুলদের

রাজ্য নেতাদের দশ দিনের মধ্যে এক লক্ষ দেওয়াল লেখার হোমটাস্ক সভাপতির

বিশ্বজিৎ বসু

'মিশন ২০১৬' সফল করতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যে সিলেবাস ছকে দিয়েছেন, তা দেখে চোখ চড়কগাছ দলের রাজ্য শাখার কর্তাদের। বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠক তিনি কয়েক দফা হোমটাস্ক দিয়ে নেতাদের পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'সময় বেঁধে কাজ করুন। দলের সংগঠন বৃদ্ধির জন্য বুথস্তর থেকে কর্মী তৈরি করুন। শুধু শাসকদলের 'সন্ত্রাস চলছে' বলে নাকি কান্না কাঁদলে চলবে না। দরকারে পাল্টা প্রতিরোধ করতে হবে। আর কথায় কথায় তৃণমূলের সন্ত্রাস মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিংবা সরকারের হস্তক্ষেপ চাই বলে দিল্লিতে দরবার করা বন্ধ করুন। যা করার, নিজেরা বুদ্ধি খাটিয়ে করুন।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'হয় কাজ করুন, নতুবা সরে পড়ুন। নতুনদের জায়গা করে দিন।' সব শেষে জাতীয় সভাপতি বলে দিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে সিঙ্গুর আন্দোলন করে ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করেছেন, রাজ্য বিজেপিকেও ঠিক সে ভাবে সারদা কেলেঙ্কারিকে ইস্যু করে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে ক্ষমতা দখলের কথা মাথায় রাখতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সারদা ইস্যুতেই নাজেহাল করে তুলতে হবে।'

দলের জাতীয় সভাপতির সিলিবাস দেখে কাঁপুনি ধরেছে বঙ্গ বিজেপির। লোকসভা ভোটে তাদের ভোট বেড়েছে ঠিকই, দুটি আসনও পেয়েছে তারা। কিন্তু এখনও রাজ্যে বিজেপির সংগঠন তেমন মজবুত হয়নি। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই অমিত শাহ রাজ্য কমিটির বৈঠকে বলেছেন, 'যে ভাবেই হোক, সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে কাজের কিছু হবে না। আমি উত্তরপ্রদেশে এ ভাবেই সংগঠন গড়ে তুলেছি এবং গত লোকসভা ভোটে তার ফলও পেয়েছি।'

কী সেই সিলেবাস? অমিত শাহ নির্দেশ দিয়েছেন, দশ দিনের মধ্যে সারা রাজ্যে এক লক্ষ দেওয়াল লিখতে হবে। ১২ তারিখ থেকেই তা প্রাথমিক ভাবে শুরু করতে হবে। তবে উপনির্বাচন এবং তার ফলপ্রকাশের জন্য কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে যেনতেনপ্রকারে দশ দিনের মধ্যে ওই এক লক্ষ দেওয়াল লিখতেই হবে।

অত দেওয়াল পাওয়া যাবে কোথায়? তা ছাড়া দেওয়াল লিখতে গেলেই তো শাসক তৃণমূল বাধা দেবে, মারধর করবে। এ ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে আন্দাজ করেই অমিত শাহ বলেন, 'কেউ কেউ এ ব্যাপারে নানা সমস্যার কথা তুলতে পারেন। আমি বলছি, অনেক হয়েছে। তৃণমূল মারবে বলে মায়াকান্না কেঁদে লাভ নেই। দরকারে পাল্টা প্রতিরোধ করতে হবে। জোর করে দেওয়াল দখল করে লিখতে হবে। শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তো থাকবেই। বাম আমলেও ছিল। তার জন্য ঘরে বসে থাকলে চলবে না। আর কথায় কথায় দিল্লিতে নালিশ জানাতে যাওয়া চলবে না। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল, কেন্দ্রীয় বাহিনী কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ভুলে যান। নিজেরা নিজেদের মতো করে লড়াইয়ের পথ বাতলে নেবেন। দিল্লি যা করার, করবে। শুধু দিল্লির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।'

অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করে দেওয়া হবে। প্রতি দশটি বুথপিছু এক জন করে দলীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হবে। তাঁর মোবাইল নম্বর রাজ্য দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে থাকবে। ওই পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দলের নিচুতলার সদস্য-সমর্থকরা যোগাযোগ করতে পারবেন। তিনি নিয়মিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রিপোর্ট দেবেন। রাজ্য কমিটির বৈঠকে সভাপতি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটের হার বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বটে। কিন্তু তিনি বলেছেন, 'ওই ভোটের হার আরও বাড়াতে হবে। আর তার জন্য চাই মজবুত সংগঠন। আগামী বছর কলকাতা পুরসভা এবং পরের বছর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে এই মুহূর্ত থেকে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে কোনও শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না।'

রাজ্য বিজেপির অন্দরের খবর, জাতীয় সভাপতি যে ভাষায় প্রয়োজনে নেতৃত্ব বদলেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কার ঘাড়ে কখন কোপ পড়বে, তা নিয়ে চিন্তিত দলের রাজ্য নেতারা।

'সবার জন্য বাড়ি' প্রকল্পে রাজ্যের পরিকল্পনা জানতে চেয়ে মমতাকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্র

সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা : সবার জন্য বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা রচনা করে তা দিল্লীতে পাঠাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য বাড়ি বানানোই কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। সে কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে একটি ব্লুপ্রিন্ট পাঠানো হোক। এ ব্যাপারে জাতীয় নীতি তৈরি করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সঙ্গে সব রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীদের দিল্লীতে বৈঠক ডেকেছেন বেঙ্কাইয়া নাইডু। সেই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি।

ওই বৈঠকে যেতে পারেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই তিনি ১০টি স্মার্ট সিটি তৈরি এবং 'হাউসিং' ফর অল বাই ২০২২ প্রকল্পের জন্য একটি ব্লু প্রিন্ট পেশ করবেন। সেই ব্লু প্রিন্ট করার জন্য পুর দপ্তরের অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। তবে রাজ্যে কোথায় কোথায় স্মার্ট সিটি করা দরকার, তারও একটি পরিকল্পনা সেই বৈঠকে তুলে ধরতে চান পুরমন্ত্রী। রাজ্য সরকার নিউটাউন, কল্যাণী, রঘুনাথপুর, জয়গাঁ, বোলপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি ১০টি শহরকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরিত করতে চায়।

তিনদিন মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা ফিনান্সিয়াল হাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুরমন্ত্রী। সেই বৈঠকে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নিউটাউন সম্পর্কে চিত্র তুলে ধরা হয়। রাজ্যে যে বিনিয়োগের পরিবেশ রয়েছে, তাও বোঝানোর চেষ্টা করেন পুরমন্ত্রী। শুধু বৈঠকই নয়, নরিম্যান পয়েন্টে জীবনবিমা, জি আই সি, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, দেনা ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের দপ্তরে গিয়ে গিয়ে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান পুরমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন হিডকো'র চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন। কার্যত মার্কেটিং এজেন্টের মতোই তাঁরা অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর্থিক সংস্থার ডিরেক্টরদের হাতে ফিনান্সিয়াল হাবের ব্রোশিওর, সিডি তুলে দিয়েছেন। তবে প্রত্যেকেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহী বলে আশাবাদী পুরমন্ত্রী।

মুম্বইয়ের পর চেন্নাইয়ে যাবেন পুরমন্ত্রী। আগামী ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্কগুলির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তাঁরা। সেখানেও একইভাবে নিউটাউনে সেন্ট্রাল বিজনেস

এরপর ১৯ পাতায়

সীমারেখা অতিক্রম করা হচ্ছে, সাবধান ঃ মমতা

কলকাতা গত কয়েকদিন ধরেই রেল-সারদা চুক্তি নিয়ে রাজ্য তোলপাড় চলছে। তারই মধ্যে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মুকুল রায়ের মন্তব্যে আরও জলঘোলা হয়। মুকুলবাবু কী বলেছেন, তার ভিডিও ফুটেজ পাহাড়ে বসেই দেখেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়ে থাকার সময় বা কলকাতায় ফিরে এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চকেই পাল্টা আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেন মমতা। তাঁর লক্ষ্য ছিল সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম। তাঁর হুঁশিয়ারি, সীমারেখা অতিক্রম করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।

বক্তৃতা শুরুর কিছুক্ষণ পরেই সারদা কেলেঙ্কারি সম্পর্কে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, কিছু লোক চরিত্র হনন করে বেড়াচ্ছে। আগে দেখুন চুরি হয়েছে কি না। কাকে কান নিয়ে চলে গিয়েছে বলে খবর করে দিচ্ছে। বিচার করছে না, কার সম্পর্কে বলছি, কী বলছি, কী নিয়ে বলছি। এসব ভাবুন আগে। অন্যায় করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা গরিব পার্টি হতে পারি, কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না। আমরা সোনার চামচ নিয়ে জন্মাইনি। স্প্যানিশ ইংলিশ বলতে পারি না। আমরা কুৎসা করতে পারি না। সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম কুৎসা করে বেড়াচ্ছে। কুৎসায় কান না দেওয়ার জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাম না করে দল থেকে সাসপেন্ড হওয়া সংসদ সদস্য কুণাল ঘোষের দিকে ইঙ্গিত করে মমতা বলেন, একটা পচা আম ছিল, আমরা বাদ দিয়েছি। তাই বলে সবাই পচা আম, তা ভাবা ঠিক নয়। পচনশীলতা রুখতে হবে। একটা-দুটো ছোট ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সরকার ব্যবস্থা নেয়। তাই বলে সবাইকে দোষী করা ঠিক নয়। কে স্বীকৃতি দিল আর কে স্বীকৃতি দিল না, তা বিচার করে আমরা কাজ করি না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু মাথা উঁচু করে বাঁচি। বাংলার মানুষ আমাদের জানে। আমাদের জ্ঞান দেবেন না। আমাদের জ্ঞান দেওয়ার আগে নিজেরাও জ্ঞান নেবেন। আমরা চাই সমালোচনা হোক গঠনমূলক। ধ্বংসাত্মক নয়। নেতাজি-বিবেকানন্দের ত্যাগ-উপলব্ধি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। আমি চাই, ছাত্রছাত্রীরাও তাই শিখুক। সিঙ্গাপুরে শুনে এলাম, আপনারা এত কাজ করছেন, তবু এত কুৎসা হচ্ছে!

সারদাকাণ্ডে পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রের নাম নিয়ে প্রবল জল্পনা শুরু হতেই তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউটাউনে একটি অনুষ্ঠানে মদনবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি হলেও কথা বলেননি দলনেত্রী। এদিনও শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মদনবাবুর নাম কার্ডে থাকলেও তাঁকে দেখা যায়নি। শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কার্ডে নাম থাকলেও বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেওয়া বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম না থাকায় অনুষ্ঠানে থাকছেন না শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড। তাঁরাই সমাজ তৈরি করেন। শিক্ষা আনে সভ্যতা। সভ্যতা আনে চেতনা। চেতনা আনে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে হবে। তাঁর ঘোষণা, আজ থেকে বাঁকুড়া ও ডায়মন্ডহারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল।

মুখ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝান, বাম আমলের চেয়ে অনেক বেশি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, একটি কলেজে গোলমাল হলে তা বড় করে সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়। একটা খারাপ ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। শুধু নেই নেই বলে প্রচার করা হচ্ছে। আমি চাই, সবাই গঠনমূলক হোন। আমার বিশ্বাস, হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়। রাজ্যে বেশ বি এড কলেজ আছে। আমরা চাইছি, সবাইকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে। এর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ফর টিচার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরি করা হল। ২০১৫-১৬ সাল থেকে তা কাজ শুরু করবে। যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেননি, তাঁদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, আমরা যেন ভালোটা গ্রহণ করি। খারাপটা বর্জন করি। এই ছাত্ররা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। এরাই কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। আমরা এখন শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। আগামী বছর আমরা যেন প্রথম স্থানে পৌঁছাতে পারি।

হাততালি আদায়ে তিনি দক্ষ, বোঝালেন মোদি

সমৃদ্ধ দত্ত, নয়াদিল্লী ঃ যে কোনও রাজনৈতিক দল থেকে কী পেতে পছন্দ করেন? এককথায় উত্তর, হাততালি। দেশের কোন রাজনৈতিক আপাতত হাততালি আদায়ের চ্যাম্পিয়ান? নরেন্দ্র মোদি। দেশের কোন ব্যক্তি মোক্ষম বুঝে ফেলেছেন সিংহভাগ নতুন প্রজন্মের পালস? নরেন্দ্র মোদি। কোন বক্তা দীর্ঘমেয়াদে যে বক্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম, তার থেকেও বেশি গুরুত্ব দেন পাবলিক কী শুনতে চায় তার উপর? এবং সেটাই বলেন? নরেন্দ্র মোদি। এই মুহূর্তের সেরা ক্রাউড পুলার কে? নরেন্দ্র মোদি। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? শিক্ষক দিবসে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাড়ে ১২ হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার ২ ঘণ্টার মেগা শো সুপারহিট।

ভারতবাসীর জনাদেশ তাঁর পাওয়া হয়ে গিয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। তাঁদের নিয়ে চিন্তা নেই। এবার আগামী প্রজন্মের কাছে ইমেজ বিল্ডিংয়ের প্রথম পদক্ষেপের অভিনব পন্থাটিও অন্তত দৃশ্যত তুমুল সফল। একটিও রাজনীতির কথা বলেননি। একটিও বিতর্কিত মন্তব্য নয়। একটিও কৌশলী প্রশ্ন কোনও ছাত্রছাত্রী করেনি। একটিও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার মতো চিত্রনাট্যই ছিল না। দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের মানেকশ সেন্টারে আয়োজিত হয়েছিল এক হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই আলাপচারিতার অনুষ্ঠান। আর গোটা দেশের সমস্ত স্কুলকে ওই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ফতোয়াও দেওয়া হয়েছিল। গত সাতদিন ধরে ভারত সরকারের প্রধান কর্মসূচি তথা উদ্বেগ ছিল স্কুলে স্কুলে টিভি, জেনারেটর এবং কম্পিউটার পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা। যাতে কোনও প্রতিকূলতাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করতে না পারে। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর মতো কয়েকটি রাজ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছিল এই ফতোয়া তারা মানছে না। সুতরাং ওই অনুষ্ঠান দেখানো হবে না। মানেকশ সেন্টার থেকে লাইভ টেলিকাস্টে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীরা অডিও ভিস্যুয়াল ব্যবস্থায় যাবতীয় প্রীতিকর প্রশ্নই করে গিয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রী অবিচল স্নিগ্ধতায় তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি (যাকে বলা হয় হাতের সাবজেক্ট) নিয়ে এক মনোরম আলোচনাসভায় মন জিতে নিয়েছেন আগামী ভোটারদের। প্রশ্ন উঠছে সবটাই কি চিত্রনাট্যের অঙ্গ? কারণ যে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেই শুধু স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটি আস্ত মন্ত্রক চালু করেছেন, তাঁকে আজ বেছে বেছে একাধিক ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন করেছে, স্যার, স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? কিন্তু এই সব বিতর্ককে ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি উঠে আসছে তা হল কেমন টিচার নরেন্দ্র মোদি? মোদি স্যারের ক্লাস ঠিক কেমন হল? এককথায় বাগ্মিতায় তিনি যে এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা আর একবার প্রমাণ হল? নিজের স্কুল ভাদনগর প্রাইমারি কিংবা দিল্লি, মুম্বইয়ের অভিজাত পাবলিক স্কুলের আধুনিক সমাজের ছেলেমেয়েদের কখনও হালকা চালে, কখনও গল্প বলে কখনও পাল্টা প্রশ্ন করে রীতিমতো আড্ডায় জমিয়ে রাখলেন মোদি। মূল্যবোধ, দায়িত্ব আর বিবেক। সিলেবাসের বাইরে থাকা এই তিনটি সাবজেক্টকে বেছে নিয়ে মোদি বুঝিয়ে দিলেন তিনি শুধু যে আগামী প্রজন্মকে চেনেন তাই নয়, অভিভাবকদের মনের কথা উপলব্ধি করে ফেলেছেন।

মিশরে মুণ্ডচ্ছেদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আইএসআইএস

ইরাক সিরিয়ার পরে এ বার মিশরের প্রধান জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলাল আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া)।

সূত্রের খবর, আনসার বায়াত আল-মাকদিস নামে মিশরে সর্ববৃহৎ জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যদের 'যুদ্ধ-জয়ের' প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আইএসআইএস। গত এক বছরে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি মিশরের শতাধিক সেনাকে হত্যা করেছে আনসার বায়াত আল-মাকদিসের জঙ্গিরা। ওই জঙ্গি সংগঠনের এক কম্যান্ডারের কথায়, "আইএসআইএস আমাদের শেখাচ্ছে কী করে কাজ করতে হয়। ইন্টারনেটেই আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।"

আনসার বায়াত আল-মাকদিসের আর এক সদস্য বলেন, "ওরা (আইএসআইএস) অস্ত্র বা সেনা ধার দিচ্ছে না। তারা শুধু আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পাঁচ জন করে জঙ্গিকে নিয়ে কী ভাবে সিক্রেট সেল তৈরি করতে হয়, কী ভাবে সংগঠন জোরদার করতে হয়, সেনাদের কী ভাবে আচমকা আক্রমণ করতে হয়।" ওই জঙ্গির মতে, আইএসআইএস তাদের শিখিয়েছে সাধারণ মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ কতটা অব্যর্থ। বুঝিয়েছে, জনসমক্ষে কারও মাথা কেটে ফেললে বা সেই ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিলে কত তাড়াতাড়ি মানুষ ভয় পেয়ে যায়। শিক্ষক জঙ্গিগোষ্ঠীর দেখানো পথে হেঁটে যে সাফল্য মিলতে শুরু করেছে তা-ও জাহির করেছেন ওই আনসার সদস্য। জানিয়েছেন,

(এরপর ১৯ পাতায়)

আয়ুর্বেদকে গুরুত্ব

(৩ পাতার পর)

পাওয়ার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদকেও যাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, আলোচনা চলছে সে নিয়েও। বেশ কিছু বিমা সংস্থা এ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে সম্মত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর।

হর্ষ বর্ধনের বক্তব্য, আয়ুর্বেদকে গুরুত্ব না দিলে এ দেশে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য নীতি' বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। আর তাই অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর নামের সঙ্গেও শীঘ্রই আয়ুর্বেদ শব্দটা যুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান। যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্তে চিকিৎসক মহলের একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, নিজে এক জন অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটা কী ভাবে করছেন? আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রসারে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়ে এইমস-এর এক কর্তা বলেন, "এইমস এ আয়ুর্বেদ নিয়ে আলাদা কেন্দ্র হোক। এ নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু নামের সঙ্গে আয়ুর্বেদ জুড়লে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হবে।"

একই কথা বলেছে চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-ও। মশাবাহিত রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ সেরা মাধ্যম বলে হর্ষ বর্ধন যে মন্তব্যটি করেছেন, সে প্রসঙ্গে আইএমএ-এর এক শীর্ষ কর্তা বলেন, "উনি নিজে এক সময় আইএমএ-র সভাপতি ছিলেন। তাঁর মুখে এই কথা মানায় না।" বিষয়টি নিয়ে তাঁরা শীঘ্রই হর্ষ বর্ধনকে চিঠি দেবেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্তা। পরে ও বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন অধিকর্তা অমিতাভ নন্দী বলেন, "এক জন চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি যে আয়ুর্বেদে কী ভাবে এর চিকিৎসা সম্ভব, তার কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।"

এর আগে কংগ্রেস সরকারও অবশ্য আয়ুর্বেদের প্রসারে কম গুরুত্ব দেয়নি। এক সময় সব রাজ্যে 'আয়ুষের' পৃথক বিভাগ খোলার নির্দেশ দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। সেই নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গে শুধু বিভাগ নয়, আয়ুষের ভার সামলানোর জন্য পৃথক প্রতিমন্ত্রীও আছেন। তবে বিজেপি আমলে আয়ুর্বেদের প্রচার ঘিরে চিকিৎসার গৈরিকীকরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিরোধীরা। কিছু দিন আগে রামদেবের আশ্রমে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে প্রচার করে বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন হর্ষ বর্ধন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ও গবেষণায় জোর না দিয়ে শুধু বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারে অর্থ ও লোকবল ব্যয় করে বিজেপি দেশকে ক্রমশ পেছনের দিকে ঠেলছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

হর্ষ বর্ধন অবশ্য জানিয়েছেন, সমালোচনাকে তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই দেশ জুড়ে ১২ হাজার আয়ুর্বেদিক ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে। তৈরি হচ্ছে বেশ কিছু আয়ুর্বেদিক গবেষণাগারও। মন্ত্রীর বক্তব্য, দেশ থেকে প্রতি বছর কয় কোটি টাকার ভেষজ পাচার হয়ে যায়। আর বিদেশে সেই ভেষজ ব্যবহার করে তৈরি হয় ওষুধ। এ বার সেই পাচারও রুখতে সচেষ্ট হচ্ছে কেন্দ্র।

Those who have Medicaid or any sort of public assistance will get free Air conditioner and about $ 500 cash assistance for paying off gas and electric bills Contact : HOPE USA. A non -profit organization.
Partha 718 727 5762
Phillip 3475487937.

OVERNIGHT CHANGE OF PSYCHE OF INDIANS IN USA

Pabitra Chaudhuri

Over the last six decades New York has seen annual visits to United Nations by Prime Ministers or Presidents of 190 countries including India. They come and go.

Manmohan Singh and Sonia Gandhi made so many visits to USA during last ten years but how many of the Indian-Americans even cared to know that. Sometimes they spoke in meetings. In such meetings hardly couple of hundreds attended. Majority of the people felt not connected to India's political leaders.

Total change overnight. PM Narendra Modi is coming.

That is the talk of the community.

A Public Meeting is organized by the Indian American community for PM's speech in Madison Square Garden in New York on Sep 28 .It holds 20,000 reserved seats.

The unprecedented Registration filled the Arena in days. Double the number sought the tickets.

Such a scenario occurred first time in history of Indian Americans in USA. A large number of people are disgruntled for not getting a seat to listen to PM.. It happened that a family of three got only one ticket.

The organizers are receiving frantic pleas for a ticket.

Absurd ! Unbelievable !! Yet True.

It is a miracle.

Narendra Modi

NEW YORK: Indian-Americans from across the US would be attending the public reception in honour of Prime Minister Narendra Modi here on September 28, organizers of the event said.

The recently-formed Indian-American Community Foundation (IACF), with support of more than 400 community organisations, is hosting the event at the Madison Square Garden in New York, which is expected to be attended by nearly 20,000 people.

"The phenomenal response to this event suggests that this is an important moment for the Indian diaspora," Anand Shah, IACF spokesperson, told PTI.

"This will be the largest gathering in history to hear an Indian Prime Minister speak in America, the sheer diversity of people coming to Madison Square Garden indicates that the Indian American community sees significant promise in his leadership; and an opportunity for a stronger relationship between the world's oldest and largest democracies," he said.

Nearly 30,000 people had registered for the event.

The final list of attendees was decided by lottery. More than two-third of Indian-Americans attending the function would be from New York and New Jersey, IACF said.

As a result, the local public transportation system are running their busy weekday schedule, instead of the weekend schedule, of buses and trains, so as to cater to the rush of the thousands of people coming to listen to Modi.

Indian-Americans from several other states like Illinois, California, Texas, Georgia and Florida too are flying to New York for the big event, IACF said.

Quite a number of people from Canada as well would be joining the event, it said.

In fact, Modi's reception would have representation from as many as 46 of 50 American states and one US territory.

The Indian diaspora community from five Canadian provinces would be attending the event, organisers of the event said, adding that a number of people are also coming from India.

Over one-third of the attendees would be females, reflecting his popularity among the women.

মিশরে মুণ্ডচ্ছেদের প্রশিক্ষণ

(১৮ পাতার পর)

সম্প্রতি মিশরেরই চার ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করেছে তারা। মিশরে এমন প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড এই প্রথম। হতদের অপরাধ, ইজরায়েল গাজা সংঘর্ষে ইজরায়েলের পক্ষ নিয়েছিল তারা। মৃতদের কাটা মাথা সাজিয়ে রাখায় 'কাজও' হয়েছে বলে জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, ''সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে, আমাদের কথা না মানলে এই পরিণতি হবে তাদেরও।''

পশ্চিম এশিয়ায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছে আইএসআইএস। সিরিয়ার রাকায় নিজেদের পতাকা উড়িয়ে তাকে 'রাজধানী' ঘোষণাও করেছে। তবে মার্কিন বিমান হামলায় খানিকটা হলেও পিছু হটতে বাধ্য হয় জঙ্গিরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসলামিক স্টেটের প্রস্তাবিত মানচিত্র সম্পূর্ণ করতেই এ বার মিশরের দিকে হাত বাড়াতে চাইছে তারা।

প্রসঙ্গত, সিরিয়া ও ইরাকের মতো পড়শি দেশগুলিতে জঙ্গি-দৌরাত্ম্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয় মিশর প্রশাসনও। জঙ্গি গতিবিধি দৃঢ় হওয়ার পর সীমান্ত পার হয়ে মিশরের মাটিতে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা চালায় সিরিয়ার বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীও। ইতিমধ্যেই জঙ্গি দমন নিয়ে সতর্ক হয়েছে মিশর প্রশাসনও। দেশের গোয়েন্দাদের কাছে এই খবর পাওয়ার পরেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তাঁর কথায়, ''সন্দেহ হওয়াতেই আমরা গ্রেফতার করছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আত্মঘাতী হামলার ছক কষে শহরে আসে জঙ্গিরা। অনেকে নতুন জঙ্গি নিয়োগ করতেও আসে। সব দিকে নজর রাখছি আমরা। দেশ জুড়ে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে।''

'সবার জন্য বাড়ি'

(১৭ পাতার পর)

ডিস্ট্রিক্ট এবং ফিনান্সিয়াল হাবে বিনিয়োগ করার জন্য আবেদন জানাবেন তিনি। চেম্বারের পরে বৈঠক করবেন দিল্লীতে। তারপরই তিনি যাবেন সিঙ্গাপুর। তবে নিউটাউনে পরিবহণের সুবিধা বাড়াতে ৫০টি নতুন বাস নামানো হয়। জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন (জে এই এন ইউ আর এম) প্রকল্পে ওই ৫০টি বাস কেনা হবে। বাস কেনার অর্ধেকটা দেবে হিডকো এবং বাকি অর্ধেকটা দেবে রাজ্য সরকার।

এবারের সফরে পুরমন্ত্রী মুম্বইতে নবনির্মিত লাভাসা শহর পরিদর্শন করেন। তাঁর দেখে মনে হয়েছে, পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা এই শহরের অনুকরণে, নিউ দার্জিলিং গড়ে উঠতে পারে। লাভাসা শহরটি দূষণমুক্ত এবং পরিবেশ-বান্ধব। সেখানে লেকের ধারে বাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছে। গাড়ি পার্কোমাটে রেখে যাতায়াত করা হয়। সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই পাহাড়ের কোলে শহর গড়ে তোলা যায় বলে মনে করেন পুরমন্ত্রী।

Leading Indian scientists particiapte in IUPAC pesticide chemistry congress

Dr. B. Saba, Senior Vice President and Chief R&D Officer of Nagarjuna

Agrichem and Dr. Najam Shakil of Indian Agricultural Research Institute were among the leading experts in the pesticide industry who congregated at tbe recently concluded '13th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry' in San Francisco, USA. The congress was organised by the International Union of Pure and Applied Chemistry' (IUPAC) and the Agro Division of the American Chemical Society.

The event, held every 4 years, is considered to be the biggest scientific event in the field of pesticide chemistry. This year the main theme of the congress was "Crop, environment and public health protection technologies for a changing world". Over 1,200 delegates from about 40 countries participated in the congress with interactive scientific programming in' 9 major topic areas. There were 8 . plenary lectures at the event. Dr. Sha:kil cbaired one of the plenary sessions.

During the congress, Professor Richard Schrock, Nobel Laureate of Chemis try (2005) interacted with a select group of delegates which included Dr. Saba. Dr. Saba was also the Discussion Leader for the industJy during a full day seminar organised by the IUPAC on "Developing global leaders for research, regulation and stewardship of crop protection chemistry in the 21st Century". During the congress, Dr. Saba also made presentations on fonnulations technology, food security and impact of climate change on agriculture.

সিবিআইয়ের কাছে গিয়ে ক্লিনচিট নিন

(১০ পাতার পর)

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারমধ্যে আসিফ খানই যে এই তদন্তের 'তুরুপের তাস', তাও বলছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। আসিফকে এদিন টানা পাঁচ ঘণ্টা জেরা করা হয়। শাসক দলের শীর্ষ নেতার একসময়ের সহযোগী আসিফের কাছে প্রথমেই জানতে চাওয়া হয়, তিনি সুদীপ্তকে চিনতেন কি না? আসিফ জানিয়ে দেন, সারদাকর্তাকে তিনি চিনতেন। দলের নেতাদের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সুদীপ্তর পরিচয় হয়েছিল। এরপরই তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে চান, সারদাকর্তার সঙ্গে কি নেতা-মন্ত্রীরা দেখা করতেন বা তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল? উত্তরে তিনি পরিষ্কার বলেন, সুদীপ্তর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার যে বৈঠক হয়েছে, সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে গিয়েছেন। ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দলের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, বিভিন্ন কথা শুনেছেন এবং অনেক কিছু দেখেছেন। সি বি আই সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদীপ্তর টাকা কার কাছে রাখা রয়েছে, সেই সম্পর্কে এক শীর্ষ নেতার নামও জানিয়েছেন আসিফ। আত্মগোপন করে থাকার সময়ে সারদাকর্তার সঙ্গে কলকাতার দু'টি জায়গায় ও দিল্লিতে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে বৈঠক সংক্রান্ত তথ্যও আসিফ ফাঁস করেছেন বলে সি বি আই সূত্রের খবর। এতদিন পর্যন্ত সি বি আই কর্তারা সারদাকাণ্ডে রাজনৈতিক যোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আসিফের বক্তব্যের পর তাঁদের পক্ষে রাজনৈতিক মহলের সেই রাঘববোয়ালদের জালে পোরা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

লোক ঠকাব, তদন্ত হলে বলব চক্রান্ত, এ কী কথা

(১৫ পাতার পর)

না। আমি নিশ্চিত, রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারি হয়েছে। এখন তো অনেকের নাম উঠে আসছে। আমি তাঁর নাম উচ্চারণ করছি না। তিনি এখন রাজ্যের দায়িত্বে।

সারদা কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে রাজ্য প্রশাসন চেষ্টার ত্রুটি করেনি বলে এদিন দাবি করেছেন অশোকবাবু। তিনি বলেন, এই শেষদিন পর্যন্ত সি বি আই তদন্ত ঠেকাতে সুপ্রিম কোর্টে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল রাজ্য। আমি সুপ্রিম কোর্টে ছিলাম, তাই জানি, এই ধরনের মামলা লড়তে কত খরচ হয়। আমি আগেই বলেছিলাম, রাজ্য সরকারের সিট একটা লোক দেখানো সংস্থা। কোনও তদন্ত তারা যে করেনি, এটা আজ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন এটাও বোঝা যাচ্ছে, কেন এতদিন সি বি আই তদন্তের বিরোধিতা করছিল রাজ্য সরকার। অথচ অসম, ওড়িশা কেউই সি বি আই তদন্তের বিরোধিতা করেনি। শুধু শাসক দলকে আক্রমণ করেই থামেননি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। সারদাসহ বিভিন্ন চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আন্দোলনে পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করেছেন অশোকবাবু। তাতে বলা হয়, চিটফান্ডের আমানতকারী ও এজেন্টরা একযোগে গণআন্দোলনকেই একমাত্র বাঁচার পথ বলে মনে করছেন। রাজ্যের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে ওই গণআন্দোলনে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

চিটফান্ড সাফারার্স ইউনিটি ফোরামের তরফে সি পি এম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, প্রতারকের সঙ্গেও প্রতারণা করার মতো লোক যে শাসক দলে রয়েছে, তা এখন প্রমাণিত হচ্ছে। পুজো থেকে ফুটবল, রেল থেকে চলচ্চিত্র, সব ক্ষেত্রকে কলুষিত করেছে এই কেলেঙ্কারি। এমনকী সর্বশেষ রেলের ভারততীর্থ প্রকল্পের নামও জড়িয়ে গেল। তাঁর দাবি, মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অন্তত ছ'বার সংসদে দাঁড়িয়ে ভারততীর্থের কথা উল্লেখ করেছেন। সংগঠনের তরফে অসীম চট্টোপাধ্যায় জানান, শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে বিশিষ্টজনেরাও হাজির থাকবেন। শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল, অমিতাভ মজুমদার প্রমুখ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন।

কীর্তনের সরকারি মর্যাদা, উচ্ছ্বাসে মজছে নবদ্বীপ

গৌতম ধোনি, নবদ্বীপ 'যদি গৌরাঙ্গ না হইত / কেমনে হইত / কেমনে ধরিতাম দে (দেহ) / রাধার মহিমা/ প্রেম রসলীলা / জগতে জানাইত কে?' সকাল- সন্ধ্যায় পথে - ঘাটে এমন সুর শোনা যায় যেখানে, মহাপ্রভুর আপন দেশ সেই নবদ্বীপে প্রথম সরকারি উদ্যোগে কীর্তন উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। সে খবর চাউর হতেই বৈষ্ণব ধামে বইছে খুশির হাওয়া।

নবদ্বীপেই থাকেন পদাবলি কীর্তনের বিশিষ্ট শিল্পী সরস্বতী দাস। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮-এ এই শিল্পীকে 'কীর্তন সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেয়। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ তাঁকে উপাধি দেয় 'কীর্তনলীলা সারিকা'। এর আগে 'গীতসুধা', 'কীর্তন সরস্বতী'-সহ অনেক উপাধি ও সম্মান পেয়েছেন ৬৫ বছরের এই শিল্পী। নবদ্বীপে একটি কীর্তন মহাবিদ্যালয় গড়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল তাঁর। কয়েক বছর আগে সেই ইচ্ছে বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্যোগও নেন। শেষ পর্যন্ত কীর্তনের স্কুল গড়ার মধ্যে দিয়ে সেই ইচ্ছের কিছুটা মিটেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গৌরগুণানন্দ কীর্তন বিদ্যালয়'তে কয়েক বছর ধরে প্রবল ভিড় হয় মানুষের।

'দান', 'মান', 'মাথুর', 'পূর্বরাগ', 'কলহান্তরিতা', 'বাসকসজ্জা'-র মতো পালা তাঁর ঠোঁটস্থ। এ হেন প্রখ্যাত শিল্পীকে সরকারি কীর্তন উৎসবের ওই মঞ্চ থেকে সংবর্ধনা দেবেন উৎসব আয়োজকরা। এই ধামের আরেক কীর্তন শিল্পীকেও সম্মান জ্ঞাপন করা হবে। তিনি গৌরী রায় পণ্ডিত। তিনি জানান, নবদ্বীপে এমন আয়োজন হওয়ায় ভীষণ খুশি তিনি। কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সব শিল্পী যাতে এই উৎসবে আসতে পারেন, তার ব্যবস্থা চান তিনি। তাঁর কথায়, 'কীর্তনের সব ঘরানায় চলই রয়েছে নবদ্বীপে।'

নবদ্বীপে পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেবের মতে, বাংলার চারটি সুপ্রাচীন ও মূল ঘরানার কীর্তন ধারা চলে আসছে। রেনেটি, ঝাড়খণ্ডি, মনোহরশাহী ও গরানহাটি। পরে শ্রীখণ্ড ও নবদ্বীপের কীর্তনও যোগ হয়। শান্তিবাবুর কথায়, 'সেই অর্থে নবদ্বীপ ঘরানার সুপ্রাচীন ধারা নেই। কারণ চৈতন্যের জন্মভূমি বলে নবদ্বীপে এই পদাবলির গাছটাই তো পোঁতা ছিল। আর তার ফল ছড়িয়েছিল সর্বত্র। তবে বিভিন্ন ঘরানার কীর্তনের প্ল্যাটফর্ম অবশ্যই নবদ্বীপ। বেসরকারি উদ্যোগে ও বিভিন্ন মঠ, আখড়া ও কীর্তনীয়াদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কীর্তনের বড় আসর নবদ্বীপে তো বটেই, মায়াপুর, শান্তিপুর-সহ জেলার বৈষ্ণব তীর্থগুলিতে বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। সেগুলি এখনও প্রবহমান। তবে সরকারি উদ্যোগে কীর্তন উৎসব এই প্রথম।'

এমন আয়োজন হচ্ছে শুনে খুশি মায়াপুর, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের কীর্তন শিল্পীরাও। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির কীর্তন শিল্পী রাইরঞ্জনা বললেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে এমন উৎসব আয়োজিত হচ্ছে জেনে। তবে শুধুমাত্র কীর্তনের উৎসব যেন না হয়। শিল্পীদের মধ্যে মত বিনিময় ও সরকারি পদস্থদের সঙ্গে শিল্পীদের জীবিকা সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ যেন থাকে। শেষ জীবনে শিল্পীরা অনেকেই কষ্টে জীবন কাটান। আসরে যেতে আসতে অনেক সময়ই হেনস্থার শিকারও হন। সরকারি পদস্থরা এগুলো নিয়েও যেন ভাবেন এবং ব্যবস্থা নেন।' কৃষ্ণনগরের পাশে দুর্গাপুর গ্রামের এক কীর্তনিয়া দুর্বাদল বিশ্বাসও বলেন, 'দুস্থ শিল্পীদের কথাও যেন ভাবেন সরকারি পদস্থরা।'

অনেক কীর্তনিয়ার মুখেই শোনা গেল এক সমস্যার কথা। শাস্ত্র অধ্যয়ন যথাযথ না করে বা আঙ্গিক রীতি না মেনে এলোমেলো ভাবে কোনও কোনও শিল্পী কীর্তন পরিবেশন করেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। এ বদনাম চৈতন্যের জন্মভূমিতে যেন না থাকে, তাই চান শিল্পীরা। নবদ্বীপের পুরপ্রধান বিমান সাহা জানান, 'প্রথম প্রস্তুতি সভা হয়েছে। ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত নবদ্বীপের রাধাবাজার পার্কে বাংলার কীর্তনীয়াদের নিয়ে মহা উৎসব হবে।'

হুইল চেয়ারে বসে আকাশ ছুঁলেন স্বরূপা দিদিমণি

স্নেহাশিস নিয়োগী

শিরদাঁড়ায় টিউমার। তখন বয়স মাস দশেক। অস্ত্রোপচার হল। কিন্তু ভুল। সেই থেকে নিম্নাঙ্গ অবশ।

তো? কোনওক্রমে দিন গুজরান? এর-ওর মুখ চেয়ে? না। মেয়েকে কোলে-কাঁখে নিয়ে বর্ধমান থেকে কলকাতায় ছুটে ছুটে এসেছেন বাবা-মা-কাকা। যদি মেয়ের পা দুটো সোজা হয়। কিন্তু হয়নি।

তো? হাল ছেড়ে বসে থাকা? না। শৈশবটা কোলে কোলেই কাটল। হামাগুড়ি, হাঁটি হাঁটি পা পা কিছুই হল না। ছোটবেলা থেকেই পিঠে ব্যথা। হাতও ভাল চলে না। কিন্তু মেয়ের মাথায় খুব ধার। একটু একটু করে বড় হয় আর মাথায় গিজগিজ করে 'সহজ পাঠ'-এর লাইন, 'ঘন মেঘ বলে ঋ, দিন বড় বিশ্রী।' তার পর স্কুল, তার পর কলেজ, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়, তার পর স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি। এ মেয়ে নিজেকে করেছে জয়। তাঁকেই শিক্ষারত্ন পুরস্কার দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আজ, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে।

মেয়ের নাম স্বরূপা দাস। নিবাস বর্ধমান শহরের নতুন পল্লি। হুইল চেয়ারে বসেই তিনি উজান ঠেলে এগিয়েছেন। স্টিফেন হকিংয়ের গাড়ির চাকা কখন যেন বর্ধমানেও গড়িয়ে এসেছে। না হে বাপু, থামলে চলবে না।

থামেননি স্বরূপা। ছোটবেলায় যখন স্কুলে গেল কী আনন্দ। কিন্তু বসবে কী করে? স্কুলের শিক্ষকরা বানিয়ে দিলেন ঘেরা চেয়ার। সেখানেই শুরু জীবনের ধারাপাত। বাবা-মা বসে থাকতেন বাইরে। ছুটি হলে মেয়েকে নিয়ে যেতেন বাড়ি। তার পর এক এক করে চৌকাঠ ডিঙোনো। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিএ, এমএ--- সব পরীক্ষায় চমৎকার ফল। তবে, নিজের হাতে লেখেননি স্বরূপা। পরীক্ষা দিয়েছেন রাইটার সঙ্গে নিয়ে। টানা লিখতে পারেন না। পিঠের ব্যথাটা মুহুর্মুহু চাগাড় দেয় যে। রবি ঠাকুরের ভক্ত স্বরূপার পাথেয়, 'মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়' লাইনটি। অশক্ত হয়ে বসেও কত অবলীলায় আওড়ে যাচ্ছেন জীবনের অমোঘ মন্ত্র।

বাংলায় এমএ পাস হল। এ বার চাকরি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসলেন ২০০৫ সালে। একেবারেই পাস। চাকরি পেলেন বর্ধমান রেলওয়ে বিদ্যাপীঠে। বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু যাবেন কী করে? বাপ-কাকারা ঠিক করলেন একটি গাড়ি। সেই গাড়ির পিছনে কোনও সিট নেই। আছে স্বরূপার হুইল চেয়ার। স্কুলে যাওয়া মাত্র হইহই করে ছুটে আসে পড়ুয়ারা। দিদিমণিকে তারাই গাড়ি থেকে নামায়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা একই রুটিন। বাবা রবীনকান্তি দাস অথবা কাকা বারীনকান্তি থাকেন অবশ্য। সেই ছোটবেলার মতো। মেয়েকে ছুটির পর বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না।

যখন স্কুলে যোগ দেন কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ ছিল সহকর্মীদের। পারবেন তো? কিন্তু স্বরূপা পেরেছেন। হইচই করে পেরেছেন। তাঁর জন্য নামিয়ে আনা হয়েছে ব্ল্যাকবোর্ড। দোতলায় যাতে উঠতে না-হয় তার জন্য উঁচু ক্লাসের স্থানবদল হয়েছে। সহকর্মীরা পাশেই আছেন স্বরূপার। তিনি শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন শুনে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত সহকর্মী ও পড়ুয়ারা। পড়শিরাও গর্বিত। স্বরূপা বলেন, 'এটা অসাধারণ অনুভূতি। দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। আরও ভালো করে শিক্ষকতা করতে হবে। এটা আমার জীবনের মাইলস্টোন।'

সহকর্মীরা স্বরূপার কথা উঠলে থামতেই চান না। সহকর্মী সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের কাছে ও ছোটবোনের মতো। কোনও অসুবিধার কথা বললে, কে দ্রুত সমাধান করে দিতে পারবেন, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।' প্রধান শিক্ষক ত্রিদিবরঞ্জন রায়ের স্বীকারোক্তি, 'ওকে প্রথমে দেখে সঙ্কোচ হয়নি বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপা জাত চিনিয়েছেন।' স্বরূপাও সহকর্মীদের উপর কৃতজ্ঞ।

কেমন দিদিমণি স্বরূপা? একাদশ শ্রেণির ছাত্র শেখ জমুরতির কথায়, 'ঝড়-জলে আমরা অনেক সময় স্কুলে আসতে না-পারলেও উনি ঠিক হাজির হয়ে যান। আমাদের যে। কোনও সমস্যায় অভয় দেন। পাশে দাঁড়ান।' দশম শ্রেণির ছাত্র লোকনাথ ঘোষের কথায়, 'আজই স্কুলে প্রার্থনার সময় আমাদের জানানো হয়েছে, দিদিকে কালই নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমরা গর্বিত।'

বাপ-কাকারাও উজ্জীবিত মেয়েকে দেখে। বারীনবাবুর কথায়, 'ওর অবস্থা দেখে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। তবে আমরা ওর জীবনীশক্তি দেখে উজ্জীবিত হই। এত জোর পেল কোথায়?' মেয়ে পুরস্কার পাচ্ছে শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না মা সর্বাণী।

এ তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয় সংকটে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাম আমলের

FLAT FOR SALE

Semi furnished two BHK, two full bath 920 SQ FT with a covered Car parking space in Sherwood Estate in Narendrapur/Kolkata, Brand new, not used yet, 3rd fioor/4 stories building. $82,000.00. (To be paid in US dollar only).
Contact No - 973-632-2857(USA)
E-Mail : dmajumdar87@hotmail.com

পুজোর থিমে এবার আহিরীটোলায় 'মহাকাল'

দিবোন্দু বিশ্বাস, কলকাতা সময়। তিন অক্ষরের এই শব্দটি আপাত নিরীহ। কিন্তু আদতে বড়ই ভয়ঙ্কর। রেষারেষি, লড়াই, প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে। কিছু জিনিস কালের নিয়মে চিরন্তন হয়ে যায়। কিছু জিনিস হারিয়ে যায় মহাকালের স্রোতে। কিন্তু বাস্তবে কি পাওনার ঝুলিতে আদৌ কিছু প্রাপ্তি ঘটে? নাকি হানাহানি, রেষারেষি, প্রতিযোগিতা, সন্ত্রাস– কালের নিয়মে সবকিছুই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত? প্লাতিনাম জয়ন্তী বর্ষে সাধারণ মানুষের সামনে এই প্রশ্নটিকেই ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চলেছে আহিরীটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। মহাকাল, বা বলা ভালো, সময়ের এই চিরন্তন সর্বগ্রাসী স্রোতকে মাথায় রেখেই আহিরীটোলা পুজো কমিটির এবারের বিষয়– 'সময় বোধে কায়া / কাল বোধনে মহামায়া'। সমগ্র পরিকল্পনাটির রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন বিশিষ্ট শিল্পী ভবতোষ সুতার।

ভবতোষবাবু বলেন, বিষয়টির মধ্যে যে অভিনবত্ব রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি যদি আপামর জনগণকে সময়ের সমার্থক শব্দ জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা এক কথায় উত্তর দেবেন, ঘড়ি। অর্থাৎ তাঁদের কাছে সময় মানে মাত্র ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু তা তো নয়। সময় মানে কাল। মহাকাল। এটি একটি বোধ। একটি চেতনা। তিনি বলেন, পুজো মণ্ডপে ঢোকার মুখেই আপনি একটি সূর্য দেখতে পাবেন। তার উচ্চতা ১৭ ফুট। তার ভিতরটি একেবারে একটি ঘড়ির ডায়ালের মতো। তাতে সেকেন্ডের কাঁটা, মিনিটের কাঁটা, ঘণ্টার কাঁটা, মায় দোদুল্যমান পেন্ডুলাম পর্যন্ত আছে। কাঁটাগুলি ক্রমশ ঘুরছে। সময় যাচ্ছে। দিন যাচ্ছে। মাস যাচ্ছে। বছর যাচ্ছে। শিল্পী জানান, দোদুল্যমান পেন্ডুলামটি আসলে চন্দ্রাকৃতি। যা আদতে জীবনের প্রতীক। সেখানে দু'টি 'দিগার' ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি পুরুষ, অন্যটি নারী। জন্মের একেবারে গোড়ার কথা। যাদের অবস্থান সবসময় কাছাকাছি। কিন্তু তারা দুলছে, ক্রমাগত দুলছে। যার জেরে বয়ে চলেছে সময়। মহাকাল।

থিমের সঙ্গে তাল রেখেই নতুনত্ব আনা হয়েছে আহিরীটোলা সার্বজনীনের প্রতিমাতেও। ভবতোষবাবু বলেন, এখানে ৩৫ ফুট উচ্চতার দুর্গার ১৮টি হাত। সারা শরীর থেকে লেলিহান আগুনের শিখা নির্গত হচ্ছে। অসুর এখানে দু'টি হাঁড়িকাঠের আদল। ১০ ইঞ্চি মোটা, আট ফুট লম্বা এবং তিন ফুট উচ্চতার কাঠ কেটে তা বানানো হয়েছে। তার সারা গায়ে অজস্র পেরেক পোঁতা রয়েছে। অসুর মানেই হিংস্রতা। অসুর মানেই নৃশংসতার আরেক নাম। কাজেই অত্যন্ত প্রতীকী। আহিরীটোলা সার্বজনীনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক দুলাল শীল বলেন, আমাদের পুজো সাবেকিয়ানাতেই আবদ্ধ আছে। শুধুমাত্র সময়ের কথা মাথায় রেখেই মানব চেতনায় কিছু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছি আমরা।

আর এই চেতনার কথা মাথায় রেখে ই ৮২তম বছরে 'বোধের দর্পণে বোধন' করাতে চলেছে নলিন সরকার স্ট্রিট পুজো কমিটি। কীভাবে? পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ সান্যাল বলেন, মানুষের বোধশক্তি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। রক্ত-মাংসের শরীর থেকে ক্রমশ কংক্রিটের দেহে পরিণত হচ্ছে মানবশরীর। বাস্তব বলছে এক, মন বলছে অন্য কিছু। দেবী দুর্গার সামনে এবার দর্শকরা অনবরত নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করবেন এখানে। পুজো কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি তিনটি ধাপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি ধাপের পুরোটাই টিনের পাত দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে দর্পণ দিয়ে তৈরি হয়েছে শিবলিঙ্গ। অন্য একটি ধাপে তৈরি হয়েছে মা দুর্গার একটি রেপ্লিকা। তাঁর হাত ধরা একটি আয়না। একজন মানুষের অবয়ব। দেবীর চোখে চোখ রেখে তিনি ক্রমাগত নিজেকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্যান্ডেলের গোটা সিলিং জুড়ে রাখা হচ্ছে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির বিশেষ আধার (আয়না নয়)। ফাইবারের কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই অসাধারণ শিল্পকীর্তি। সবশেষে রাখা হচ্ছে একটি সাবেকি আমলের আয়না। যেখানে থাকবে দেবীর সেই ত্রিনয়ন। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, এই দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীরা নিজের মূল্যায়ন করার চেষ্টা চালাবেন। কিন্তু সফল হবেন কি?

উত্তর কলকাতার আরেকটি বড় পুজো বাগবাজার সার্বজনীন এবার ৯৬ বছরে পড়ছে। শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসেও অবশ্য নিজেদের সাবেকি ঘরানা থেকে একচুলও সরছেন না পুজো কমিটির সদস্যরা। এবার বাগবাজারের প্যান্ডেল হচ্ছে মায়াপুরের মন্দিরের আদলে। প্রতিমা সাজবে ডাকের সাজেই। বাগবাজার সার্বজনীনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম নিয়োগী বলেন, আমরা তো কোনওবারই থিমের দৌড়ে নাম লেখাই না। সাবেকি ঘরানাতেই পুজো করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। উত্তরের লালাবাগান নবাঙ্কুরের পুজোয় এবার মাটির টান। তাদের থিম–'মাটির টানে / বাঁশের বাঁধনে / উৎসব উঠবে জমে'। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, বাংলার শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে মাটি এবং বাঁশের সম্পর্ক সেই আদিকালের। সেগুলি ব্যবহার করে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা নিদর্শন দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে পুজোর মণ্ডপ। শিবশঙ্কর দাসের পরিকল্পনায় থিমের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তৈরি ৭৭ বছরে পা দেওয়া কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো কমিটিও। তাদের এবারের বিষয়– 'দেবীর মায়ায় আলোছায়ায়'। কমিটির কর্মকর্তা সোমেন দত্ত বলেন, শুধুমাত্র অভিনবত্ব আনার জন্যই আমরা এই বিষয়টিকে ভেবেছি। বিরাট হলঘরের মতো মণ্ডপে ঢুকে আপনি বাঁদিকে তাকিয়ে যেটা দেখবেন, ডানদিকে তাকালে তা দেখ তে পাবেন না। ইল্যুউশনের সাহায্যে এই মায়াবী ব্যাপার তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবার অভিনবত্ব থাকছে কাশী বোস লেনের পুজোর প্রতিমাতেও। দেবীর সাজের জন্য রাজস্থান থেকে শিল্পী নিয়ে আসা হচ্ছে বলে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রিপোর্ট খারিজ করে নতুন সমীক্ষা শুরু

বাম সরকারের বিদায়বেলায় ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবস্থা রাজ্যের ৬৫টি ব্লকে আধা সংকটজনক বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। তিন বছর পর সেই রিপোর্ট নিয়ে রাজনীতিকদের অভিযোগ ওঠায় পূর্বতন এবং বর্তমান সরকারের মধ্যে চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল সরকারের অভিযোগ, উন্নয়নমূলক কাজ না করার জন্য এবং কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওই রিপোর্ট তৈরি করেছিল। পাশাপাশি যারা ওই মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বাম আমলের ওই রিপোর্টকে বাতিল করে তৃণমূল সরকার নতুন সমীক্ষাও শুরু করেছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাম আমলে ২০১১ সালের মার্চ মাসে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে হুগলি জেলাসহ রাজ্যের ন'টি জেলার ৬৫টি ব্লককে আধা-সংকটজনক এবং একটি ব্লককে সংকটজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে হুগলি জেলার ১৮টি ব্লকের মধ্যে ১১টিকে আধা-সংকটজনক এবং গোঘাট-২ ব্লককে সংকটজনক বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ১৪টি ব্লক, বর্ধমান জেলার ১০টি ব্লক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৯টি ব্লক, নদীয়া জেলার ৮টি ব্লক, বীরভূম জেলার ৫টি ব্লক, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৪টি ব্লক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ২টি ব্লক এবং বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলার একটি করে ব্লককে আধা-সংকটজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রিপোর্ট নিয়েই শুরু হয়েছে 'তরজা'। রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের অভিযোগ, ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে আধা-সংকটজনক এবং সংকটজনক বলে উল্লেখ করে দিলে তার নীচে কোনও জলপ্রকল্প করা যায় না। যাতে উন্নয়নমূলক কাজ না করতে হয়, তার জন্য বাম সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভুল রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আমি কয়েকদিন আগে এই রিপোর্ট দেখে অবাক হয়েছি। মন্ত্রীর দাবি, এই ধরনের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য হাইড্রো জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রয়োজন। প্রিজোমিটার বসিয়ে কাজ করতে হয়। তা করা হয়নি। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে ওই মনগড়া রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তাই আমরা নতুন করে সমীক্ষা করে রিপোর্ট করব। আগামী ছ'মাসের মধ্যে তা প্রকাশ করা হবে। এই ভুল রিপোর্ট যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরের একশো দিনের রূপরেখাও তৈরি মোদীর

সরকারের একশোতম দিনে তিনি বিদেশের মাটিতে। কিন্তু এরই মধ্যে আগামী একশো দিনের নকশাও নিঃশব্দে ছকে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সরকারের একশো দিন ঘিরে কোনও উৎসবে মাতেননি প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু মন্ত্রীরা একে একে নিজেদের মন্ত্রকের সাফল্য মেলে ধরছেন দেশের সামনে। বিরোধীরা অবশ্য মোদির একশো দিনকে গুরুত্বই দিচ্ছে না। কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী প্রশ্ন তুলেছেন, "মানুষ কী পেয়েছে একশো দিনে? জিনিসপত্রের দাম কমেছে?" বিরোধীদের এই কটাক্ষকে তোয়াক্কা না করেই অবশ্য মোদী তাঁর যাত্রাপথে অবিচল। সরকারের শীর্ষ সূত্রের খবর, পরের একশো দিনে সরকার কী কী পদক্ষেপ করবে, তার রূপরেখাও ইতিমধ্যেই ছকে ফেলেছেন মোদী। কী সেই সম্ভাব্য পদক্ষেপ?

মোদী মন্ত্রিসভার এক শীর্ষ সদস্যের মতে, আগামী একশো দিন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ও কয়েকটি রাজ্যে উপনির্বাচন। যার উপরে সরকারের গতিবিধিও অনেকটা নির্ভর করবে। এটা ঠিক, আমূল পরিবর্তনের পথে হাঁটার কথা ভাবছেন না প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু অক্টোবরের পর থেকে আরও কিছু সাহসী পদক্ষেপ করা হবে, যার প্রতিফলন থাকবে পরের বছরের বাজেটেও। ওই মন্ত্রীর কথায়, সব পরিবারের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মহিলাদের জন্য শৌচালয়, কারিগরি শিক্ষা, ই-গভর্নেন্স, নিকাশি ব্যবস্থার মতো এমন কিছু মৌলিক সামাজিক পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যেগুলি জনজীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ সবে কোনও বিতর্ক নেই। কংগ্রেস হোক বা বাম --- কারও পক্ষেই এই সব প্রকল্পের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কড়া দক্ষিণপন্থী বাজার অর্থনীতির পথে না হেঁটে সামাজিক ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দিতে চান। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির মাধ্যমে শিল্পবন্ধু ভাবমূর্তি বজায় রাখবে সরকার। কিন্তু মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের তোয়াজ করা হবে না। তবে বাণিজ্যকে উৎসাহ দিয়ে রোজগার বাড়ানোর পথই নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে বিতর্ক রয়েছে, সেখানে আরও সাহসী হওয়ার ইঙ্গিত কিন্তু মন্ত্রিসভার কিছু সদস্যকে ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে সেখানেও আম-জনতার স্বার্থকে মাথায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন ও জমি বিলের সংশোধন। বিমা বিলটি বিরোধীদের চাপে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পরের অধিবেশনেও যদি বিরোধীরা এই বিলগুলি পাশ করাতে বেঁকে বসে, তা হলে লোকসভায় সেগুলি পাশ করিয়ে সংসদের যৌথ অধিবেশন ডাকতে পারে সরকার। সেখানে বিলগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি ডিজেলের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলেও তার সীমা বেঁধে দিতে পারে সরকার। প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকার আগেই তিন মাস পিছিয়ে দিয়েছিল। এ মাসে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত, প্রস্তাবিত বর্ধিত দামের থেকে অনেক কম হারে দাম বাড়ানোর কথাই ভাবছে মোদী সরকার। সেই সঙ্গে সার ও খাদ্য ভর্তুকিতে এখনই হাত দিতে চাইছেন না প্রধানমন্ত্রী।

সব পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা শুরু হওয়ার পরে নগদ হস্তান্তরের কাজও শুরু করে দিতে চাইছে কেন্দ্র। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরও সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছেন। তিনি জানান, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার পাশাপাশি মাওবাদী উপদ্রুত এলাকায় মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলি পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হচ্ছে সরকার। এই সব এলাকায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যেমন অগ্রাধিকার, তেমনই রাস্তা, মোবাইল যোগাযোগ, পানীয় জল ও বিদ্যালয়ের মতো মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে যাবে আগামী একশো দিনের মধ্যে। এর সঙ্গেই মোদী পরের একশো দিনে যে বিষয়টিতে আরও গুরুত্ব দিতে চান --- সেটি হল কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক। তিনি ভালই জানেন, রাজ্যের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণ সম্ভব নয়। রাজ্যের হাতে কিছু বাড়তি অর্থও দিতে চান মোদী। পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করার জন্য রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শুরু হবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। এ ছাড়া সবুজ বাড়ানোর জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দিতে চায় কেন্দ্র।

এর সঙ্গে বিদেশনীতিতেও কিছু অগ্রাধিকার দিতে চান প্রধানমন্ত্রী। নেপাল-ভুটানের বাইরে খুব বেশি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্য তেমন এগোয়নি। শপথের দিন নওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে উদ্দীপনা তিনি তৈরি করেছিলেন, সেটি এখন অনেকটাই ফিকে।

● ভ্রমণ

ইয়ুসমার্গ - এক অচিন গাঁওয়ের রূপকথা

লেখা ও ছবি ঃ কান্তি মিত্র

চারার-ই-শরিফ

কাশ্মীর উপত্যকায় চিরকালীন আটপৌরে কেতাদুরস্ত ডাল লেকের বুকে শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ ও পহেলগাঁওয়ের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে একটু অফবিটে কত যে নিষ্কলুশ সৌন্দর্যে ভরে আছে এই ভূস্বর্গ, তার ইয়ত্তা নেই। সিজিনে এমনকি শীতকালেও এখানে পর্যটকের ঢল নামে অথচ অনেকেই খবর রাখে না একটু খোঁজ করলে কত অজানা জায়গায় রূপের মাধুর্যের স্পন্দন পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই সব অসাধারণ সৌন্দর্যের আঁচ পেতে, কল্পলোকে একান্তে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে কাশ্মীর পর্যটন দপ্তর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পর্যটকদের কাছে নিরূপম নৈসর্গিক রূপের খবর পৌঁছে দিতে। এই রকম এক মনভোলানো আশ্চর্য দুনিয়ার নাম হলো ইয়ুসমার্গ। শ্রীনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র ৪৭ কি.মি. দূরে কত যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এই ইয়ুসমার্গ উপত্যকাকে অপরূপা করে তুলেছে ওখানে গিয়ে না থাকলে আন্দাজ করা শক্ত। প্রকৃতি তার রূপের ডালি সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে সবুজ গাছ আর বরফাবৃত তুষারধবল শ্রেণীকে সম্বল করে। সাদা বরফের আস্তরনে মোড়া গিরিশিখর আর সবুজ বুগিয়াল যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি।

সকালে প্রাতঃরাশ সেরে গাড়ী নিয়ে আমরা দুই সঙ্গী চলেছি - আমি ও আমার স্ত্রী এক মায়াময় উপত্যকার উদ্দেশ্যে। চড়াইয়ে উঠতে শুরু করেছি। বাঁদিকে খাদ আর ডানদিকে একটার পর একটা ছোট বড় ঝোরা আর জলস্রোত। একটু আগে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি ধোয়া জলে সবুজ প্রকৃতির শোভা আহরন করছিলাম। রঙিন ভূস্বর্গ। রূপ, রস, গন্ধে সজ্জিত তার অঙ্গ। চারিদিকের সৌন্দর্য দেখে আর পলক পড়ছে না। ইয়ুসমার্গ বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান এমন যে এখান থেকে অনেকগুলো পার্বত্য অভিযান ও হাঁটাপথে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সৌন্দর্যস্থল ঘুরে আসা যায়। পীরাঞ্জল পাহাড়ের অদূরেই ছোট্ট উপত্যকা ইয়ুসমার্গের উচ্চতা ২৩৭৭ মিটার। ঋতু পরিবর্তনে এখানে পর্যটক সমাবেশের তারতম্য ঘটে। যেমন মে থেকে জুলাই মাস অনেকে বেছে নেয় সবুজ-সাদার সংমিশ্রণ আর নানা বর্ণের ফুলের সেজে ওঠা রূপের আস্বাদন পেতে আবার কেউবা চায় শীতে সাদা বরফের আস্তরণে নিজেদের মুড়ে ফেলতে। এই দুয়ের মধ্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম প্রথম দিকটা। ওখানে এক কাশ্মীরি ভাইয়ের কথায় জানতে পারলাম পুজোর মরসুমে ও বেশ ভীড় হয়। আমরা চলেছি কাশ্মীর টুরিজমের লজের এর আস্তানায় একদিন থাকব বলে। তবে শ্রীনগর থেকে আসার পথে অনেক জায়গায় কালো পিচের রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকার ফলে যেতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লেগে গেল। এই স্বর্গীয় পটভূমির আড়ালে প্রথম যে সুদর্শনের রূপ উন্মোচন হলো তাকে দেখতে হলে ভূস্বর্গের বাঁধাগত ছেড়ে একটু অফবিটে যেতে হবে। ৩৫ কিলোমিটার দূরে তা হলো চারার-এ-শরিফ। বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ নুরুদ্দিনের সমাধি। কাঠ পাথরের তৈরী এর গঠনশৈলী তারিফ করার মত। এখানকার লোকের মুখে শোনা স্বয়ং প্রভু যিশু কোন এক সময়ে এখানকার এক পথে হেঁটে ছিলেন। খুবই কষ্টসাধ্য সেই জায়গাটি আমাদের যাওয়া হয়নি। ইয়ুসমার্গের পথে যেতে অনেক ছোট গ্রাম আছে যার মধ্যে একটি সুন্দর গ্রাম নাগবল। গ্রামের উঁচুনীচু পাহাড়ের ঢালে নানা উচ্চতায় বিভিন্ন কাঠের দেওয়াল আর টিনের চাল ঘর বাড়ীগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগে। কাঠ ব্যবসা এদের প্রধান জীবিকা। সাবেকি আমলের কাঠ চেরাই পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যাওয়ার পথে অনেক মেয়েদের দেখা গেল মাথায় করে কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে। দিনের আলোয় পুরো সময়টাই মেয়েরা হাসি অমলিন হাসি আর রাস্তায় বসে একটু বিশ্রাম। কাঠের সাহায্যে দুর্লভ কাশ্মীরি শিল্পকর্ম ছাড়াও কাঠ জোগাড়ের আর এক কারণ বরফে ঢেকে থাকা চার-পাঁচ মাস শীতল দিনে কাঠের আগুনের আশ্রয়ে বেঁচে থাকা। সেই উষ্ণতার মাঝে ঘরের মধ্যে অল্প চৌহদ্দির মধ্যে বসন্তের অপেক্ষায় থাকা আর হাতের কাজ নিয়ে সময় কাটানো যার ফল স্বরূপ আমাদের পাওনা কাশ্মীরি হাতের কাজ। এই স্বল্প পরিচিত জায়গার দুধারের পথের দৃশ্য পথ চলার ক্লান্তিকে নিমেষে ভুলিয়ে দেয়। দুপাশে দিগন্ত জুড়ে কাশ্মীরি ফার, চিনার, পপলার গাছ এই গ্রাম্য পথকে মনোরম করে তুলছে। দিগন্ত বিস্তৃত সমতল কৃষিক্ষেত্রের মাঠে ছোট গ্রামের বাড়ীগুলো দেখতে ভালো লাগে। বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছে গেলাম লজে। কেয়ারটেকারের উষ্ণ আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। আমাদের আসার খবর আগেই ছিল তাই প্রথমে জানতে পারলাম লাঞ্চ রেডি। এখন বর্ষার সময় আমাদের আগমনে উনি খানিকটা অবাক হয়েছিলেন। ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতির প্রাকৃতিক সম্পদের রূপের মাধুর্য সব ঋতুতেই যে আলাদা, ওনাকে কি করে বোঝাই। বর্ষার জলে সিক্ত সবুজ সালয় মোড়া শান্ত, স্নিগ্ধ বর্ণময় রূপ দেখতেই যে আমরা এসেছি মুচকি হেসে তা বুঝিয়ে দিলাম। অসময়ে অফসিজনে অফবিটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ-রস-বর্ণের সান্নিধ্যে আসার মাদকতার আকর্ষণ, মনে এনে দেয় অপার শান্তি। এই ভয়ঙ্কর নিসর্গ পাহাড়ের কোলে জনমানবহীন, কোলাহল, শূন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ কত স্বচ্ছ যারা আসেন তারাই বুঝবেন। ঠাণ্ডা তেমন নেই। দুপুরের আহার সেরে জানলার ধারে আমরা বসে আছি খানিক আগেই আধঘণ্টার একটু হালকা বৃষ্টি সবুজ উঁচু-নীচু ঢেউ খে লানো উপত্যকা সহ চির, পাইন, বার্চ, উইলো, সিডারের জঙ্গলকে জলে ধুয়ে ইয়ুসমার্গকে অপরূপ মোহময়ী করে তুলেছে। এই স্বর্গীয় পটভূমির রূপ উপভোগে আমরা আপ্লুত। এমন সময় লজের কর্মী মাঝবয়সী আসরাফ আলি এসে বলল! সাব, বাহার নেহি যায়েগে? অভি তো মৌসম আচ্ছা হ্যায়। তখ ন কটা হবে! বিকেল চারটে। চা খেয়ে দুজনের বেরিয়ে পড়লাম। এমনটাই তো চেয়েছিলাম - কোন শব্দ নেই, পর্যটকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, কানায় কানায় পূর্ণ সবুজে আবৃত তৃণভূমি যা আমাদের শহরে কষ্টকরে খুঁজে বার করতে হয় সেই সবুজের খাস তালুকের ওপর আমরা হেঁটে চলেছি। দূরে গিরিশ্রেণীর মাথায় সাদা বরফের আস্তরন। ধীরে ধীরে জমাট বাঁধা মেঘ ফুঁড়ে সফেদ তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীকে নীল আকাশে ছেয়ে ফেলল। ফিরে এল বিকেলের ঝলমলে রোদ্দুর। সোনালি রোদের সিক্ত সবুজ বুগিয়ালের ওপর বৃষ্টি বিন্দু চিকচিক করছে। এই অপরূপ শোভা যেন এক স্বর্গীয় সুখানুভূতি। পাহাড়, বরফ, গাছগাছালিতে ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে সহজ সরল গ্রামের জীবনযাত্রা, নিস্তব্ধতা, নির্জনতার মাঝে মন কোথায় যে উড়ে যায় তা শুধু অনুভবে ধরা দেয়। যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া নেই রয়েছে নিষ্কলুশ সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভান্ডার যা শুধু অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। এখানে ৮টার আগে সন্ধে হয় না। আশেপাশে কিছু ঘোড়া নিয়ে ঘোড়সওয়ারীর দল বিক্ষিপ্ত ভাবে খদ্দেরের আশায় রয়েছে। কেউ কেউ ফিরে চলেছে আশাহত হয়ে সন্ধে নামার প্রাক মুহূর্তে। সূর্যাস্তের হলুদ রাঙা আলোয় পাহাড় যেন প্রতিমুহূর্তেই তার পট পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। ইউসমার্গের আদিগন্ত ঢেউ খেলানো বুগিয়ালের ওপর অস্তমিত সূর্যের লাল হলুদ আলোর বিচ্ছুরণের সৌন্দর্য চেটেপুটে উপভোগ করছি। প্রকৃতি এখানে ধরিত্রীর চির হরিতের লুটোপুটি খাচ্ছে। ভিজে বেঞ্চে বসে সেই অপার্থিব দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে ফিরে এলাম লজে। চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। স্বচ্ছ কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যায় জ্বলে ওঠা বাহারি বাতির স্তম্ভ। সেই আলোর দৃশপথে গোচরে আসে সবুজ চাদরে ঢাকা অনন্য সুন্দরী উপত্যকার ওপর বাতি স্তম্ভের আলতো আলোর এক মায়াবী রূপ। কিছু দূরে পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাতের নিশ্চুপ, নিথর নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিচ্ছে কিছু কুকুরের চিৎকার। পাহাড়ের কোলে এক গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। এত রূপের সম্ভারে সারা দিনটা কেটে গেল এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

পরের দিন সকালে চা হাতে হাজির আসরাফ আলি। এটা একটা প্রত্যন্ত গ্রামে অনুপম সৌন্দর্যের নানাবিধ প্রকৃতির উপাদানে সম্বলিত ঈশ্বরসৃষ্ট এক অসাধারণ ল্যানডস্কেপ। দূরে গাঢ় নীল দিগন্তে

ইয়ুসমার্গ

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সারিবদ্ধ গাছ। এখানকার জীবন গতিপথ কিভাবে বয়ে চলে তারই হৃদয়ের স্পন্দন পেতে আসতে হবে এই নিরালায়। ভূস্বর্গের আড়ালে লুকিয়ে আছে এমন এক অনাবিল, অমলিন সৌন্দর্যের মহিমা যার অবগুণ্ঠন উন্মোচন অবশ্যই চিনে নিতে হবে অফবিটের ইউসমার্গ উপত্যকাকে। লজের বাইরে চেয়ারে বসে এই সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে প্রণাম করে চলেছি। সকালে নরম তেজের আলোয় চারিদিকের দৃশ্যসজ্জায় আমরা মোহবিষ্ট। সকালের রৌদ্রজ্জ্বল দিনে তুষারধবল পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা হিমেল পরশ মন্দ লাগছে না। গ্রীষ্মে পাহাড় চূড়োয় বরফ পড়ার পালা, বর্ষার সিক্ত বসনা সবুজ-সাদার সংমিশ্রণ আর শীতে পুরু বরফের চাদরে ঢেকে যাওয়া এই বিশ্চবাচর সব ঋতুতেই সমান আকর্ষণীয়। এখানে বসেই সারা হয়ে গেল প্রাতঃরাশ। লজের বাইরে চারিদিকে জুড়ে বাহারি ফুল দিয়ে সাজানো। যারা একাকীত্ব, নির্জনতা ভালোবাসেন তাদের কাছে এক-দুদিন সময় কাটানোর আদর্শ জায়গা। হঠাৎ চমক ভাঙলো আসরাফ আলির ডাকে। ওর কাছেই জানলাম সামনে একটা পাহাড়ি ছটফটে নদী আছে - নাম দুধগঙ্গা। দিনের আলো যত উজ্জ্বল হচ্ছে ততই বর্ণময় হচ্ছে সবুজ গালিচা মোড়া উপত্যকা। শুনেছি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটকরা শেষে এখানে ঢুঁ মারে। ঠিক হলো দুপুরে আহার সেরে আমরা যাবো সেখানে। লজ থেকে একটু দূরে একটা নির্দিষ্ট সীমানায় ঘোড়সওয়ারীরা পর্যটকের অপেক্ষায় আছে। পাঁচ ছ'টা স্পট আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর। উল্লেখযোগ্য হল দুধগঙ্গা। বিভিন্ন জায়গায় যাবার তালিকা ও ভাড়া একটি বোর্ডে লেখা আছে সরকারি আদেশানুসারে। জনপ্রতি ২০০ টাকা দুধগঙ্গার জন্য। আমরা দুজনে চলেছি ঘোড়ায় চড়ে। প্রথম বেশ কিছুটা রাস্তা বেশ চওড়া ও মসৃণ। দূরে চির, পাইন, ওক গাছের জঙ্গল আর বরফে ঘেরা পাহাড়শ্রেণী। নীল আকাশে এখনও পর্যন্ত মেঘের আভাস পাইনি। এক অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে এগিয়ে চলেছি। বেশ মনোরম পথচলা। কিন্তু একি! হঠাৎ দেখি সামনের রাস্তা উধাও। সামনে লম্বা লম্বা পাইন, চিনারে ছেয়ে থাকা গাছের জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা নীচে গড়িয়ে গেছে, শব নামার মতো। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘোড়ার সহিস বলল! সাব এহি রাস্তা পে যানা হ্যায়। কিন্তু রাস্তা কোথায়? বড় বড় বোল্ডার ফেলা শিহরণ জাগানো রাস্তা একেবারে উৎরাই পথে এঁকেবেঁকে নেমেছে। রোদের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করার জায়গা পাচ্ছে না। ঈশ্বর কে স্মরণ করে অগত্যা সেই ভয় জাগানো পথে কম্পিত হৃদয় নিয়ে নামতে শুরু করলাম। ঘোড়া একটা একটা করে বোল্ডারে পা ফেলছে আর নীচে নামছে। আমরা তো ঘোড়াকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আছি। সদা আতঙ্কিত, এই না পড়ে যাই। হঠাৎ কানে এলো পাহাড়ী পথে নেমে আসা জলের সোল্লাস অথচ জল দেখতে পাচ্ছি না। আতঙ্কগ্রস্থ মন নিয়ে নীচে নামছি আর শুনতে পাচ্ছি জলের মূর্চ্ছনা। আর ও খানিকটা নামতে অবাক হওয়ার পালা। বিদ্যুৎ গতিতে ধেয়ে আসা জলের স্রোত এতটাই বেগবান যে তার প্রভাবে জল এখানে একেবারে দুধের মত সাদা হয়ে নীচে ঝাপিয়ে পড়ছে আশপাশের অঞ্চল পাহাড় আর গাছ দিয়ে ঘেরা। তীব্রবেগে ধাবিত ক্ষীণকায়া নদীর আওয়াজে পাগলপারা মন মাতাল হয়ে ওঠে। চারিপাশের দৃশ্য তাক লাগিয়ে দেয়। এ যেন ভূস্বর্গের এক সঞ্জিবনী সুধা। ফেলে আসা পথের কথা ভেবেও এই দৃশ্য ছেড়ে মন চায় না ফিরে যেতে। পাহাড়ের অবিন্যস্ত ঢাল থেকে ধেয়ে এসে দুধগঙ্গা কত রকম বাঁক নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা মেলা ভার। অনেকে এখানে নদীর ধারের ঝাউ গাছ থেকে বেশ কিছু রসদ জোগার ফিরে চলেছে। আমাদের ঘোড়ার তারস্বরে চিৎকার আমাদের ফিরে আসতে বাধ্য করল। যেন ওদেরও ভীষণ তাড়া। উৎরাইয়ের মতো চড়াই পথে ওঠার সময় অতটা ভয় হয়নি। ঘন অন্ধকার ওপরে উঠে! আবার একই মসৃণ পথে পথ চলা। ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার মন একেবারে খুশীর জোয়ারে ভেসে গেল। আরো ভালো লাগল ফেরার পথে কিছু কচিকাঁচা স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের দেখে। স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সাদা ধবধবে ফুলের মত বাহারি ফুলের মাঝে সবুজ আঙিনাকে মাতিয়ে রেখেছে দুষ্টুমিতে। সামনেই অপেক্ষারত বাস, অপেক্ষায় রয়েছে বাবা-মায়েরা তাদের নিয়ে যাবে বলে। ভাবলাম এত সুন্দর পরিবেশে, এই নিভৃতে নির্জন গ্রামের উপত্যকার মাঝে শুধু খেটে খাওয়া মানুষ নয় পড়াশুনা করা ছাত্ররাও আছে। দুপুর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে।

কাশ্মীরি কন্যা

ইয়ুসমার্গ

আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার ওসমান খান কাল থেকেই আমাদের সফর সঙ্গী। ওর ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম শ্রীনগর ফেরার সময় হয়ে এসেছে। উদয়-অস্ত ইয়ুসমার্গের এই রূপ প্রদক্ষিণে সারাদিন নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলাম ইন্দ্রজালের ঘোরে। সারা শরীরময় উপত্যকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সরলতা মাখা। এই অপরিচিত সবুজ সাদার সংমিশ্রণের রূপের চমক দেখে ফেরার পথে অবরুদ্ধ গ্রাম জীবনের সংস্পর্শে এসে মানুষজনের যে আন্তরিক আপ্যায়ন পেলাম চিরদিন মনে রাখার মতো। চিনার গাছ সমৃদ্ধ দুপাশের পাহাড়ের কোলে সবুজের সুষমায় মোড়া স্বপ্নপুরীর দেশ ছেড়ে আমরা শ্রীনগরে পৌঁছলাম রাতে। এই বর্ষামাঝারে এক অজানা রূপসীর রূপাঙ্গনে এক দিন থাকার অভিজ্ঞতা আজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য : শ্রীনগরে গিয়ে ওখানেই আপনার ভ্রমণসূচী নির্ধারিত করবেন কোথায় কখন কি ভাবে যাবেন। ভ্রমণসূচীতে অবশ্যই ইয়ুসমার্গ রাখবেন। শ্রীনগর থেকে নিয়মিত বাস যায়। পর্যটকদের ক্ষেত্রে প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে যাওয়াটাই উচিৎ কাজ হবে ইয়ুসমার্গ বেড়ানোর জন্য। ইন্টারনেটে হিমাচল ট্যুরিজিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন থাকার জন্য।

সৌজন্যে : আধুনিক মুসাফির

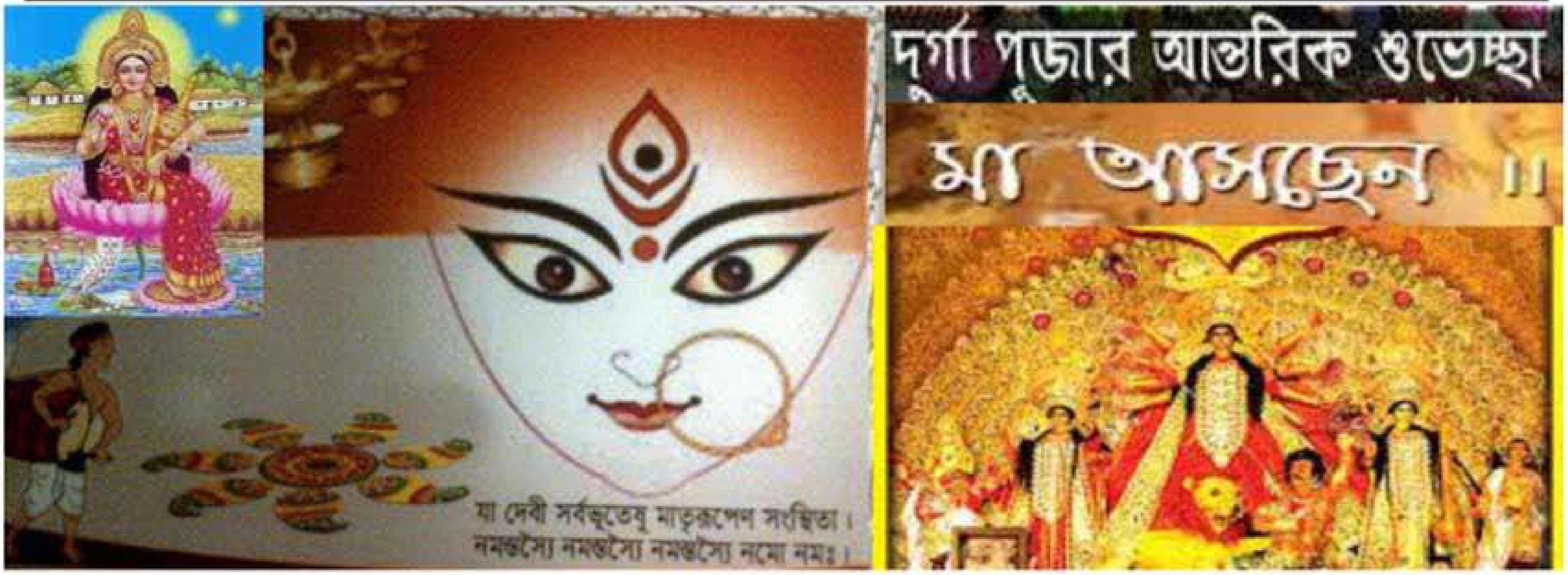

BANGLADESH HINDU MANDIR, INC.,

94-39 44th Avenue Elmhurst, NY 11373

Durga Puja 2014

Mahalaya: September 23rd, 2014, 5:30am

Sashti: September 29th, 2014, Puja 10:02am, Adhibas 7:00pm

Saptami: September 30th, 2014, Puja 10:03am Ardharatri Bihita Puja 12:49am

Ashtami: October 1st, 2014, Puja 10:04am Sandhi Puja 10:55pm

Navami: October 2nd, 2014, Puja 11:04am, Yajna 2:00pm

Bijoya Dashami: October 3rd, 2014, Puja 10:05am, Sindurdan 7:30pm

Lakshmi Puja: October 7th, 2014

Thursday, October 23rd - Sri Sri Kali Puja